# শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ।

( নাটক )

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, প্রণীত।

পানিহাটী,

শ্রীশ্রীমধুর-গৌরাঙ্গ-ভবন

হইতে প্রকাশিত।

১৩৩৫



মূল্য ১৲ এক টাকা

# উৎসর্গ

মহামহিম মহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর বিদ্যাসাগর
মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু-

গৌর হে !

কেহ বলে তুমি ভক্ত, কেহ ভগবান্ ।
কেহ বলে নারায়ণ, শাস্ত্রে সপ্রমাণ ॥
কেহ বলে কৃষ্ণ তুমি বৃন্দাবন-প্রাণ ।
কেহ বলে তুমি রাধা পুরুষেরি ভান ॥
যে হও সে হও তুমি, তুমি অনুপাম ।
অসমোর্দ্ধ রূপগুণ হেরি বিদ্যমান্ ॥
যে হও সে হও তুমি, তুমি অভিরাম ।
ইষ্ট তুমি, শ্রেষ্ঠ তুমি, তুমি প্রাণারাম ॥
বন্য পশু মাতে মুখে শুনি' হরিনাম ।
তোমার লীলায় গলে কুলিশ পাষাণ ॥
প্রেমের কল্লোলে ছুটে রসের তুফান ।
ভেসে যায় নরনারী ছাড়ি'-কুলমান ॥
তার মাঝে নাচে ওই নাটুয়ামোহন ।
হৃদয়ে উদয় রহু ছবি বিমোহন ॥
যেতে মতে তব লীলা গাহি অমায়ায় :
তোমারি প্রীতির লাগি দিনু তব পায় ॥
নিজগুণে প্রীতি করি ধর হে লীলায় ।
সার্থক হউক লিপি লিপিকর তায় ॥

—•—

# শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ।

অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ ভগবদবতারা নিগদিতাঃ
প্রভাবং কঃ সম্ভাবয়তু পরমেশাদিতরতঃ।
কিমন্যৎ স্বপ্রেষ্ঠে কতি কতি সতাং নাপ্যনুভবা-
স্তথাপি শ্রীগৌরে হরি হরি নমূঢা হরিধিয়ঃ॥

সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্থান্ বিবিধবিক্রতিভিস্তুচ্ছতাং দর্শয়ন্তঃ
প্রেমানন্দং প্রসূতে সকলতনুভৃতাং যস্য লীলাকটাক্ষঃ।
নাসৌ বেদেষু গূঢ়ো জগতি যদি ভবেদীশ্বরো গৌরচন্দ্র-
স্তৎ প্রাপ্তোত্তীশবাদঃ শিব শিব গহনে বিষ্ণুমায়ে নমস্তে॥

ধিগস্তু কুলমুজ্জ্বলং ধিগপি বাগ্মিতাং ধিগ্ যশো
ধিগমলনবাকৃতিং নববয়ঃ শ্রিয়ঞ্চাস্তু ধিক্।
দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলমাশ্রমাদ্যঞ্চ ধিক্
ন চেৎ পরিচিতঃ কলৌ প্রকটগৌরগোপীপতিঃ॥

শ্রীশ্রীগৌরবিধু র্জয়তি।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ।

# নিবেদন।

শ্রীচৈতন্যের নাম বাঙ্গালী পাঠকের অবিদিত নাই। কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব, তাঁহার লীলা, তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগ অনেকেরই ঘটে নাই। শ্রীচৈতন্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত আছেন বটে, কিন্তু ইতিহাস তাঁহাকে ধর্ম্মসংস্কারকগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য যে পরমভক্ত এবং ভক্তিবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যই যে বাঙ্গালীর হৃদয় বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছেন, ইহার অধিক সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি বুঝেন না, বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, কাজেই বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যলীলা বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থের অভাব নাই, কিন্তু সেগুলি পাঠ করিবার প্রবৃত্তি অনেকেরই হয় নাই, কারণ স্কুল কলেজে তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবার মত শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। ফলে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম "অত্যধিক ভাব-প্রবণতার ধর্ম্ম" বা 'স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম' বা 'নেড়া নেড়ীর ধর্ম্ম' বলিয়া বহু শিক্ষিত ব্যক্তিই নাসিকা কুঞ্চন করিয়া এই ধর্ম্মকে কৃপার চক্ষেই দেখিয়া আসিতেছেন। মোটের উপর, মাত্র সার্দ্ধ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের উপর দিয়া যে প্রবল ভাবস্রোত বহিয়া গিয়াছিল, আমরা স্বভাবসুলভ আলস্য ও গাঢ় তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে দৃষ্টিহীন ও দিশাহারা হইয়া, তাহার যথোচিত সমাদর সম্বর্দ্ধনা, ও বুদ্ধির বিচারে এবং হৃদয়ের অনুভবে মিলাইয়া তাহাকে যথার্থরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া বঞ্চিত হইয়া গিয়াছি।

বাস্তবিক, এ যুগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এক বিরাট্ সত্য ঘটনা। এত বড় সত্য ঘটনা জগতে কখনও ঘটে নাই, ভারতে যদিও ঘটিয়াছিল, কিন্তু এমন করিয়া ফুটে নাই। জীবের সহিত শ্রীভগবানের নিত্য নিগূঢ় মধুর সম্বন্ধ, এমন করিয়া কেহ কখনও বুঝান নাই, জীবের সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীভগবানের পরম ব্যাকুলতা এমন চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট করিয়া কেহ কখনও ধরেন নাই। ইঁহাকে ভক্তই বলুন বা মহাপুরুষই বলুন, যাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুন, কিন্তু এমন বস্তুটি যে জগৎ কখনও দেখে নাই, একথা কে অস্বীকার করিবে? এমন করিয়া কখনও কেহ কাঁদে নাই, কাহারও চোখের জলে পাষাণ পাথর সত্য সত্যই গলে নাই, পথে পথে এমন করিয়া কেহ নাচে নাই, এমন মন-গলান প্রাণ-মাতান হরিনাম কেহ শুনায় নাই, পাপী তাপী ম্লেচ্ছ চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে সকলকে সাধিয়া যাচিয়া প্রেমদান কেহ করেন নাই। উপদেশ দিয়া জীব উদ্ধার, তাহা অনেক হইয়াছে, কিন্তু কোল দিয়া, আলিঙ্গন করিয়া, বুকে ধরিয়া, অঝোরে ঝুরিয়া কলুষ কালিমা-ক্ষালন, হৃদয়-বিশোধন, ইহা এই প্রথম, এমন কখনও হয় নাই, এমনটা যে হইতে পারে তাহা স্বপ্নেও কেহ ভাবেন নাই।

আবার এমন করিয়া শ্রীচৈতন্য কি বস্তু দান করিলেন? ধর্ম্মসংস্কারক-গণ চিরকাল যাহা প্রচার করিয়া আসিতেছেন তিনি কি তাহাই দিলেন? গতি, মুক্তি, দুঃখ-নিবৃত্তি, অপুনরাবৃত্তি, ইহাকেই চরম বলিয়া জগৎ মানিয়া লইয়াছিল। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থ ও তাহার মধ্যে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ এই কথাই সকলে শুনিয়াছিল, এই মাত্রই তাহারা জানিত। শ্রীচৈতন্য শিখাইলেন, ইহার উপর আর এক পুরুষার্থ আছে—পঞ্চম পুরু-ষার্থ, সকল-পুরুষার্থ-শিরোমণি, তাহাই প্রেম। বেদে আছে 'সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনের' কথা,—জীবের প্রয়োজন এই প্রেম, সম্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণের সহিত, এবং অভিধেয় নবধা ভক্তি। ইহা দ্বারাই জীবের চরম পরম কৃতার্থতা হইতে পারে, অন্যথা নহে। শ্রীমদ্ভাগবতই ইহার প্রমাণ,—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যাহার

ইঙ্গিত, শ্রীমদ্ভাগবতে যাহার বিস্তৃতি, সেই পরাভক্তি বা প্রেমভক্তিই যথার্থ জীবের উপজীব্য পদার্থ, তাহারই অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। এই প্রেমভক্তি আবার দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাবের অন্যতমকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতে পারে। এই চারিভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মধুর, এই মধুর রতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ ব্রজের গোপী, তাঁহারা যে প্রেমসম্পদে ভূষিতা তাহার তুলনা ত্রিজগতে নাই। 'অপ্রাকৃত মদনমোহন রূপে' লোভই এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, রূপাসক্তি ইহার প্রাণ, সেবাই হইল ভজন, নাম গুণলীলা কীর্ত্তন এই ধর্ম্মের সাধন। ইহারই নাম রাগাত্মিকা ভক্তি বা "রাগমার্গ"। শ্রীচৈতন্য এই মার্গের পথ-প্রদর্শক, তাঁহার পূর্ব্বে একথা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াও কেহ বুঝেন নাই, এ আলোক কেহ দেখিতে পান নাই, কাজেই জগৎকে দেখাইতেও পারেন নাই। যোগীর সমাধি, জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান, অংশ-বিভূতি লইয়া, পরম জ্যোতিঃ অঙ্গকান্তি লইয়াই বিহ্বল হইয়া আছে, স্বয়ং ভগবানের সমগ্র স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। শ্রীগীতার "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" এই মহীয়সী বাণী শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে কেহ এমন করিয়া নিঃসন্দেহে আপনি আচরণ করিয়া দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। এইটী শ্রীচৈতন্যের মহাদান— এই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম, এই রাগাত্মিকা ভক্তি, এই প্রেমময় শ্রীভগবানের যথার্থ স্বরূপের সম্পূর্ণ অবগতির পথ-পরিচয়-বিস্তৃতি, এই পুষ্টিমার্গের পরিপুষ্টি ও শ্রীসচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহের প্রেম-সেবামৃত-বৃষ্টি।

এই এক দিক। আর একদিকে তাঁহার রূপ! কুঞ্চিত কেশ, নটবর বেশ, অলকা তিলকা, মালতী মালিকা, কষিত কাঞ্চন চাঁদিমা কিরণ বিনিন্দিত সুগৌরবরণ, শিরে ফুলচূড়, চরণে নূপুর, অধরে হাসি, নয়নে কটাক্ষ, কটিতটমিলিত সুচিকণ বসন, অনুরাগে ঢল ঢল রসের বদন, আর নর্ম্মসুধাসিঞ্চিত সুমধুর বচন, এ রূপের কি তুলনা আছে! এ রূপ দেখিলে সেই রূপের কথা মনে পড়ে, যে রূপ দেখিয়া আকাশ বাতাস

স্তব্ধ হইয়া যাইত, যমুনা উজান বহিত, শিখি পাখী গাভী মৃগ স্থির হইয়া চাহিয়া থাকিত, তরুলতা স্পন্দিত হইত, গিরিশিলা বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, উন্মাদিনী ব্রজকামিনী মিলনাভিসারে বনে ছুটিত, এ সেই রূপ! সেই কেশ, সেই আঁখি, সেই হাসি, সেই দৃষ্টি, সেই মধুর বাণী—সবই সেই, কিন্তু তথাপি নূতন, 'অভিনব রূপ প্রকটন'! সেই 'পুরাণ পুরুষ'ই এবারে যেন কি এক নূতন রহস্য-বিজড়িত হইয়া আসিয়াছেন, যাহাতে সেই রূপ মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে, 'স্বপ্নবিলাসে' যে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীও কাঁদিয়া উঠিয়াছেন, আর সন্ন্যাসীপ্রবর জ্ঞানীকুলাগ্রগণ্য গম্ভীরস্বভাব শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহাশয়ও নবভাব-বিভাবিত হইয়া

"মম তু পরমপার-প্রেম-পীযূষ-সিন্ধোঃ
কিমপি রস-রহস্যং গৌরধাম্নো নমস্যম্।"

বলিয়া প্রলুব্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা যাঁহারা ইহার সন্ধান পাইয়াছেন, সকলেই 'হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি' বলিয়া মাতিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর তাঁহার স্বরূপ। ইনি কে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন,—ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গ-জ্যোতিঃ, পরমাত্মা যাঁহার অংশ-বিভূতি, শ্রীভগবান্ যিনি স্বয়ং, ইনিই সেই পরতত্ত্ব, যাঁহা হইতে আর নাই, ইনিই সেই পরম তত্ত্ব। ইনিই বেদের মধুব্রহ্ম, ইনিই তন্ত্রের কারণানন্দ, প্রণব ইঁহারই নাম, গায়ত্রী ছন্দে ইঁহারই গান, স্তোত্রমন্ত্রের ইনিই প্রাণ, 'রসো বৈ সঃ' ইঁহারই আখ্যান। পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, যুগাবতার, আবেশাবতার, সকল অবতারই ইঁহার অংশ, ইঁহার কলা, ইনিই অবতারী, ইনিই স্বয়ং ভগবান্। ইনিই ব্রজে দুই হইয়া বিপিনবিহারী হইয়াছিলেন, আবার এখন শ্রীরাধারমণ হইয়া এক হইয়া আসিয়াছেন—ইনিই পরাৎপর, ইনিই সারাৎসার, ইঁহার পরে আর নাই, ইনিই পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ।

এইরূপে ইঁহাকে বুঝিতে হইবে। শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য নয় সমগ্র বাঙ্গলার জন্য, শুধু বাঙ্গলার জন্য নয় সমগ্র ভারতের জন্য, শুধু ভারতের জন্যও নয় সমগ্র জগতের জন্যই ইনি আসিয়াছেন, এইরূপেই ইঁহাকে বুঝিতে হইবে। জীব-চৈতন্যের চরম পরম কৃতার্থতা, মনুষ্য জন্মের ও মানব ধর্ম্মের সম্পূর্ণ সার্থকতা, শ্রীভগবচ্চরণ সন্নিধানে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় ও জীবের যোগ্যতানুসারে নিঃশ্রেয়সপদপ্রাপ্তির কথা, আপনি আচরণ করিয়া দর্শনে স্পর্শনে উপলব্ধি করাইয়া দিতে নরদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। এইভাবেই ইঁহাকে বুঝিতে হইবে। অবতার ও অবতারী তত্ত্ব মিলাইয়া বুঝিতে হইবে, পৃথিবীর ভারহরণ ও জীব-উদ্ধারণ কার্য্যে ইঁহাকে বুঝিতে হইবে, প্রেমধর্ম্ম-স্থাপনে ইঁহাকে বুঝিতে হইবে, রাগভক্তি প্রচারে ইঁহাকে বুঝিতে হইবে, আবার 'চির-সুন্দরের' প্রেমের খেলায় ইঁহাকে ধরিয়া চিনিয়া লইতে হইবে, তবেই সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের শ্রীচৈতন্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের শ্রীচৈতন্য, তিন এক করিয়া মিলাইয়া লইলে সমগ্র শ্রীচৈতন্যলীলা পাওয়া যাইবে, তবেই ইঁহাকে বুঝা যাইবে। ঐতিহাসিক শ্রীচৈতন্য, লীলাগ্রন্থের শ্রীচৈতন্য, ও হৃদয়ে অনুভূত ভাবুকের শ্রীচৈতন্য, তিনে একত্র মিলিত হইয়া সমগ্র শ্রীচৈতন্য, তাঁহাকেই আস্বাদন করিতে হইবে। তবেই এ যুগের সত্যের সন্ধান হইবে, এ যুগের কৃপার অনুভব হইবে, এ যুগে জন্মাইয়া যুগসৌভাগ্যে সৌভাগ্যান্বিত হইয়া কৃত-কৃত্য হওয়া যাইবে।

আমরা ইঁহাকে এই ভাবেই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে যুগে যে ভাব প্রবল হয় সেই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে যুগোচিত সাহিত্য হয়। শ্রীচৈতন্য এ যুগের মহামানব, শ্রীচৈতন্য এ যুগের শ্রীভগবান্, শ্রীচৈতন্য এ যুগের অবতারী ও অবতার, শ্রীচৈতন্যই এ যুগের সর্ব্ব-সার। এই শ্রীচৈতন্য-কথা সাহিত্যের মধ্যে বহুলভাবে প্রবিষ্ট হওয়া চাই, নতুবা

যুগোচিত সাহিত্য হইবে না। বাঙ্গলা দেশেই ইহার সূত্রপাত, বাঙ্গালীকেই অগ্রণী হইতে হইবে, এ যুগবাণীর দ্বারা বাঙ্গলা ভাষা প্লাবিত করিতে হইবে। তাই বাঙ্গলার কবিতায়, বাঙ্গলার গানে, বাঙ্গলার তত্ত্বালোচনায়, বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যে, বাঙ্গলার উপন্যাসে, বাঙ্গলার নাটকে, সর্ব্বত্রই শ্রীচৈতন্য-লীলার বিস্তার হওয়া আবশ্যক।

আমরা এই উদ্দেশ্যেই এই দুঃসাহসিক প্রয়াস করিয়াছি; শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের কথা স্মরণ করিয়া "আত্ম-শোধন" জন্যই শ্রীচৈতন্যের অগাধ অপার লীলামৃত-সমুদ্রে লোভে পড়িয়াই অবগাহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই অসাধ্য সাধনে যদি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, তাহা শ্রীগুরু বৈষ্ণবের প্রসাদেই হইয়াছে, তাহাদের কৃপারই জয় দিব। আর যদি দোষ ত্রুটি ঘটিয়া থাকে, তাহা আমার দোষেই ঘটিয়াছে, তাহার জন্য অদোষ-দরশী ভক্তবৃন্দের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

পরিশেষে আমাদের কেবল ইহাই বক্তব্য যে, আমরা এই গ্রন্থে কাল্পনিক চিত্র বা চরিত্রের পরিকল্পনা করি নাই, কেবল প্রামাণিক লীলা-গ্রন্থে যাহা পাইয়াছি তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়া ভক্তগণের আস্বাদনের উপযোগী করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে জানিলেই কৃতার্থ হইব। আর বলিবার কিছুই নাই। এক্ষণে ভক্তবৃন্দের শ্রীকরকমলে তাঁহাদের আদরের 'শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ' লীলা গ্রন্থখানি প্রদান করিয়া আমরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

ইতি, জয় গৌর!

বিনীত গ্রন্থকারস্য—।

# নান্দী

এসেছিল গোপ বেশে যমুনাতীরে।
বনমালা শিখিপাখা মুরলী করে॥
( ওসে ) ননী খেত, গোঠে যেত, মন চুরি করে'।
( আবার ) নিশীথ রাতে, গোপীর সাথে, কুঞ্জে বিহরে॥
বুঝি সেই এসেছে রে——
নদে'র মাঝে, শচীর ছাঁচে, গোরা রূপ ধরে'॥
নইলে কেন রে——
( তার ) নয়ন ঢুলে, চাঁচর চুলে, মন পাগল করে॥
( আবার ) সে বিনে কেরে——
নেচে গেয়ে, হেসে খেলে খেলায় সবারে॥
ওকে——
খেলার সাথী, আয়রে মিলি, খেলা দিই তারে

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ।

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

## পুরুষগণ।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীনিমাই।<br>শ্রীনিত্যানন্দ।<br>শ্রীঅদ্বৈত।<br>শ্রীগদাধর।<br>শ্রীনরহরি।<br>শ্রীশ্রীবাস। | ... | |
| অচ্যুত<br>কৃষ্ণমিশ্র | ... | শ্রীঅদ্বৈতের পুত্রদ্বয়। |
| বিদ্যানিধি<br>বিদ্যাদিগ্‌গজ | ... | নবদ্বীপের পণ্ডিতদ্বয়। |

## স্ত্রীগণ।

| | | |
|---|---|---|
| শচীদেবী। | ... | শ্রীনিমায়ের মাতা। |
| বিষ্ণুপ্রিয়া। | ... | ঐ পত্নী। |
| সীতাদেবী। | ... | শ্রীঅদ্বৈতের পত্নী। |
| মালিনী। | ... | শ্রীবাসের পত্নী। |
| কাঞ্চনা<br>অমিতা | ... | শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সখিদ্বয়। |

হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ, অভিরাম, গোপীনাথ, রামাঞি, সদাশিব, বাসুঘোষ, শ্রীধর, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, তৈর্থিকবিপ্র, তপনমিশ্র, তন্তুবায়, বণিক, তাম্বুলী, দৈবজ্ঞ, মালী, নাগরিকগণ, শিষ্যগণ, গোপগণ, ব্রাহ্মণগণ, ভক্তগণ, পরিব্রাজকগণ, ইত্যাদি।

# শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ।

## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম দৃশ্য।

স্থান—গিরি-গোবর্দ্ধন।

রাম। ( যষ্টি হস্তে ) কাঁহা গেই ? ( ফুকারিয়া ) এ কানাইয়া ! কানাইয়া হো ! ( আপন মনে ) কাঁহা গেই ! কানাইয়া কাঁহা গেই ! ফুকারতে ফুকারতে নাকাল হো গেই, তব্‌ভি আয়া নেই ! ( অভিমান ভরে ) এ ক্যায়সেন্ খেল্ হ্যায় তুমারা ভাই ? ( ফুকারিয়া ) কানাইয়া ! কানাইয়া হো ! আরে আ যাও ভেইয়া।—( আপন মনে ) আয়া নেই ! ( ক্রোধভরে ) আচ্ছা রহো, আব্‌ ঢুঁড়্‌কি মিল্ যায় তো তোম্‌কো দেখেঙ্গে ক্যায়সে কানাইয়া তুম্ ! ( ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজিয়া ) অব্‌ মিল যায় ত তুম্‌কো মার্ ডালেঙ্গে, য্যায়সা কে ত্যায়সা, আক্কিল দে দেই ! তু বড়া ঠেঁটা হ্যায়। দাদা বলাই কাঁহা গেই ? অব্‌ বলাইয়াকা সাথ্‌ খেলেঙ্গে, কানাইয়া আনে সে উস্‌কো সাথ্‌ বাত্ ভি নেই বোলেঙ্গে। ( ফুকারিয়া ) এ দাদা বলাইয়া হো ! আরে, তু আ' যাওরে ভেইয়া। ( ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান )

( শ্রীনিত্যানন্দের প্রবেশ )

কা কা কা কানাইয়া কাঁহা মেরে ভাই।
কাঁহা মেরে ভাই তু কাঁহারে কানাই ॥
ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি ফিরি তেরে পাত্তা না লাগই।
পাত্তা না লাগই কানাইয়া কাঁহা গেই ভাই ॥
মোহন বংশী বাজে শুনি রে সদাই।
মনোমে কি কাণোমে রে হিয়ামে বাজই ॥
রোয়ত রোয়ত আঁখি অন্ধা হো গেই।
( আব্ ). নদীয়ামে আ'লি কিরে চলুঁ ধাওয়া ধাই ॥

( অভিরামের বেগে পুনঃ প্রবেশ )

অভিরাম। আরে আরে, এ ক্যারে? আ গেই? তু কেরে কেরে দাদা বলাই? ( জড়াইয়া ধরণ ও আলিঙ্গন ) আরে তু কাঁহা ভাগ্ গেই ভাই? কানাইয়া কাঁহা গেই? তুকোভি ছোড়্ দিয়া? উস্‌কো যানে দে ভেইয়া, ও বড়া ঠেঁটা হায়, কানাইয়া বড়া ঠেঁটা হায়! ( সস্নেহে নিরীক্ষণ করিয়া ) তু সব কাঁহা ভাগা? ননী মাখন কুছ্‌ভি নেই খায়া! আব্‌ত বহুত্ ছোটা হো গেই ভাই। চল্ ভেইয়া চল্, কানাইয়াকো পাশ লে চল্, বহুত্ রোজ নেই খেলা, অব্‌ত বহুত্ খেল্ খেলেঙ্গে চল্।

নিত্যা। আরে কানাইয়া ত বহুত্ দূর ভাগা ভাই। ও ত বঙ্গ্‌লাদেশ পর নদীয়ামে চল্ গেই। ম্যায়্ ত যাতে হুঁ, তু সেকোগে ত চল্ যাই।

অভি। ক্যা! তু সেকোগে ম্যায়্ নেই সেকেঙ্গে। তু চার কদম্

চলোগে ত ম্যায়, অ্যায়সা অ্যায়সা ( লাফ দিয়া ) এক্ এক্ লাফ্
দে কর্ আগে আগে চলেঙ্গে। চল্ চল্ যাই ভাই।
নিত্যা ও অভি। চল্ চল্ চল্ নদীয়ামে চল্ চল্ যাই ভাই।
নদীয়ামে জীবন কানাই চলুঁ ধাওয়া ধাই॥
[ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

### শান্তিপুর। অদ্বৈত ভবন।

কক্ষ। ধ্যানমগ্ন শ্রীঅদ্বৈত।

শ্রীঅদ্বৈত। ( ব্যুত্থিত হইয়া ) কে এ নিমাই !
কেন মোরে করে আকর্ষণ !
শাস্ত্র চর্চ্চায় কাটে মোর দিন,
হরিপদ ধিষণা প্রবীণ,
দারাসুত পরিজনে চিত উপরত,
দুর্ম্মদ বালক,
কেমনে অদ্বৈত চিত করিল হরণ ! ( পরিক্রমণ )
( দাঁড়াইয়া ) বেদান্ত বাশিষ্ঠ জ্ঞান মানে পরাজয়।
কৃষ্ণপদ করি অনুধ্যান,
সংস্কার বাসনা দূরে করিয়ে বর্জ্জন,
মনোলয়ে মায়াপারে করি অবস্থান,

সেথা হতে টানি' আনে নিমাই সুন্দর,
হৃদাকাশে বসি' হাসে প্রফুল্ল অন্তর।
একি প্রহেলিকা!
ভরতে ছলিল মায়া মৃগরূপ ধরি,
একি তবে মায়া-মরীচিকা?—( পুনঃ পরিক্রমণ )
( স্থির হইয়া ) না, না,—এ নহে করুণা, এত নহে মায়ার কল্পনা,
অপূর্ব্ব আনন্দ ইথে করি অনুভব।
ভরতের করুণ হৃদয়,
করুণায় দ্রবি' গেলা অসহায় হেরি' মৃগপোত,
শোভন কর্ম্মের বশে,
তাহে মায়া মৃগ-ছবি করিল অঙ্কিত,
মৃগ লাগি হয় ভয় ভাবনা সতত;
মায়ামৃগ ধ্যানে মায়া করিল আশ্রয়,
সঙ্গদোষে পরমার্থ হানি হইল তায়।
ইথে নাহি মায়াগন্ধলেশ, চিন্ময় রসেরি আবেশ,
নাহি ভয় ব্যাকুলতা, চিত্তের বিক্ষোভ;
কেবল পরমানন্দ, শুদ্ধ নিরমল,
নিত্য নিরঞ্জন রূপে হৃদয়ে উদয়।
( দৃঢ়তা সহকারে ) কৃষ্ণই করেন জানি মোরে আকর্ষণ।
কৃষ্ণ বিনা কৃষ্ণদাসে আকর্ষয়ে কেবা?
গুণাতীতে করে আকর্ষণ,
কৃষ্ণ বিনা হেন শক্তি কা'র?
কৃষি সত্ত্বা,— সত্য সনাতন,

"ণ" শব্দে কহয়ে নির্বৃতি,—
ধ্যানযোগে সনাতনে স্থির শুদ্ধমতি,
পরম নির্বৃতি হৃদে করি অনুভব,
কৃষ্ণ এই হয় সুনিশ্চিত।
"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥"
( করযোড়ে ) "মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে
ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয়-বেদবিতায়মানা।
সত্ত্বাবলম্বি-পরসত্ত্ব-বিশুদ্ধ-সত্ত্বং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
আনন্দ চিণ্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলং স্মরতামুপেত্য
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"
( নতজানু হইয়া ) এলে কি হে ভকতবৎসল ?
মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ ?
অধন্য কলিরে ধন্য করিতে মাধব ?
অধম পতিত জনার তারণ কারণ,
এসেছ কি শ্রীনন্দনন্দন ?

( সীতাদেবীর প্রবেশ )

তোমারি করুণা বলে করিয়াছি পণ,
তোমা আনি' দেখাইমু জগত সংসারে,

দেবব্রত পণ রাখ ভাঙ্গি' নিজপণ,
আশ্রিতেরে বাড়াইতে নাহি তোমা সম,
এলে কি করিতে প্রভু বাঞ্ছিত পূরণ ?
( পার্শ্বে নিরীক্ষণ করিয়া ) কে সীতে ? কি বল্‌বে বল।

সীতা। ( মৃদুস্বরে ) বেলা যে অনেক হ'ল। পারণ করি ?

অ। ( চিন্তামগ্ন ) হুঁ।

সীতা। কি ভাব্‌ছ ? ছেলেরা যে বসে আছে, প্রসাদ সেবা কর্ব্বে এস।

অ। হুঁ, চল যাই।

সীতা। কি ভাব্‌ছ বল দেখি ?

অ। ( ঈষৎ হাসিয়া ) হুঁ। বল দেখি।

সীতা। আমি বল্‌ব কেন ? তুমি বল না।

অ। বলে' কি হবে ? পরে জান্‌তে পার্ব্বে।

সীতা। নাই বল, আমি জানি গো জানি।

অ। আঁ্যা ! তুমি জান ? কেমন করে জান্‌লে ?

সীতা। জান্‌বো না কেন ? তারে তারে বাঁধা থাক্‌লে একটী তার বাজালেই আর একটী তার আপনি বাজে। মনের কথা না বল্‌লেও মন তা বুঝ্‌তে পারে। মন যে অন্তর্য্যামী, মন ঠিক্ বুঝ্‌তে পারে।

অ। বটে ? তুমি এমন মনস্বিনী ? কই, বল দেখি কি ভাব্‌ছি।

সীতা। বল্‌বো কেন ? তুমি বল্‌লে না, আমি বল্‌বো কেন ? শাস্তর্ জানি না বলে পণ্ডিতই না হয় না হলুম্, তা বলে বুঝ্‌টাত আর তোমাদের একচেটে নয়। আমরাও কি আর বুঝ্‌তে পারি না ?

অ। এসব বিষয় কেমন করে বুঝ্‌বে নারী? "সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধঃ এব সঃ।" শাস্ত্রই যে মানবের চক্ষু, শাস্ত্র-জ্ঞান না থাক্‌লে যে চোখ থাক্‌তে কানা। শাস্ত্র না পড়্‌লে কেমন করে জান্‌বে?

সীতা। তা অমন জানি। আমরাও বুঝ্‌তে পারি। তোমরা বোঝ জ্ঞান দিয়ে, আমরা বুঝি প্রাণ দিয়ে। তোমরা দেখ শাস্তরের চোখে, আমরা দেখি প্রাণের চোখে। তোমরা জান পুঁথি পড়ে, আমরা জানি দেখে শুনে; আমাদের পথ সোজা পথ। দেখে শুনে চিন্তে পারলে সহজেই চিনে নেওয়া যায়। তোমাদের মত সন্দেহ দোলায় দুল্‌তে হয় না। আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করি, দেখেই ঠিক ঠিক চিনে ফেলি, একেবারে ধরে ফেলি কিনা, তাই তোমাদের মত পুঁথি মিলিয়ে, ভেবে সারা হ'য়ে, দিশেহারা হইনা। কেমন? হ'ল ত?

অ। হুঁ। একহাত নিলে বটে। বড্ড বলেছ।

সীত। তা বলেছি বলেছি। এখন এসো, জানত তুমি প্রসাদ পেতে না বস্‌লে নিমাইচাঁদ হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন্।

অ। হুঁ। চল চল, যাই চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য ।

### গঙ্গাতীর ।

গদাধর ও কৃষ্ণমিশ্র ।

গদা । ভাই কেষ্ট ! বল না ভাই বল ।

কৃ । কি বল্‌বো গদাইদা ? গৌগ্‌গোবিন্দ ?

গদা । হ্যাঁ ভাই । বল, বল, আবার বল !

কৃ । গৌগ্‌গোবিন্দ ! গৌগ্‌গোবিন্দ ! গদাইদা, তুমি বল ।

গদা । গৌরগোবিন্দ ! ( স্বগতঃ ) গৌরগোবিন্দ ! গৌরই গোবিন্দ ! পৃথিবী তাঁর লভ্য, পৃথিবীরও তিনিই লভ্য । এই ত লীলা, এই ত নিত্য লীলা । তিনি এক হ'য়ে বহুকে পেতে চাচ্চেন, বহুবল্লভ হ'য়ে বহুর সঙ্গে প্রেমমিলনে মিলিত হ'তে চাচ্চেন, এই ত তাঁর চিরন্তন খেলা । আবার বহুও তাঁরই জন্য লালায়িত, বহুও জেনে' না জেনে' তাঁকেই পেতে চাচ্ছে । তাদের চেষ্টা, তাদের চিন্তা, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রাণভরা আবেগ, বুকভরা ভালবাসার মধ্য দিয়ে, বুঝে' না বুঝে', তাঁকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে । "অন্বেষ্টব্যং যদসি ভুবনে ভুতনাথো শরণ্যঃ"— "নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"—তুমিই সকলের গম্য, তুমিই সকলের কাম্য, শরণ্য তুমি, ত্রিভুবনবরেণ্য তুমি, তুমি জগতের নাথ,তুমিই জগতের প্রাণের প্রাণ । একদিন সবাই বুঝবে যে তুমি সবার প্রাণের প্রাণ । সত্যিইত, এমনটি ত আর নেই । মদনমোহন রূপ, অসমোর্দ্ধ গুণ, রসেভরা পাগল করা এই নাম,

রসনা একবার নিলে আর ছাড়্তে পারে না, অনুপমের এমন বিচিত্র সমাবেশ আর কোথায় দেখ্তে পাওয়া যায়! জগতললামভূত আমার ললিত গৌরাঙ্গ! এঁকে পেয়েই ত অনাথা পৃথিবী আজ সনাথা হ'য়েছে। গৌর, গৌর, গৌরগোবিন্দ, গৌরগোবিন্দ, গৌরগোবিন্দ! (প্রকাশ্যে) ভাই কেষ্ট, তোর নিমাইদা কোথা গেল ভাই?

কৃ। নিমাইদা এক্ষুনি আস্বে বোলেছে।

গদা। কই, এখনও আস্ছে নাত! (কাঁধে হাত দিয়া আদর করিয়া) আচ্ছা, কেষ্ট, তুমি এ নাম কোথা শিখ্লে ভাই?

কৃ। বাবার কাছে। বাবা পড়ে কিনা। আমি কোলে বসে থাকি। আর আমি শুনে শুনে অম্নি শিখে ফেল্লুম্। গৌগ্গোবিন্দ বেশ নাম, না গদাইদা? গৌগ্গোবিন্দ! গৌগ্গোবিন্দ! (নৃত্য)

গদা। গৌরগোবিন্দ! (চিন্তিত হইয়া) এখনো আস্ছে না কেন? এত দেরী কচ্ছে কেন?

(কোঁচড় ভরিয়া ফুল লইয়া অচ্যুতের প্রবেশ)

অচ্যুত। গদাইদা! কেমন ফুল এনেছি দেখ।

গদা। কই দেখি দেখি। (কোঁচড় খুলিয়া দেখিয়া) বাঃ! বেশ ফুল এনেছ, বেশ মালা হবে। আয় ভাই, আমরা মালা গাঁথি।

(গদাধর ও অচ্যুতের মালা গাঁথন)

কৃ। বেশ মজা হবে। গৌগ্গোবিন্দ! নিমাইদার গলায় পরিয়ে দেবে, কেমন?

গদা। কেন নিমাইদার গলায় দে'ব কেন ভাই ? আমিই না হয় প'রে বসে থাকব, কেমন ভাই ?

কৃ। হুঁ, তাই বৈকি। তুমি নাকি মালা পর, তুমিত নিমাইদার গলায় মালা দাও। নিমাইদা মালা পরিয়ে দিলে তবেত তুমি পরো, নইলে কি মালা পরো ?

গদা। তা দিই দিই। আজ না হয় আমিই আগে পর্‌লুম্ ভাই। তোর নিমাইদা কখন আস্‌বে তার ত ঠিক নেই, ততক্ষণে মালা যে শুকিয়ে যাবে ভাই।

কৃ। হুঁ, যাবে বৈকি। নিমাইদা এক্ষুনি আস্‌বে, নিমাইদার গলায় মালা দেবে, তুমি তাইত মালা গাঁথ্‌ছ, আমি জানিনা নাকি।

গদা। (মালা তুলিয়া দেখিতে দেখিতে) তবে আর কি করি বল। তুমি যখন ছাড়বেই না, তখন আর কি করি, তোমার নিমাইদার গলায়ই না হয় মালা দেবো।

কৃ। হ্যাঁ, নিমাইদার গলায় মালা দেবে। বেশ দেখাবে। ( অদূরে দেখাইয়া ) ঐ নিমাইদা আস্‌ছে, গৌগ্‌গোবিন্দ ! গৌগ্‌গোবিন্দ ! গৌগ্‌গোবিন্দ। [ নৃত্য ]

( গাহিতে গাহিতে নিমাইয়ের প্রবেশ )

আমায় কুঞ্জে ডেকেছে কে।
দূরে কি আর রইতে পারি ডুরি ধরে টেনেছে ॥
প্রাণে প্রাণে প্রাণ বাঁধা,
মন বোঝে মনের কথা,
অদর্শনে পেয়ে ব্যথা নামটি ধরে কেঁদেছে।
প্রাণ ভরে' ভালবেসে' আমায় বেঁধে ফেলেছে ॥

( অগ্রসর হইয়া ) বাঃ! এখানে লুকিয়ে বসে' কি হচ্ছে তোমাদের ?

গদা। ( উঠিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জাবনত মুখে ) অচ্যুত ফুল এনেছে, তাই মালা গাঁথ্‌ছি।

নিমাই। ( ঈষৎ হাসিয়া ) কি হবে? আচার্য্য পূজা কর্ব্বেন বুঝি ?

কৃ। না নিমাইদা। বাবার ঠাকুর পুজোর মালা আছে। সে সব মা ঠিক করে রেখেছে। এ মালা আমরা তোমায় পরা'ব। হোঃ হোঃ! তুমি মালা পর্ব্বে নিমাইদা,বেশ হবে! গৌগ্‌গোবিন্দ (হাতে তালি দিয়া নৃত্য)—( গদাধরের প্রতি ) হয়েছে গদাইদা ? মালা হয়েছে ? নিমাইদাকে পরিয়ে দাও না।

গদা।  যতন করে' গেঁথেছি মালা নানা ফুলে।
সুন্দর সরে এস দিব হে গলে॥
না হেরে' তোমারে মন কেমন করে।
আপনা পাশরি কেন তোমারে হেরে'॥
ধর এ প্রীতির মালা আদর ক'রে।
দেখি মালা কেমন সাজে নয়ন ভরে'॥

( মাল্য প্রদান ও নিমাইয়ের আপন গলার মালা গদাইকে দান ও আলিঙ্গন )

কৃ। বাঃ বাঃ, বেশ হয়েছে নিমাইদা। দেখ, দেখ গদাইদা, নিমাইদার গলায় মালা কেমন মানিয়েছে। গৌগ্‌গোবিন্দ! গৌগ্‌গোবিন্দ!

গৌগ্ গোবিন্দ! ( নৃত্য ) ( হাত ধরিয়া টানিয়া ) চলো চলো নিমাইদা, মাকে দেখাইগে চলো। গৌগ্ গোবিন্দ!

( নাচিতে নাচিতে টানিতে টানিতে )

নি। এসো গদাই, এস অচ্যুত ভাই, আমরা মা'র কাছে যাই।

[ সকলের প্রস্থান।

## চতুর্থ দৃশ্য।

### ঠাকুর হরিদাসের ভজন কুটীর, শ্রীঅদ্বৈত ও হরিদাস ঠাকুর সমাসীন।

( মালার ঝোলা হস্তে জপপরায়ণ হরিদাস ঠাকুর, ও মণিবন্ধে কুণ্ডলীকৃত তুলসীমালাধারী শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য )

অদ্বৈত। হরিদাস! তুমি কি বল? তোমার কি মনে হয় প্রভু এসেছেন?

হরি। তা হয় বৈকি প্রভু। নইলে কি এমনটি হয়? আবির্ভাব তিথির কথা স্মরণ করুন। হরে কৃষ্ণ।

অদ্বৈত। সত্য বটে,
শুভদিনে জন্মেছে কুমার।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি দোলযাত্রা দিনে,
গ্রহণ সংযোগে হরিনাম লয় সর্ব্বজনে,
হরিনামে প্লাবিত ভুবন,
হরিনামে পূরিত গগন,
জনমিল মিশ্রের নন্দন ;
সামান্য নহে এ শিশু মানি সে কারণ।
মহাপুরুষের হেথা হৈল আগমন।

হরি। শুধুই কি তাই প্রভু ? মনে করুন সেদিনের অপূর্ব্ব অনুভবের কথা। সে বিপুল আনন্দানুভব স্বয়ং তিনি ভিন্ন আর কে দিতে পারেন ? হরে কৃষ্ণ।

অদ্বৈত। ( চিন্তামগ্ন হইয়া ) হুঁ। সত্য কথা।
সে দিনের অপূর্ব্ব অনুভব।
জাগিল হৃদয়ে গুরু বিপুল স্পন্দন,—
কারণের পার হতে মহাকাশে ভাসি',
এ'লো যেন মত্ত প্রভঞ্জন ;
কাঁপাইয়ে গুণময়ী প্রকৃতি প্রধান,
কাঁপাইয়ে ব্রহ্মাণ্ডেরি গণ,
কাঁপাইয়ে লোকের সংস্থান,—
কাঁপাইয়া ত্রিভুবন, কাঁপাইয়া জল স্থল,
কাঁপাইয়া হিমাচল, নদী কল কল,—
কাঁপাইল মর্ম্মস্থল, কাঁপাইল প্রাণ,
বিপুল পুলকে তনু হইল আবৃত।
হুহুঙ্কারে উঠিনু মাতিয়া,

ছুটিনু আবেশে ঢুলি' তোমার আবাসে,
দোঁহে মিলি হরি বলি দুই বাহু তুলি,
মহোল্লাসে করিনু কীর্ত্তন,
নামপ্রেম সিন্ধু মাঝে হ'নু নিমগন।
হরিদাস! হরিদাস!
সত্য কি আইল প্রভু মদনমোহন,
জীব দুঃখ করিতে মোচন?
পূরিবে কি মোর আকিঞ্চন?
নাম প্রেমে ভাসিবে ভুবন?

হরি। অদ্বৈত হরিণাদ্বৈত।
অঙ্গী রহে অঙ্গে বিজড়িত।
আকর্ষণ অতীব প্রবল,
আকুল আহ্বানে তাঁর টলিল আসন,
আচার্য্য প্রসাদে এবে তরিল ভুবন,
আইলেন মর্ত্ত্যধামে দেব নারায়ণ। কৃষ্ণ হে! হরে কৃষ্ণ!

অদ্বৈত। সত্যই কি তবে এই মিশ্রের নন্দন
পরিপূর্ণ ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন?
শুন হরিদাস,
ঝটিতি বিশ্বাস নাহি হয় সমুচিত,
অন্ধ বিশ্বাস নহে পণ্ডিতের রীত,
অনলে পশিলে স্বর্ণ হয় সমুজ্জ্বল,
শুদ্ধ সত্ত্ব পরীক্ষিলে' ভাতিবে নির্ম্মল,
পদে পদে পরীক্ষা করিব,

শাস্ত্র যুক্তি বলে বিচারিব,—
বাহ্যে তা'য় কভু না মানিব।
সত্য যদি মোর প্রভু সেই.
দেখিব কেমনে বুড়া আচার্য্যের শির,
নত করি' বাধ্য করি' মানাইবে তা'য়।
স্ববলে স্বপদান্তিকে টানি' অমায়ায়,
চরণ যুগল তুলি' দিবে এ মাথায়.
তবে জানি মোর প্রভু হয়,
তুলসী চন্দনে তাঁর পূজি' দুটি পায়,
হরি বলে' মহারোলে কাঁপা'ব ভুবন।
তদবধি র'বে বুড়া করি সংবরণ,
গোপনে হৃদয়ে করি' ইষ্ট আরাধন।
এখন আসি তবে হরিদাস, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে হরিভজন ক'র।
( উভয়ে উভয়কে প্রণাম ) হরে কৃষ্ণ।

[ অদ্বৈতের প্রস্থান।

হরি। হরি হরে দ্বন্দ্বলীলা পরম মোহন।
ধন্য হ'ব এই লীলা করি' সন্দর্শন॥
হরি হে, দয়া কর। এসেছ ত আর কেন? প্রকাশ হ'য়ে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কর। জীবের দুঃখ দূর কর প্রভু। আমরা বাহু তুলে' হরি বলে' মনের সাধে তোমার জগন্মঙ্গল হরিনাম প্রচার করি। দীনবন্ধু, দয়াময়! দীন কলিজীবে দয়া কর প্রভু। যাই, গোফার মধ্যে গিয়ে সংখ্যা পূরণ করি।

[ গোফার মধ্যে প্রস্থান।

ঐক্যতান-বাদন। ( সংকীর্ত্তন )

ও যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে।
ওযে যোগীর আরাধ্য ধন সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে॥
ও যে ভকতেরি ভগবান্ সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে।
ও যে পরমাত্মা আত্মারাম সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে॥
যা'রে ব্রহ্মা ডুবে' পায়না খুঁজে' সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে
ভব যা'র ভাব পায় না বুঝে' সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে
ও যে স্বয়ং হরি অবতারী সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে।
ও যে গোলোকের অধিপতি সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে
ও যে বৃন্দাবনের জীবন কানাই সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে
যশোদার অঞ্চলের নিধি সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে॥
ও যে রাখাল রাজা বংশীধারী সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে
ও যে রাসেশ্বর রাসবিহারী সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে।
যা'র জন্ম হরিনামের রোলে সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে
ও যে ছলে হরিনাম লওয়া'ল সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে
শিশু নেচে' নেচে' হরি বলে সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে
তীরে নীরে কেলি করে সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে॥
ও যা'র মুখ হেরে' চাঁদ হারেরে সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়, সেই এসেছেরে।
ও যা'র হাসি হেরে' মুনি ভোলে সেই, সেই নদীয়ায়, ও নদীয়ায়,
সেই এসেছেরে।

সেইত এসেছে—
ব্রহ্মার দর্পচূর্ণকারী, সেই—

দেবরাজের দর্পহারী, সেই—

গোপগোপী মনোহারী, সেই—

নদীয়া জীবন গৌরহরি, সেই---

জয় শচীনন্দন, গোলোক রতন ধন, ভকত প্রাণধন জয় জয় জয়।

( মাতন )

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

### শান্তিপুর। অদ্বৈত-ভবন।

সীতাদেবী ও কৃষ্ণমিশ্র।

কৃষ্ণ। মা! আমি ঠাকুর নে'বো।

সীতা। ছিঃ বাবা! অমন কথা বল্‌তে আছে! ঠাকুর নি'য়ে কি কর্ব্বে?

কৃষ্ণ। আমি খেলা কর্ব্বো।

সীতা। বোকা ছেলে! ঠাকুর নিয়ে কি খেলা করে? ঠাকুরকে পূজো কর্ত্তে হয়। দেখনি মন্দিরে কেমন ঠাকুর পূজো হয়?

কৃষ্ণ। আমিও পূজো কর্ব্বো। আমায় ঠাকুর দাও।

সীতা। এখন কি ঠাকুর নিতে আছে বাবা! বড় হও, পূজো কর্ত্তে শেখ, তখন ঠাকুর নিয়ে পূজো কর্ব্বে।

কৃষ্ণ। (আব্দার করিয়া) না, আমি এখুনি ঠাকুর নেবো। আমি বাবার মত পূজো কর্ত্তে পারি। আমি ঠাকুর নেব।

সীতা। (হাসিয়া) বলিস্ কিরে কেষ্টা, তুই পূজো কর্ত্তে পারিস্? আচ্ছা, কেমন করে পূজো কর্ব্বি বল্ দেখি?

কৃষ্ণ। কেন? এই ঠাকুরকে তুলসী দেবো, অ্যাঁ? আর ঠাকুরকে ফুল

দিয়ে সাজাব, কেমন ত? তারপর ঠাকুরকে খাবার খাওয়া'ব, অ্যাঁ? আর পেরণাম কর্ব্বো। এইত বাবা করে, এইত পূজো। আমিও পূজো কর্ব্বো। এখন আমায় ঠাকুর দাও।

সীতা। ( আদর করিয়া মুখচুম্বন করিয়া ) পাগ্‌লা ছেলে! এখন কি ঠাকুর নিতে আছে বাবা? ঠিক ঠিক পূজো না হ'লে ঠাকুর রাগ কর্ব্বেন। পূজো কর্ত্তে শেখ, তারপর ঠাকুর নিয়ে পূজো কর্ব্বে।

কৃষ্ণ। না, আমায় এখুনি ঠাকুর দাও। দাও বল্‌ছি ( আঁচল ধরিয়া ) দাও না। আমায় ঠাকুর দিলে না। ( ক্রন্দন )

সীতা। ( সস্নেহে আদর করিয়া ) আচ্ছা, দেবো এখন। কি ঠাকুর নিবি বল্‌ দেখি?

কৃষ্ণ। গৌগ্‌গোবিন্দ ঠাকুর। কই দাও। দাওনা ( ক্রন্দন )

সীতা। সে ঠাকুরত এখন ঘরে নেই। চুপ কর্। দেবো এখন।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ আছে, দাও। দিতে হবে, এখ্‌খুনি দাও। আমায় ঠাকুর দিচ্ছে না ( ক্রন্দন )

( অচ্যুতের প্রবেশ )

অ। কি হয়েছে মা? খোকা কাঁদ্‌ছে কেন?

সীতা। কাঁদ্‌ছেন উনি ঠাকুর নেবেন, ঠাকুর নিয়ে পূজো কর্ব্বেন। এখন ঠাকুর কোথা' পাই বল ত বাবা? যা ধর্ব্বে তাই; আমিত ওকে কিছুতেই বোঝাতে পাল্লুম না। তুই যা'ত বাবা, ওকে একটু ভুলিয়ে নিয়ে আয়ত বাবা।

অ। ( কৃষ্ণের প্রতি ) আয় খোকা আয় ভাই, আমরা তুলসীতলায়

যাই। বাবা বলেছেন তুলসীতলায় ঠাকুর আছেন। আয়, তোকে ঠাকুর দেবো এখন আয়।

কৃষ্ণ। ( উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া ) দেখ্‌লে মা দেখ্‌লে? তুমি বল্লে ঠাকুর নেই। ঠাকুর তুলসীতলায় আছে। ( অচ্যুতের প্রতি ) না দাদা? আমায় ঠাকুর দেবে ত?

অ। হ্যাঁ ভাই, দেবো এখন। আমার সঙ্গে এস।

কৃষ্ণ। গৌগ্‌গোবিন্দ, গৌগ্‌গোবিন্দ!

[ উভয়ের প্রস্থান।

সীতা। শুন্‌লে কথা! পণ্ডিতের ঘর করা অম্‌নি চার্‌টিখানি কথা নয়। মুখ্‌খু মেয়েমানুষের কাজ নয়। এক পণ্ডিত ত কে এলো কে এলো বলে' ভেবে' সারা হ'য়ে শিবনেত্র হ'য়ে আছেন। আর এক পণ্ডিত পূজো শিখেছেন, ঠাকুর নিয়ে পূজো কর্বেন, আবার এক পণ্ডিত তুলসীতলায় চল্লেন, ঠাকুর খুঁজে বা'র করে দেবেন। পণ্ডিতদের পাল্লায় পড়ে আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ! ( উর্দ্ধনেত্রে করযোড়ে ) দেখো ঠাকুর, পণ্ডিতের মুখ রক্ষা কোরো। পণ্ডিতের কথা রেখো। পণ্ডিতের যেন মাথা হেঁট না হয়। জয় মদনগোপাল! যাই, ঠাকুর সেবার আয়োজন করে দিইগে।

[ সীতা দেবীর প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য ।

### শ্রীনিমাই ও শ্রীগদাধর ।

গীত ।

নি । আজ ফাগুনে মলয় বায়ে দোল লেগেছে ভুবনে ।
গদা । বসন্তের বান ডেকেছে টান পড়্‌'ছে কি টানে ॥
নি । লতায় পাতায় জড়াজড়ি রঙ্গ্ লেগেছে বনে বনে ।
গদা । ফুলে অলি চুম্‌ছে মধু আকুল করে কুহুতানে ।
নি । ( দেখ ) কেমন কঠিন নারীর পরাণ ফিরে না চায় সাধ্‌লে মান ;
গদা । পঞ্চ ফুলের রসিক জেনে নারী বাঁচায় আপন মান ॥
নি । কি ফল বল প্রণয়-মানে প্রাণে যদি না মেলে প্রাণ ।
গদা । প্রাণ দিলে প্রাণ আপনি মেলে সফল হয় হে নারীর মান ॥
নি । কথায় কথায় বেলা বয়ে যায় আয় না তুলি প্রেমের তান ।
গদা । শুধুই হাসি শুধুই খেলা চোখে চোখে নয়ন-বাণ ॥
নি । গলাগলি কোলাকুলি প্রাণ ভরে প্রেম মধু পান ।
গদা । প্রেম-স্বপনে বিভোর হ'য়ে প্রেমের দোলায় দুল্‌বে প্রাণ ॥
নি । আয় দুজনে প্রেম মিলনে আদায় করি প্রেমের দান ।
গদা । প্রেমের দায়ে বিকিয়ে গেল নারীর কুলশীল মান ॥

( গাহিতে গাহিতে উভয়ের যুগল হইয়া দাঁড়াইয়া প্রস্থান )

## তৃতীয় দৃশ্য।

### উদ্যানের অপর পার্শ্ব। তুলসী-কানন।

কৃষ্ণমিশ্র ও অচ্যুত।

কৃ। এই যে দাদা, এই যে ঠাকুর। ( তুলিয়া লইয়া ) গৌগ্‌গোবিন্দ! গৌগ্‌গোবিন্দ! ( উল্লাস ভরে নৃত্য )

অ। পেয়েছিস্ খোকা? তবে নাকি ঠাকুর নেই? বাবা বলেছেন তুলসীতলায় ঠাকুর থাকেন, নিমাইদা বলেছেন থাকেন, ঠাকুর থাক্‌বেন্ না ত যাবেন্ কোথায়? কই, দেখি ভাই। ( দেখিয়া ) বাঃ! বেশ ঠাকুর! ( উচ্চৈঃস্বরে ) মা, মা, ওমা, দেখ্‌বে এস আমরা কেমন ঠাকুর পেয়েছি।

( ব্যস্ত হইয়া সীতাদেবীর প্রবেশ )

সীতা। কি বাবা, ডাক্‌ছ কেন?

অ। ( ঠাকুর লইয়া দেখাইয়া ) এই দেখ মা কেমন ঠাকুর! আমরা তুলসীতলায় কুড়িয়ে পেলুম।

সীতা। কই, দেখি দেখি। ( স্বগত ) এখানে শ্রীবিগ্রহ কেমন করে এলেন! প্রত্যহ দু'বেলা তুলসী সেবা করি, কখনোত দেখিনি। একি কাণ্ড! ( অগ্রসর হইয়া ) কই দেখি বাবা।

কৃ। ( নাচিতে নাচিতে ) এই দেখ মা, গৌগ্‌গোবিন্দ! কেমন ঠাকুর দেখ। ( দেখাইয়া ) আমার ঠাকুর, এইবার নিয়ে পূজো কর্ব্বো, খেলা কর্ব্বো, বেশ মজা হবে, না মা? গৌগ্‌গোবিন্দ! গৌগ্‌গোবিন্দ! ( নৃত্য )

অ। আমি ছুটে বাবাকে ডেকে নিয়ে আসি। [ প্রস্থান।

সীতা। ( ঠাকুর লইয়া শ্রীবিগ্রহ প্রণাম করিয়া )

দেব অধিষ্ঠান হেতু দেবতার লীলা

নিত্য হেরি মোদের ভবনে।

( সাশ্রুনয়নে গদগদ ভাষে ) হে দেব! তোমার কৃপার যাই বলিহারি

পূরাইলে বালকের আশ।

(হেরিয়া) মরি মরি কি রূপ মাধুরী!

বিগ্রহে এমন রূপ কভু নাহি হেরি,

অভিনব রূপের প্রকাশ!

( বিস্মিত হইয়া ) একি একি! নহে কৃষ্ণ, গৌর বরণ!

মদনমোহন ঠাম, মুরলী-বদন,

মৃদুস্মিত মুখে হেরি বঙ্কিম নয়ন,

গোবিন্দ নিরখি হেথা গৌরবরণ!

সরল শিশুর মুখে শুনি যেই নাম,

নিত্য হেরি যে মুরতি শিহরে পরাণ,

আচার্য্য যাহার তত্ত্ব চিন্তে অবিরাম—

সে মূরতি হইল প্রকাশ,

পুঁথিয়া বুড়ারে আজি করিব ত হাস,

ভাঙ্গি' দিব যত ভারিভুরি,

হাতে হাতে দেখাইব নিমা'য়ের চুরি।

দয়া যদি করিলে শ্রীহরি,

বুড়ার সংশয় আজি দাও দূর করি'।

( যতনে মাথায় ছোঁয়াইয়া হৃদয়ে ধরিয়া স্মিতমুখে শ্রীবিগ্রহ কক্ষে লইয়া দণ্ডায়মান। )

( অচ্যুতের সহিত শ্রীঅদ্বৈতের প্রবেশ )

অ। ( হাসিয়া রঙ্গভরে মাথা নোয়াইয়া )
প্রসীদ সুমুখি দেবী গণেশ-জননী !
কিবা রঙ্গে আজি দাসে করেছ স্মরণ ?
হয়েছো কি কালী কৃষ্ণমাতা,
অথবা যশোদারাণী মূর্ত্তিমতী সতী ?
কি ভাবে ভাবিনা আজি সীতা ঠাকুরাণী ?

সী। রঙ্গ রাখো, দেখ চেয়ে দেখ ;
কক্ষে মোর দেখ কি বৈভব,
তুলসী কাননে আজি কা'র আবির্ভাব !—

অ। ( চমকিত হইয়া )
তুলসী কাননে আজি কা'র আবির্ভাব !—
( চিন্তান্বিত হইয়া ) হুঁ, সত্য তবে উষার স্বপন
( নিকটস্থ হইয়া নিরীক্ষণ করিয়া )
ধন্য দেবী অদ্বৈত ঘরণি !
রত্নগর্ভা ভক্ত-প্রসবিনী !
ধন্য সতী তোমার নন্দন !
ধন্য ভক্তি, ধন্য কৃপা, ধন্য কৃপাকারী,
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কৃপাময় হরি !
অধন্য সংসার ধন্য কৃপার পরশে,
অব্যক্ত ব্যক্ত আজি যাহার কারণ,
বিগ্রহরূপেতে স্থিতি তুলসী কাননে
মূর্ত্ত সত্য সনাতন শ্রীনন্দনন্দন,—

অভিনব রূপ প্রকটন,
মুর্ত্তিমান্ সংশয়-ভঞ্জন,
গোবিন্দ হেরিয়ে আজি গৌরবরণ।
( নতজানু হইয়া করযোড়ে )
তথাপি নহেত দেব অদ্বৈতের মন
বিচলিত অচল প্রভাবে।
সচল হইলে যদি প্রকট শ্রীহরি,
সচল রূপেতে বুড়ার দর্প চূর্ণ করি',
পদতলে রাখ বংশীধারী,
তবে ত দাসের তুমি বাঞ্ছাপূর্ণকারী,
তবে ত নাচিবে বুড়া বলি' হরি হরি,
তরিবে ভুবন হেরি' সুখে নেত্র ভরি',
নাম প্রেম রসে ধরা হইবে মগন,
প্রেমধর্ম্ম জগ'মাঝে হবে প্রচারণ।
( সীতাদেবীর প্রতি ) চলো দেবী, শ্রীবিগ্রহের অভিষেক করে' সেবা স্থাপন করি।

কৃষ্ণ। গৌগ্ গোবিন্দ, গৌগ্ গোবিন্দ।

[ সকলের প্রস্থান।

## চতুর্থ দৃশ্য।

### স্থান—শান্তিপুর রাজপথ।

তৈর্থিক ও নাগরিকগণ।

তৈ। হরিবোল! আচার্য্য ঠাকুরের বাড়ী কোন্ পথে যা'ব বাবা?

১ম না। তুমি আবার কে হে? কত তর বেতর চেহারাই দেখা দিচ্ছ বাবা! কেন, আচার্য্য ঠাকুরের বাড়ী কেন? মতলব্‌টা কি শুনি?

২য় না। তোমার ত তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে দেখ্‌ছি হে, এখন আবার কি আচার্য্যের কাছে কেঁচে পত্তন করবে নাকি? বলি, বুড়ো বয়সে আবার "ড্যাপো সংজ্ঞায়াম্" চালাবে নাকি?

তৈ। তা যদি বল্‌লে বাবা ত বলি, মানুষ কি কখনও বুড়ো হয়? আমার ত মনে হয় তোমাদের দেশে এসে' আমার আবার নবযৌবন ফিরে এসেছে।

৩য় না। বাঃ! বাঃ! বাবাজী আবার রসিক আছেন! বাবা শুক্‌নো চাল খেয়েও প্রাণে ত দেখ্‌ছি রসের ভুড়্‌ভুড়ি কাট্‌ছে। তা মহাশয়ের কি আচার্য্যের কাছে একটু আধ্‌টু কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আগমন হয়েছে? বলি, কথাটা খুলেই বল না শুনি।

২য় না। এখানে ও সব চ'ল্‌বে না বাবা। এ হোলো শান্তিপুর, আমরা বর্ত্তমান থাকতে ও সব নষ্টামি চল্‌বে না। কোন' বদ্ মত্‌লবে এসে থাকত সাফ্ বল্‌ছি বাবা, যে পথে এসেছ মানে মানে সেই পথে ফিরে যাও।

বৈ। হরি হরি! এ সব আপনারা কি বল্‌ছেন বাবা? আমি সে কথা বলিনি। আমি বল্‌ছিলুম যে, আমি অনেক দেশ ঘুরিছি বাবা, কিন্তু তোমাদের দেশের মত এমন ভাগ্যবানের দেশ দেখিনি। সম্প্রতি এদেশে এক মহাপুরুষের উদয় হয়েছে, তাইতে এখানকার' আকাশ বাতাসে এক চৈতন্যশক্তি জাগরিত হ'য়ে উঠেছে।

৪র্থ না। কি বল্‌লেন? মহাপুরুষ? আপনার কথায় মনে হয় আপনি ত সামান্য ব্যক্তি ন'ন্‌। আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। ( সকলের প্রতি ) তোম্‌রা লোক চেন না হে? কা'র সঙ্গে কি রকম ব্যাভার কর্ত্তে হয় জান না? দেখ্‌তে পাচ্ছ ইনি একজন পরিব্রাজক মহাত্মা ব্যক্তি ( তৈর্থিকের প্রতি ) আপনি ও সব ছেলে ছোক্‌রাদের কথায় কাণ দেবেন না। আসুন, আমি অপানাকে আচার্য্যের বাড়ী দেখিয়ে দিচ্ছি।

[ ৪র্থ নাগরিক ও তৈর্থিকের প্রস্থান।

১ম না। তাইত হে, কাজটা ভাল হোলো না। কেন মিছিমিছি সাধুর সঙ্গে বখেড়া কর্ত্তে গেলুম। সকাল বেলা একি বিভ্রাট্‌! যাক্‌, গঙ্গাস্নান করে' পাপের প্রায়শ্চিত্ত কল্লেই হবে।

২য় না। হ্যাঁ আপনিও যেমন! বেশ জমিয়ে তোলা গেছ্‌ল, ভট্‌চায্যি মহশায় মাঝ্‌খান থেকে সব মাটী করে দিলেন। ওঁরা সব বামুন পণ্ডিত মানুষ, নেহাৎ গোব্রাহ্মণ কিনা!

৩য় নাগ। সে আবার কিহে? গোব্রাহ্মণ আবার কি?

২য় না। আরে এ আর বুঝ্‌লে না, গোবেচারা আর কি। গোবেচারা

ব্রাহ্মণঃ গোব্রাহ্মণঃ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় আর কি, বুঝ্‌লে ? এখন চলো, আর এক বগড়ের সন্ধান করা যাক্।

৩য় না। চলো, চলো, তাই চলো। (১ম নাগরিকের প্রতি) যা বলেছেন। 'দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি,' চলুন গঙ্গাস্নান না করে' আর জল গ্রহণ করা হবে না।

[ সকলের প্রস্থান ]

## পঞ্চম দৃশ্য।

### তুলসী-কানন-সংলগ্ন দরদালান।

মঞ্চোপরি শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ বিগ্রহ

সম্মুখে ফল মিষ্টান্ন-পাত্র লইয়া কৃষ্ণমিশ্র সমাসীন।

কৃ। খাবে না ? খাও বল্‌ছি, নইলে আমিও থাবো না, কক্ষণো খাবো না। খেয়েছ ? কই খেয়েছ ? যেমন সব তেম্‌নি রয়েছে, তবে খেয়েছ কই ? সে হবে না। কাল যেমন করে' খেয়েছিলে, তেম্‌নি করে' খেতে হবে। না খেলে' আমিও খাবো না। তুমিও উপোষ কর্ব্বে, আমিও উপোষ কর্ব্বো। আচ্ছা, এস আমি খাইয়ে দিচ্ছি, তা'হ'লে ত খাবে ? এইবার খাও। (মুখে তুলিয়া দেওন) তবু খাবে না ? (ক্রন্দন) আজ তোমার কি হয়েছে ? অসুখ করেছে বুঝি ? ক্ষিদে নেই

বুঝি ? ক্ষিদে নেই কি ? ওই ত মুখ শুকিয়ে গেছে, ক্ষিদে পেয়েছে। খাও, খাও, লক্ষ্মীটি খাও। খেলে না যে ? খাব না বলে' ফেলেছ বলে লজ্জা কচ্ছে বুঝি ? আচ্ছা, আমি চোখ বুজ্‌ছি খাও। ( চক্ষু বুজিয়া ) আমিত দেখ্‌ছি না, লজ্জা কি ? এইবার খাও। ( চক্ষু বুজিয়া মুখে তুলিয়া দিয়া ) কে খায়, কে খায়, ঠাকুর নয়, ঠাকুর নয়। কে খায়, কে খায়, নিমাইদা খেয়ে গেল বুঝি—খাও।

( পশ্চাৎ হইতে নিমা'য়ের প্রবেশ ও নৈবেদ্য ভক্ষণ )

( চক্ষু মেলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ) অ্যাঁ, ওকি নিমাইদা, সত্যি সত্যি তুমি খেলে ?

নিমাই। তুমি যে ভাই খেতে বল্‌লে।

কৃষ্ণ। বাঃরে! আমিত ঠাকুর খাবে বলে মিছে করে' নিমাইদা খায় বল্‌লুম্। আর তুমি সত্যি সত্যি আমার ঠাকুরের খাবার খেয়ে ফেল্লে। এখন কি হবে ? ঠাকুর কি খাবে ?

নি। তোমার ঠাকুরই ত খেলে।

কৃ। ঠাকুর কই খেলে ? তুমিত সব খেয়ে ফেল্‌লে।

নি। আমিই ত ঠাকুর।

কৃ। এঃ! তুমি ত মানুষ! তুমি নাকি ঠাকুর!

নি। হ্যাঁ, আমিই তোমার ঠাকুর।

ঠাকুর মানুষ মানুষ ঠাকুর এইত আমার লীলা খেলা।
স্বরূপেতে দূরে থেকে' ভক্তের সনে যায় না মে'লা॥
প্রাণ দিয়ে ডেকেছ তুমি,
তাইত ছুটে' এলাম আমি,

হাতে তুলে' খে'তে হবে নইলে যে তোর প্রাণ মানে না।
তোদের তরে এলাম ভবে লুকিয়ে থাকা আর চলে না॥

কেষ্ট! ভাই! আর তুমি কেঁদ না। ( অশ্রুমার্জ্জন ) এবার যখন তুমি খাওয়াবে, আমি হাতে তুলে' খাব, তুমি মুখে তুলে' দিলে খাব, যেমন করে' বল্‌বে তেম্‌নি করে' খাবো, তা'হ'লে আর কাঁদ্‌বে না ত ?

কৃ। না, তা'হ'লে আর কাঁদ্‌বো না। কিন্তু নিমাইদা, তুমি ঠাকুর হ'লে ত বড় মুস্কিল হ'ল। তুমি ত আর সব সময় আমার কাছে থাক্‌বে না, বেড়াতে যাবে, নাইতে যাবে, পড়্‌তে যাবে, আমি যে যা' পাই ঠাকুরকে খাইয়ে তবে খাই, তোমায় যখন দেখ্‌তে পাবো না, তখন কি করে খাবো ?

নিমাই। আচ্ছা ভাই, আমি তোমায় এক মন্তর্‌ শিখিয়ে দিচ্ছি। সেই মন্তর্‌ বল্‌লেই আমি যেখানে থাকি, তোমার খাবার খাবো।

কৃ। আমি কি ক'রে জান্‌বো যে তুমি খেয়েছ ?

নি। আমি খে'লেই খাদ্যের অপূর্ব্ব সুগন্ধ হয়। সেই ভর্‌ভরে গন্ধটি পেলেই বুঝ্‌বে যে আমি খেয়েছি।

কৃ। আচ্ছা তবে মন্তর্‌ বল, আমি শিখে নিই।

নি। ওঁ গৌরায় নমঃ।

কৃ। ওঁ গৌরায় নমঃ।

নি। ওঁ গৌরায় নমঃ।

কৃ। ওঁ গৌরায় নমঃ।

নি। ওঁ গৌরায় নমঃ।

কৃ। ওঁ গৌরায় নমঃ। এইবার শিখে ফেলেছি নিমাইদা। গৌগ্ গোবিন্দ! হ্যাঁ নিমাইদা, তুমি ঠাকুর?

নি। হ্যাঁ ভাই। তোমায় বল্লুম্। দেখো যেন আর কাউকে বোলো না। দাদা ভাইয়ের কথা দাদা ভাই জান্‌বে, আর কেউ জান্‌বে না, কাউকে বল্‌তে নেই। কাউকে বোলো না। কেমন?

কৃ। বেশ, তবে বোল্‌বো না। আমি মন্তর্ বল্লেই তুমি ঠাকুর হ'য়ে এসে খাবে ত? তবেত বেশ মজা, আর আমি কাঁদ্‌বো না।

মন্তর্ বোল্‌বো, গন্ধ পাবো, ঠাকুর খাবে এসে'।
তা'র পরেতে মজা করে' প্রসাদ পাবো কসে'॥

মন্তর্ বোল্‌বো, গন্ধ পাবো, আর খেয়ে নে'বো, কেমন নিমাইদা? হো হো হো! (করতালি দিয়া) গৌগ্‌গোবিন্দ, গৌগ্‌গোবিন্দ!

(নৃত্য)

নি। হ্যাঁ ভাই, তাই হবে। তোমার অচল সেবা শেষ হয়েছে, এবার সচল ঠাকুর সেবা করো। অচল ঠাকুর এখন আমার কাছে তোলা থাক্। (শ্রীবিগ্রহগ্রহণ)।

(স্বগত) কাশী, কাশী,

তোর তরে ব্যাকুল অন্তর।
কতদিনে যা'ব নীলাচল,
নীলাচলে গিয়ে তোরে করিব প্রসাদ।
সেবা লাগি' কাঁদে তোর প্রাণ,
এ বিগ্রহ রাখি তাই তুহারি কারণ।
অচল সচল সেবা করিব গ্রহণ॥

(গদাধরের প্রবেশ)

গদাধর। ( সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া )

চোরা তোমার চোরা রীতি আমি তা' জানি।
খুঁজে খুঁজে পাইনে দেখা তখনি জানি॥
তুমি আমার ভোম্‌রা বঁধু আমি তা জানি।
যখন যেথা পাওহে মধু ব'সো অমনি॥
বাঁধা তোমার প্রেম-ডোরে পড়েছি আমি।
যা কর তা সবই সাজে, পরাণ তুমি॥

নি। ( গদাধরের হাত ধরিয়া ) এসেছ ? এসো, এসো। ( কৃষ্ণের প্রতি ) চলো কেষ্টো, আমরা গঙ্গাতীরে বেড়াতে যাই।

( সকলের প্রস্থান )।

ঐক্যতান-বাদন-সংকীর্ত্তন।

ডাকার মত ডাক্‌লে পরে রইতে নার দূরে।
( হরি হে ও দয়াময় )
প্রাণ দিয়ে যে ডাক্‌তে পারে ( তুমি ) দেখা দাও তা'রে॥
( হরি হে ও দয়াময় )
সংশয় হইলে তুমি করে দাও হে দূর।
( আবার ) সরল বিশ্বাসে তোমার করুণা প্রচুর॥
( হরি হে ও দয়াময় )
অচল হ'য়ে লও হে সেবা প্রাণ বিকাশ করে।
( আবার ) সচল হ'য়ে ধেয়ে এস প্রেমলীলা তরে॥
( হরি হে ও দয়াময় )
মধুর হেসে' মধুর ভাষে, প্রাণ জুড়ায়ে দাও।
প্রাণটা ঢেলে' ভালবেসে' ভালবাসা চাও॥
( হরি হে ও দয়াময় ;

যুগে যুগে ভবে এসে' ভালবাসিলে।
শুষ্ক মরু মাঝে প্রেম নদী ছুটালে॥
( হরি হে ও দয়াময় )
( তুমি ) রাজ্য ভোগ ত্যজ্য করে' ঝুটা ফল খেলে।
শবরীর সেবা নিলে গুহকে কোল দিলে॥
( হরি হে ও দয়াময় )
( তুমি ) ভক্তি-ডোরে বাঁধা পড়ে' দ্বারী হয়েছিলে।
পার্থের সারথি হয়ে' ভক্তে বাড়াইলে॥
( হরি হে ও প্রেমময় )
( আবার ) মায়াধীশ হয়ে' তুমি হলে দামোদর।
শেষশায়ি রাখাল তোমার কাঁধের উপর॥
( প্রেমাধীন হে—হরি হে ও প্রেমময় )
মানিনী হইলে গোপীর পায়ে ধরেছিলে।
( আবার ) প্রেমের দায়ে পড়ে' প্রেমে পাগল হইলে॥
( হরি হে ও প্রেমময় )
ও পাগল করা প্রেমের পাগল,—
মোরাও প্রেমের পাগল হব, মোরা তোমার সঙ্গে যাব।
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব, হেরব রসের নব গোরা।
মনোহরা প্রাণভরা—হেরব রসের নব গোরা॥
চিত্তচোরা—রসের গোরা, হেরব রসের নব গোরা॥
ঐ আমাদের চিত্তচোরা—রসের বদন রসের গোরা॥ (মাতন)

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

অদ্বৈতের কক্ষ।

শ্রীঅ। আচ্ছা সীতে! তুমি কা'কে বেশী ভালবাস? অচ্যুতকে না নিমাইকে?

সীতা। ওমা! সে আবার কি কথা?

শ্রীঅ। তা হচ্ছে না। ফাঁকি দিলে হবে না। তোমায় ঠিক করে' বল্‌তে হবে কাকে বেশী ভালবাস।

সীতা। তা বল্‌তে হবে কেন? তুমি কি জান না? পণ্ডিত আবার না জানেন কি?

শ্রীঅ। সত্যই কি মা হয়ে' তুমি আপন সন্তানের চেয়ে নিমাইকে বেশী ভালবাস?

সীতা। সত্যই। আমি নিজেই অবাক্ হ'য়ে যাই। নিমাইকে খানিকক্ষণ না দেখ্‌লে প্রাণ অম্‌নি আটুপাটু কর্‌তে থাকে। ছুটে গিয়ে চাঁদ মুখখানি দেখ্‌লে তবে সুস্থির হই। ভাল জিনিষটি ঘরে এলে আগে নিমাইচাঁদকে না খাওয়া'লে মনের তৃপ্তি হয় না। কোন' জিনিষ কম থাক্‌লে, নিমাইকে আগে দিয়ে, থাক্‌লে তবে ছেলেদের দিই। নিমাই আমার পাত্ থেকে তুলে তুলে ওদের দিয়ে খায়, আমি

কিন্তু নিমাইকে না দিয়ে, কিছুতেই ওদের দিতে পারি না। কেন বল দেখি? এমন কেন হয়? নিমাই আমার যাই হোক্, আমিত আর তাকে ঠাকুর ভেবে' বাছার অকল্যাণ করি না। তবে আমার এমন কেন হয়?,

শ্রীঅ। হুঁ। কেন এমন হয়? ঠিক বলেছ, কেন এমন হয়—এমনটিই ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে তা'র প্রমাণ রয়েছে। এমনই ত হবে, এমনটিই ত হওয়া চাই। ধন্য সতী—অদ্বৈত-ঘরণী, আজ তুমি বড় আনন্দ দিলে। শুদ্ধ সত্ত্বের এইত লক্ষণ। ব্রজদেবীদেরও এম্‌নি হ'তো! শ্রীনন্দনন্দনের শ্রীমুখ দেখে', তাঁকে খাইয়ে, তাঁকে আদর করে', তাঁরা আপনাদের ছেলেদের কথা ভুলে যেতেন। আহা! যেদিন ব্রহ্মা গোপাল গোবৎস হরণ কর্‌লেন, সেদিনের লীলা আলোচনা কর্‌লে এ রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়ে যায়। সেদিন যখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই গোপালবৃন্দ হ'য়ে গোষ্ঠ হ'তে ফিরে এলেন, সেদিন

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহং।
শনৈ র্নিসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্ববৎ॥

অপরাপর দিন যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপর গোপীদের স্নেহাধিক্য অনুভব হ'তো সেদিন শ্রীকৃষ্ণই গোপবালক হয়েছেন কি না, তাই সেদিন আপন আপন সন্তানের দিকে চেয়েই স্নেহাপ্লুত-হৃদয়ে নয়ন আর ফিরা'তে পাচ্ছেন না। সেদিন আর শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান, অনুধাবন কিছুই নাই। নিজ নিজ সন্তানের মুখারবিন্দ দর্শন ক'রে শ্রীকৃষ্ণ মুখারবিন্দ দর্শনের আনন্দে বিভোর হ'য়ে যাচ্ছেন, অন্যদিন কিন্তু এমনটি হ'তো না। বুঝ্‌লে দেবী, কেন এমন হয়?

সীতা। ঠিক্ বুঝ্‌লুম্ না। কেন এমন হয় গা? মা হ'য়ে সন্তানের চেয়ে পরের ছেলের ওপর এতটা টান কি করে হয়?

শ্রীঅ। আবার গোবৎস হরণের দিন যে পরের ছেলের খোঁজই নেই, তার কি বলো।

সীতা। পণ্ডিত মশায়ই মীমাংসা করে' বুঝিয়ে বলুন না। বলি, কৃষ্ণ কি ভেল্কি জানে যে অবলা গোপীদের পেয়ে একদিন একরকম আর একদিন আর একরকম ধাঁধা লাগিয়ে দেয়?

শ্রীঅ। ভেল্কি জানে বৈকি। তাতে আর সন্দেহ আছে? অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়া যাঁর কিঙ্করী, সেই মায়ী, সেই মায়াধীশ, তিনি যে ভেল্কী জানেন তা'তে আর সন্দেহ কি দেবী? তবে এ মায়িক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার নয়, ব্রজে মায়ার প্রবেশ নেই সেখানে যে লীলা, সে স্বরূপ শক্তির খেলা। শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং পরমাত্মা, তিনি আকর্ষণ করেন বলেই যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ, তাই তিনি গোপীদের আকর্ষণ করছেন। শ্রীনন্দনন্দনরূপে নিত্যই আকর্ষণ করছেন, আবার যেদিন গোবৎস হরণ লীলা করছেন, সেদিন স্বয়ং গোপ-বালক হ'য়ে সেই শ্রীকৃষ্ণই গোপীচিত্ত হরণ করছেন।

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥

জগতের হিতের জন্য, প্রিয় ভক্তকে অনুগৃহীত করবার জন্য পরমাত্মাই যে মায়া আশ্রয় করে' দেহ ধারণ করে' এসেছেন।

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্য বিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥

আত্মাই সকলের প্রিয়। অপত্যাদি আত্মীয় আত্মার প্রিয় বলেই প্রিয়। যিনি স্বয়ং পরমাত্মা, তিনি যে প্রিয় হবেন, এতে আর বিচিত্র কি দেবী ?

সীতা। আচ্ছা, আত্মা যে প্রিয় তা'ত বুঝ্‌লুম্। কিন্তু ছেলেপিলেদের ত মা বাপ আপনার চেয়ে বেশী ভালবাসে। ছেলের জন্য মা অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে। তবে, সেই ছেলের চেয়ে যে বেশী ভালবাসে, এ কেমন করে হয় ?

শ্রীঅ। ছেলের জন্য মা অনায়াসে দেহত্যাগ কত্তে পারে সত্য, কিন্তু আত্মা ত্যাগ করা অসম্ভব। ছেলেকে মা কেন ভালবাসে ? স্বামীকে স্ত্রী কেন ভালবাসে ? ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বল্‌ছেন 'ন বা অরে পতিঃ পত্যুঃ কামায় প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে পুত্রঃ পুত্রস্য কামায় প্রিয়ো ভবতি,আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।' পতির নশ্বর দেহ নিবন্ধন পতি পত্নীর প্রিয় নহেন, পতির অন্তর্য্যামী যে আত্মা আছেন, তিনিই পত্নীর প্রিয়তম। পুত্রের নশ্বর দেহ নিবন্ধন পুত্র পিতামাতার প্রিয় নহে, পুত্রের অন্তর্য্যামী যে আত্মা আছেন, তিনিই পিতামাতার প্রিয়। শ্রুতি বল্‌ছেন, 'ত্বং পুমান্ ত্বং স্ত্রী উত বা কুমারী', সেই পরমাত্মাই পুরুষ, স্ত্রী, কুমার হ'য়ে ঘটে ঘটে বিরাজ কচ্ছেন। বস্তুমাত্রেই সেই আনন্দময় আত্মা আছেন বলেই, একে অন্যের প্রিয় হয়।

সীতা। আচ্ছা, তাই যদি হ'ল তবে সকলে সমান প্রিয় হয় না কেন ?

শ্রীঅ। সাধু প্রশ্ন করেছ। পতি পুত্রে যাদৃশী প্রীতি হয়, সকলের প্রতি সেরূপ হয় না কেন ? সাধারণে দেখা যায় যে প্রীতির তারতম্য

হয়, তা'র কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে ধ্যান। "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।" পতি পুত্রে পত্নী ও মাতার পুনঃ পুনঃ চিন্তা জন্য ধ্যান হয়ে যায়, ধ্যান হলেই আত্মবস্তু প্রকাশ পায়, আর আনন্দানুভব হয়, কিন্তু এম্নি মায়ার খেলা, এই আত্ম-জন্য আনন্দ তত্তৎ দেহজন্য বলেই প্রতীতি হয়, আর অম্নি বিষয়াসক্তি হয়ে যায়, তাই তত্তৎবস্তু সমধিক প্রিয় বলে বোধ হয়। কিন্তু সাধু বিষয় বিশেষে ধ্যান হতে দেন না, তাই সাধু সমদৃষ্টি হয়ে থাকেন।

সীতা। তা যেন হ'ল। ভেবে ভেবে আমরা না হয় মায়ায় জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু গোপীরা ত আর আগে থেকেই শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ধরে' ছিলেন না। তবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেই তাঁকে একেবারে সব চেয়ে বেশী প্রিয় বলে বোধ কল্লেন কি করে?

শ্রীঅ। কি জান? 'বস্তুশক্তি নাহি করে বুদ্ধির বিচার'। পতি পুত্রাদি সকল বস্তুই মায়ার অধিকারে। এ সব জড়োপহিত চৈতন্য, ধ্যান ধরে' জড় সরিয়ে তবে চৈতন্যের প্রকাশ হয়, আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ তাই তাঁর দর্শনেই আনন্দ হয়। এ সব তাঁর খণ্ড প্রকাশ, জীবে তাঁর আংশিক প্রকাশ, আর শ্রীমান্ নন্দনন্দনে তাঁর পরিপূর্ণতম প্রকাশ। এ যে তিনি স্বয়ং, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'। এই পূর্ণতম প্রকাশের দর্শন হ'লে আর যাবতীয় বস্তু তাঁরই আংশিক প্রকাশ হ'লেও, তাঁর কাছে সে সব হীনপ্রভ বলে বোধ হবেই। তাই শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধ সত্ত্ব আধারের মমতাধিক্য হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি যে পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ। তিনি যে 'অস্তি' স্বরূপে নিত্য সত্য সনাতন হয়ে বিরাজমান, তিনি

'ভাতি' স্বরূপে অদ্বয় জ্ঞান দেদীপ্যমান, আবার 'প্রিয়' স্বরূপে 'রসো বৈ সঃ', দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর এই সকল ভাবের বিষয় রসময় বিগ্রহ হ'য়ে, প্রপঞ্চে ও প্রপঞ্চাতীতে রাস-রস-রসিক-রমণ হ'য়ে, আনন্দ-বেণু বাদন করে' জীব হৃদয় আকর্ষণ কচ্ছেন। তিনিই যে প্রিয়তম, প্রিয়ে, এতে আর সন্দেহ কি ?

সীতা। ( গললগ্নীকৃতবাসে জানু পাতিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া পদধূলি মস্তকে লইয়া ) দাসীকে আদেশ করুন, এখন তবে আসি পণ্ডিত মশাই। গঙ্গাস্নানে যা'বার সময় হ'লো, বেলা হয়ে গেছে; ঠাকুর সেবার সময় ব'য়ে যায়।

শ্রীঅ। ( সস্নেহে ) এসো, দেবী, এসো। কৃষ্ণে মতিরস্তু।

[ সীতাদেবীর প্রস্থান ]

যাই, চণ্ডীমণ্ডপে ছেলেরা অপেক্ষা কচ্ছে।

[ প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

### গঙ্গাতীর।

তৈর্থিক। আহা! কতই না দেখ্‌ছি, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে দেখে বড় আনন্দেই আছি। শুধু কষ্ট হয় যে বল্‌বার যো নেই, এ আনন্দের কথা মুখ ফুটে' কাউকে বল্‌তে পাচ্ছি না। কতদিনে

··যে সেদিন আসবে যেদিন দু'হাত তুলে' নাচ্‌তে নাচ্‌তে এ পরমানন্দের কথা সকলকে জানাতে পারবো। বোধ হয় সেদিনের আর বেশী দেরী নেই। এখানে এসে ঐ যে এক অপূর্ব্ব সংবাদ পেলুম। তুলসীতলায় অপূর্ব্ব বিগ্রহের আবির্ভাব! লুকিয়ে একদিন দেখেও এলুম,—আহা! বালক কৃষ্ণমিশ্রের কি অপূর্ব্ব অনুরাগ! সরল বিশ্বাসে অকপট প্রীতির সেবা—একি ঠাকুর ঠেলতে পারেন? বালকের কাছে আর আত্মগোপন করতে পারেন্ নি, তাও ভাবে বুঝ্‌লুম্। তবে আর দেরী কি? আনন্দের দিন সমাগতপ্রায়। জয় করুণাময়! জয় আমার ননীচোরা গোপাল! জয় বংশীধারী! জয় মদনগোপাল! শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ হ'য়ে আমার এ অন্তর্জ্বালা নিবারণ কর প্রভু! আচ্ছা, একদিন এখানে একটু নিরিবিলি দেখ্‌তে পাই না? তেম্‌নি করে একবার ভাল করে' দেখে চক্ষু সার্থক করি, শ্রীচরণে মাথা রেখে' প্রাণের জ্বালা জুড়ুই। বাঞ্ছাকল্পতরু! দাসের এ বাঞ্ছা কি পূর্ণ করবে না?—যাই দেখি, অনেকক্ষণ দর্শন পাই নি, কি করছেন দেখি। জয় মদনগোপাল! [ প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য।

### ভাঁড়ার ঘর। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। (হাততালি দিয়া) হোঃ হোঃ, ঠিক হয়েছে, এই বেলা। মা নাইতে গেছে, বাবা চণ্ডীমণ্ডপে, এইবার চুরি করে' খাব কলা। আমি ঠিক সন্ধান রেখেছি, মা এই চালের জালার ভিতর কলাছড়াটা লুকিয়ে রেখেছে। ( জালার ভিতর হাত দিয়া অন্বেষণ ) এইযে হাতে ঠেকেছে, এইবার ঠিক পেয়েছি। ( কলার ছড়া বাহির করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিয়া ) বাঃ! বাঃ! কেমন পুরুষ্টু পুরুষ্টু চাঁপা কলা! ছড়াটাও বেশ বড় আছে। বাঃ! কিন্তু সবগুলিই খেতে হবে, একটিও রাখা হবে না। মা নিমাইদার জন্যে রেখেছিল। তার জন্যে ত আর আমার ভাবনা নেই। নিমাইদা মন্তর্ শিখিয়ে দিয়েছে, তুলসী দেবো, মন্তর্ বল্‌বো, আর খেয়ে নেবো। ( একটা পাত্র ধুইয়া ছড়াটি রাখিয়া তুলসী দিয়া )

ওঁ গৌরায় নমঃ—খাও নিমাইদা খাও।
ওঁ গৌরায় নমঃ—খাও, তুমিই ত ঠাকুর, খাও।
ওঁ গৌরায় নমঃ—খাও বল্‌ছি, মন্তর্ বলিছি, খেয়েছ ত ?

ওঃ! বড্ড মনে পড়ে গেছে, কই দেখি। (ঘ্রাণ লইয়া) সত্যিই ত, এ'ত শুধু কলার গন্ধ নয়! নিমাইদা ঠিক বলেছে, কেমন একরকম ভুরভুরে গন্ধ বেরোচ্ছে, যেন না খেতেই খাওয়া হয়ে গেল। তা' বলে ছাড়া হবে না। নিমাইদা খেয়েছে, ঠাকুরের

খাওয়া হয়েছে, তবে এইবার প্রসাদ পাই।

( একে একে ছড়াটি নিঃশেষ করণ )

সবগুলোই খেয়ে ত ফেল্‌লুম্। মা মার্‌বে ? হু, মার্‌বে বৈকি ! কেন মার্‌বে ? আমি ত নিমাইদাকে খাইয়ে খেয়েছি, তবে মার্‌বে কেন ? বাবাকে বলে দেব না ? আমি ত কিছু দোষ করিনি। মার্‌বে কেন, অ্যাঁ ?　　　　[ ছুটিয়া পলায়ন। ]

## চতুর্থ দৃশ্য।

### শ্রীচণ্ডীমণ্ডপ।

শ্রীঅদ্বৈত, হরিদাস ঠাকুর, শ্রীরাম পণ্ডিত ও মুরারি গুপ্ত।

শ্রীরাম। কেমন ঠাকুর, এখন কি বলেন, প্রভু আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন ত ? আপনি কি বলেন ? প্রভু এসেছেন কিনা ?

হরি। উনি তা কিছুতেই মান্‌বেন না। হরে কৃষ্ণ।

শ্রীঅ। হুঁ, অনেক রকম দেখ্‌ছি বটে। কিন্তু কি জান পণ্ডিত, আচার্য্যের আসনে বসে' হঠাৎ কিছু স্বীকার কর্ব্বার যো নেই। আচার্য্যের স্কন্ধে গুরুভার ন্যস্ত। আসনের দায়িত্ব বেশী। অনেক বিচার করে' বড় সাবধানে চল্‌তে হয়। তোমাদের কি বলো, সুখের জীবন, মাথায় বোঝা নেই, চট্ করে বিশ্বাস করে নিয়ে দুহাত তুলে নাচ্‌তে পারো। আমার ত পণ্ডিত, সেটি হবার যো নেই।

শ্রীরাম। তবে কি এখনও আপনার সন্দেহ আছে ?

শ্রীঅ। সন্দেহ নেই বল্‌বার মত ত এখনও হয়নি। কৃষ্ণ যদি দিন দেন তখন বল্‌ব।

হরিদাস। সন্দেহ না থাক্‌লেও উনি জোর করে' সন্দেহ কর্ব্বেন মনস্থ করেছেন। তার ওপর ত আর কথা নেই। হরেকৃষ্ণ।

মুরারি। সব জেনে' শুনে' কি আর সন্দেহ করা যায় প্রভু ? আপনাকে আর কি বল্‌ব ? আপনি ত সকলি জানেন। শিশু একদিনে আমায় চৈতন্য দিয়ে দিলে !

শ্রীঅ। হ্যাঁ বলো ত মুরারি, সকলের কাছে সে ঘটনাটি একবার বিবৃত করে বল ত। তোমার ভাণ্ডারে অনেক প্রমাণ আছে, একে একে বলত শুনি।

মুরারি। আদেশ কর্‌ছেন্ ত গোড়া থেকেই বলি। নিমাই তখন শিশু। এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ এসে' মিশ্রের ঘরে আতিথ্য স্বীকার ক'র্‌লেন। মিশ্র আয়োজন করে দিলেন, ব্রাহ্মণ রন্ধনাদি করে' ইষ্টদেবের ধ্যান করে' অন্ন নিবেদন কর্‌ছেন, ঠিক সেই সময় কোথা থেকে খেলা ফেলে ছুটে এসে' শিশু অন্ন গ্রহণ কর্‌লে। ব্রাহ্মণ ভোগ নষ্ট হলো মনে করে ভাব্‌লেন সেদিন আর অন্ন গ্রহণ কর্‌বেন না। মিশ্রের বড়ই কষ্ট হল, আবার আয়োজন করে' দিয়ে, অনেক অনুনয় করে', আবার ব্রাহ্মণকে রন্ধন করা'-লেন। সকলকে সতর্ক করে' দিলেন। হলে হবে কি ? এত সতর্কতা সত্ত্বেও ঠিক নিবেদনের সময় আবার নিমাই এসে অন্ন গ্রহণ কর্‌লে। বার বার তিনবার। নিমাইকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হ'ল, দ্বারে মিশ্র স্বয়ং প্রহরী, এমন সময় নিদ্রা ! এককালে

সকলের তন্দ্রা! এও কি সম্ভব! এ যদি দৈবী মায়া না হয় ত দৈবী মায়া আর কাকে বলে প্রভু? শ্রীকৃষ্ণ লীলায়ও ঠিক এম্‌নি ঘটনাই দেখ্‌তে পাই। সে যদি যোগমায়ার খেলা, এও তবে তাই নয় ত আর কি বলা যায় প্রভু?

শ্রীঅ। দেখ, ও কথাটা প্রথমে মেয়েলি কথাই ভেবেছিলাম। মেয়েদের মুখে মুখে কথা পল্লবিত হ'য়ে, ফুলে ফলে বেড়ে', শেষে তিল তাল হয়ে দাঁড়ায় কিনা। কিন্তু পরে শুদ্ধসত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রের মুখে শুন্‌লুম্‌,আবার পরম পণ্ডিত পরম ভাগবত বিশ্বরূপের মুখেও ঠিক ঐ কথাই শুন্‌লুম্‌। শ্রীকৃষ্ণ লীলার একেবারে অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ! এ সাহস আর কা'রও হ'তে পারে না। ওটা ভাব্‌বার কথা বটে। তারপর তোমার ঘরে কি হয়েছিল?

মুরারি। পরে পরে বলে' যাই শুনুন্‌। শিশু নিমায়ের আর এক ব্যাপার আছে। শিশু কি করে' জান্‌লে যে সেদিন শ্রীহরিবাসর উপলক্ষে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের বাটীতে নৈবেদ্যের আয়োজন! আর সেই নৈবেদ্য ভোজন কর্ব্বে বলে' বালকের কি অপূর্ব্ব আব্‌দার! সেই বিষ্ণু নৈবেদ্য ভোজন করে' তবে কান্না থামে। শিশুর মুখে এমন অদ্ভুত আব্দার কেউ কি কোথাও শুনেছে! তারপর আবার দেখুন, মিশ্র দম্পতির অলৌকিক দর্শন, দেবদেবীর মূর্ত্তি, স্তবস্তুতি, রিক্তপদে নূপুর শিঞ্জিত শ্রবণ, এ সব কি ব্যাপার! মিশ্র একদিন স্বপন দেখ্‌লেন, এক ব্রাহ্মণ বল্‌ছেন, বহুভাগ্যে ইনি তাঁর পুত্র হয়েছেন। অজ ভব নাকি ইঁহার পাদবন্দনা করেন, মিশ্রের এঁকে তিরস্কার কর্ত্তে সম্ভ্রম হওয়া উচিত। দিনে দিনে এমন

কত ঘটনাই হ'য়ে গেছে প্রভু, সে আর বলে শেষ করা যায় না।

শ্রীঅ। হুঁ। তবে কি জানো, পুত্রের বিষয়ে পিতার স্বপন দর্শনাদি অত্যধিক স্নেহপ্রসূতও হ'তে পারে। তবে এগুলির মধ্যে এক ঐশ্বরিক ভাবের ধারা চলেছে, সেটি প্রণিধানযোগ্য, তা'তে আর সন্দেহ নেই।

মুরারি। তারপর, বালক নিমায়ের কথা বলি। তখন আমি যোগবাশিষ্ঠ অধ্যয়ন করি। সহপাঠীদের সঙ্গে যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা আলোচনা করতে করতে পথে যাচ্ছি, পিছু ফিরে' দেখি, নিমাই আমার ভাবভঙ্গী অনুকরণ করে' ব্যঙ্গ কর্‌তে কর্‌তে অনুসরণ করে' চলেছে, আর তার সঙ্গী ছেলেদের দল এই দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লেছে। দেখে' ত আমার খুব রাগ হ'ল, নিমাইকে তিরস্কার ক'র্‌লুম্। নিমাই শাঁসিয়ে বল্লে, 'আচ্ছা, যখন খেতে বস্‌বে তখন দেখা যাবে।' আমি আর ওকথায় কান না দিয়ে ত বাড়ী ফির্‌লুম্। যথাকালে অন্ন নিবেদন করে' কয়েক গ্রাস মুখে তুলিছি, এমন সময় শুন্‌লুম্, নিমাই ডাক্‌ছে। ওঃ! সে কি গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর! এখনো আমার কানে বেজে র'য়েছে! বোলবো কি প্রভু, আমি বুড়ো মিন্সে, জগন্নাথ মিশ্রের সমবয়সী, কিন্তু বালকের সেই কণ্ঠস্বরে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল। একি অদ্ভুত ব্যাপার! নিমাই এসে' আমার ভোজন পাত্রের ওপর অম্লান বদনে প্রস্রাব ক'রে দিয়ে বল্লে কি, যে ভক্তি ছেড়ে' জ্ঞানের ব্যাখ্যা কর্‌লে তার এই শাস্তিই হওয়া উচিত। বলে' ত নিমাই চলে গেল। এখন বলুন দেখি বালকের মুখে এসব কি

কথা ! এ কি ব্যবহার ! এসব কি লোকোত্তর চরিত্র ভিন্ন সম্ভব হয় ?

শ্রীঅ। তাইত হে, তুমি অত বড় এক জন প্রবীণ পণ্ডিত লোক, তোমাকে বালক একেবারে 'থ' বানিয়ে দিলে ! বালক সামান্য নয়। ছেলেটা দুর্দ্ধর্ষ বটে।

মুরারি। আবার সেই এক অদ্ভুত কথা ! অপূর্ব্ব জ্যোতির আবিভাব ! বাৎসল্যময়ী মাতার সম্ভ্রম ! উপদেশ গ্রহণ ! দেহের ভিতর থেকে' কে কথা কয়, আবার এখন চল্লুম্ বলে', চলে' যায়, বালক মূর্চ্ছা যায়। এত দেখেও কি আপনি অবিশ্বাস করেন ?

শ্রীঅ। হুঁ ! এ আবেশ হ'তে পারে। যাই হো'ক মুরারি, তুমি একজন প্রামাণিক পণ্ডিত। এগুলি সংগ্রহ করে' রেখো, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হ'তে পারে। (সকলের প্রতি) এসে' অবধি বালক এ বুড়োর সঙ্গে লেগেছে। প্রথম দিনেই এক ধাক্কা, তারপর গুপ্তের ঘরে অপূর্ব্ব ব্যবহার, তারপর আবার টোলঘরের ব্যাপার ! কল্লে কি জানো ? বিশ্বরূপকে ডাকৃতে এসে' হেসে' হেসে' চাইতে লাগ্‌লো, আর প্রাণটা অমনি চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তারপর দিনে দিনেই আকর্ষণ বেড়ে উঠ্‌ছে। আর ওদিকেও কাছাকাছি এসে' টান দিতে সুরু করেছে। দেখেছ শ্রীবাস, সেদিন এখানে তুলসী কাননে এক অপূর্ব্ব গৌরগোবিন্দ বিগ্রহ পাওয়া গেছে।

শ্রীবাস। তাইত বল্‌ছি ঠাকুর, অন্দরে গিয়ে দেখে এলাম্ সচলে অচলে যে কোন' ভেদই নেই। চোখে দেখ্‌লেও কি আপনি বিশ্বাস কর্ব্বেন্ না ?

শ্রীঅ। কথাটী কি জানো, তোমাদের কাছে বলি, সন্দেহ আছে বল্‌বার বড় উপায় নেই। শাস্ত্রে, বিশেষতঃ অনন্তসংহিতায় প্রমাণ আছে। তবে স্বয়ং ভগবান্ প্রমাণে সিদ্ধ হয় না। শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ ভাবের, শুদ্ধা ভক্তির অনুভবগোচর। তাই এখনো জোর করে' 'হুঁ'টি বল্‌ছি না। দেখি শেষ পর্য্যন্ত দাসের প্রার্থনা কৃষ্ণ পূরণ করেন কিনা! তবে ত জান্‌ব ইনিই আমার বাঞ্ছাকল্পতরু।

হরি। হরে কৃষ্ণ।

শ্রীবাস। আপনার বিদ্যাবুদ্ধি সমুদ্রের মত অগাধ ও গম্ভীর। তাই সেখানে উত্তাল তরঙ্গ ওঠ্‌বারই কথা। আমরা হীনমতি, ক্ষুদ্র তড়াগ, আমাদের এখানে জলও কম, ঢেউও নেই। আমাদের মনে হয়, আচার্য্য একবার হুঙ্কার করে' হুকুম দিলেই হয়, তা'হ'লে আমরা সত্যি সত্যি দু'হাত তুলে নেচে গেয়ে জগতে প্রচার করে দি' যে শ্রীনন্দনন্দন শচীর ঘরে এসেছেন।

শ্রীঅ। যদি সেদিন এসে থাকে, তবে অচিরেই কৃষ্ণ তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন। ( মুরারি ও শ্রীবাসের প্রতি ) কিন্তু আজ যখন তোমাদের পেয়েছি, আজ আর এখন যাওয়া হচ্ছে না, মদন-গোপালের প্রসাদ পেয়ে যাবে।

শ্রীরাম ও মুরারি। যে আজ্ঞে, আমরা ত আপনার দ্বারের কুক্কুর আছিই। তাই হবে প্রভু।

শ্রীঅ। আচ্ছা এখন তবে তোমরা শ্রীমদনগোপালের নাটমন্দিরে বসে' কীর্ত্তনানন্দ করো। মদনগোপালের ভোগের সময় হোলো, আমি এখন শ্রীমন্দিরে যাই।

সকলে। যে আজ্ঞে, আপনি আসুন।　　[ সকলের প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য।

### গঙ্গাতীর।

নিমাই ও গদাই।

নিমাই। চলো গদাই, আমরা দু'জনে পালিয়ে যাই।

গদাই। কোথা যাবে?

নিমাই। চলো, গঙ্গায় পড়ে' সাঁত্‌রে একেবারে ভবপারে চলে যাই।

গদাই। তোমার ভবপারে যাওয়ার জন্যে বড্ড যে ভাবনা হয়েছে দেখ্‌ছি। আমার অত ভাবনা নেই, ( শ্রীমুখে চাহিয়া ) আমি এম্‌নি করে' তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সাঁতরে ভবপারে যাই।

নিমাই। সে কি রকম? না হয় তুমি আকুমার ব্রহ্মচারী থাক্‌বার সংকল্পই করেছো, তা'বলে' অতটা বড়াই ভাল নয়।

গদাই। ব্রহ্মচারী বলে' আমার কিছুই বড়াই নেই। কেননা ব্রহ্মচারী কিনা তা' আমার ভবপারের কাণ্ডারীই জানেন। তবে ভব-পারের ভাবনা যে আমার একেবারেই নেই এটা নিশ্চিত। সে যা' হোক্, এখন তুমি হঠাৎ এমন পালাই পালাই কচ্ছ কেন বল ত? অমন অলুক্ষুণে কথা বল্‌তে আছে?

নিমাই। তুমি ত তা বল্‌বেই, তোমার ত সে জ্বালা নেই।

গদাই। তা বটে। তোমারই বা এত কি জ্বালা হোলো?

নিমাই। জ্বালা নয়?—বন্ধন জ্বালা। আমাকে যে আষ্টে পিষ্টে অষ্টপাশে বেঁধে ফেলেছে দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

গদাই। ওঃ, একেবারে আষ্টে পিষ্ঠে অষ্টপাশে বেঁধে ফেলেছে? তাই নাকি? সত্যি? আহা! তা' যদি করে থাকে ত খুব ভালই করেছে ত। কই, আমি ত কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আহা! কে এমন করে' বাঁধ্‌লে শুনি।

নিমাই। কেন? যে বলে সে। সে বিষয়ে কি এখনও সন্দেহ আছে?

গদাই। সে ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি। এমন বাঁধনে বেঁধেছে যে তার সাম্‌নেই পালিয়ে যেতে চাইছ।

নিমাই। তাকে নিয়েই ত পালাতে চাচ্ছি ভাই। তাকে ছেড়ে যেতে পাচ্ছি কই? সে ক্ষমতা ত আমার নেই।

গদাই। বটে? শুনেও সুখী হলুম্। আচ্ছা, এমনই যদি বাঁধন, তবে পালাই পালাই করাই বা কেন?

নিমাই। শুধু কি তাই গদাই? আরও অনেক বাঁধনে যে বেঁধেছে ভাই। চলো, চলো, শীগ্‌গির্ পালিয়ে যাই।

গদাই। তা' না হয় হোলো। তারপর? এম্‌নি করে' পালা'লে, আচার্য্য প্রভু কি বল্‌বেন্? সীতাদেবীর কি অবস্থা হবে সে কথা কি ভেবেছ?

নিমাই। ঐ ত, তবে আর বল্‌ছি কি। ভাব্‌তে গেলে কি পালান হয় গদাই? পালা'তে গেলে চোখ কাণ বুঝে চোঁ চাঁ দৌড় দিতে হয়, যারা ভালবাসে তা'রা ত আর রাগ করে থাক্‌তে পারে না, পরে তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কি বল?

গদাই। তুমি এম্‌নি কঠিনই বটে। ওটা তোমার চিরকেলে রোগ, ওই পালানে স্বভাবটা কি তুমি ছাড়্‌বে না? কাঁদিয়ে কি তোমার সাধ মেটেনি, এবারেও কি আবার কাঁদাতে চাও?—যা'ক্,

সে কথায় আর কাজ নেই, তোমার যা' মনে আছে তাই কোরো।
এখন বাঁধনগুলির কথা বলো দেখি একবার শুনি।

নিমাই। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? প্রথম, আচার্য্যের অত্যধিক কৃপার বাঁধন, তার ওপর ঠাকুরাণীর স্নেহের বাঁধন, অচ্যুতের প্রীতি, কৃষ্ণমিশ্রের সরল বিশ্বাস, আবার মদনগোপালের বাঁধন, কৃষ্ণমিশ্রের নূতন বিগ্রহের বাঁধন, তারপর—

গদাই। থাক্, সে কথায় আর কাজ নেই। সে আমার জানাই আছে, এখনি ত সে পরিচয় পেয়েছি।

নিমাই। সত্যিই পেয়েছ, ঠিক করে বুঝে দেখ ভাই, সে পরিচয় পেয়েছ কিনা। আচ্ছা সে কথা না হয় নাই বল্‌লুম্। তার ওপর আবার আজ এক নতুন বাঁধনে তাড়া করেছে, তাই পালা'তে চাচ্ছি।

গদাই। নতুন বাঁধন? সে আবার কি? কোথায়?

নিমাই। ( অদূরে দেখাইয়া ) ঐ দেখ, ঐ বুড়ো আস্‌ছে। দেখ্‌ছ না কি রকম হাঁ করে' তেড়ে আসছে। আমার ভাই বড় ভয় কর্‌ছে।

গদাই। ( হাসিয়া ) সত্যি নাকি? আঁচল দিয়ে ঢেকে' রাখ্‌বো নাকি?

নিমাই। ( হাসিয়া ) পার্লে ত ভাল হয়। পারবে কি? তুমিও যে ঐ দলে।

গদাই। না হ'য়ে আর করি কি বলো? তুমি যে তাই চাও।

( তৈর্থিকের প্রবেশ )

নিমাই। গদাই, তুমি একটু লুকোও না ভাই।

[ গদাধরের অন্তরালে অবস্থান। ]

তৈ। ( শ্রীচরণ ধরিয়া সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পড়িয়া ) বাঞ্ছাকল্পতরু! বাঞ্ছাকল্পতরু! ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম—প্রভো!

ভকত বৎসল! তোমার ভক্তবাৎসল্যের জয় হোক! আজ আমার অন্তরের বাসনা পূর্ণ করে' তোমার অপূর্ব্ব ভক্তবাৎসল্য-গুণের পরিচয় দিয়ে আমার তাপিত প্রাণ জুড়িয়ে দিলে। প্রভো প্রভো! দয়াময়!

নিমাই। (সস্নেহে ধরিয়া তুলিয়া) জন্মে জন্মে তুমি যে আমার ভক্ত, তোমার ভক্তিডোরে আমায় যে বেঁধে' ফেলেছ তৈর্থিক! তুমি যে সব ছেড়ে' আমারই জন্যে পরিব্রাজকবৃত্তি অবলম্বন কোরেছ, তোমার বাসনা কি কখনও অপূর্ণ থাকতে পারে? (আলিঙ্গন)

তৈ। (ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নাচিতে নাচিতে) ধন্য করুণা! ধন্য করুণা! জয় আমার সোণার মদনগোপালের জয়! (উন্মত্তভাবে নৃত্য।)

নিমাই। (স্পর্শ করিয়া শান্ত করিয়া) তৈর্থিক! একটি গান করো ত শুনি। তোমার মুখে গান শুন্‌তে আমি বড় ভালবাসি।

তৈ। আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে গেল তোমার চরণ পেয়েছি।
ঐ কমল আঁখির করুণাধারায় আজি যে স্নান করেছি॥
দেখ্‌রে তোরা বিশ্ববাসী কা'রে চোখে হেরেছি।
কা'র চরণে শির লুটা'য়ে আজি ধন্য হয়েছি॥

[ নাচিতে নাচিতে প্রণাম করিতে করিতে পিছু হটিয়া প্রস্থান ও পশ্চাৎ নিমাই ও গদাধরের প্রস্থান। ]

# ষষ্ঠ দৃশ্য।

## ভাঁড়ার ঘর।

[ সীতাদেবীর প্রবেশ। ]

সী। (ব্যস্তভাবে জালা খুঁজিয়া দেখিয়া) সর্ব্বনাশ! যা' ভেবেছি তাই! নিমাইয়ের কলা ত নেই। কে এমন সর্ব্বনাশ কল্লে! (উচ্চৈঃস্বরে) অচ্যুত!

(অচ্যুতের প্রবেশ)

অ। কেন মা?

সী। নিমাইয়ের কলা কে খেলে বাবা? তুমি খেয়েছ?

অ। না মা। আমি তুমি না দিলে কখন' ত কিছু খাই না। খোকা খেয়ে' ফেলেনি ত?

সী। তবে এ তা'রি কাজ। ডাক্ ত বাবা কেষ্টাকে। (উভয়ে উচ্চৈঃ-স্বরে) কেষ্ট! কেষ্ট!

(কৃষ্ণমিশ্রের প্রবেশ)

কৃ। কি বল্‌ছ মা? আমায় ডাক্‌ছ?

সী। হ্যাঁ, তোমায় ডাক্‌ছি, এ তোমারই কাজ। জালার ভেতর থেকে কলা নিয়ে খেয়েছিস্ ত?

কৃ। হ্যাঁ মা, খেয়েছি।

সী। বেশ করেছ। আমি নিমায়ের জন্যে কলা রেখেছি, আর যেমন গঙ্গাস্নানে গিছি, আর অম্‌নি আমার মাথাটি খে'য়ে বসে' আছ।

জানিস্ ঠাকুর সেবার জিনিস থাকে, ঠাকুর সেবার জিনিস কি বলে খেলি ?

কৃ। কেন মা! আমি ত ঠাকুরকে খাইয়ে খেয়েছি।

সী। তবে রে হতভাগা ছেলে! তুমি ঠাকুরকে খাইয়ে খেয়েছ! লোভে প'ড়ে চুরি ক'রে খেয়েছ আবার ঠাকুরকে খাইয়ে খেয়েছ। রোস্ত দেখাচ্ছি, আজ তোমারি একদিন কি আমারি একদিন!

( যষ্টি লইয়া তাড়া করণ ও কৃষ্ণমিশ্রের পলায়ন )

## সপ্তম দৃশ্য।

### শ্রীশ্রীমদনগোপালের নাটমন্দির।

শ্রীঅ। ভোগ সরে গেল পারশ করা হোক্, এস শ্রীবাস আমরা ততক্ষণ একটু ইষ্টগোষ্ঠী করি।

( বেগে কৃষ্ণমিশ্রের প্রবেশ ও পশ্চাৎ যষ্টি হস্তে সীতাদেবীর লজ্জা পাইয়া পলায়ন )

কৃ। বাবা দেখনা, মা আমায় মার্ব্বে। ( ক্রোড়ের ভিতর লুক্কায়িত হওন )

শ্রীঅ। ( আশ্বাস দিয়া ) কেন বলত? তোমার গর্ভধারিণী এতটা রেগে উঠ্‌লেন কেন?

কৃষ্ণ। দেখনা বাবা, মা জালার ভেতর একছড়া চাঁপাকলা রেখেছিল,

তা আমি ব'ল্‌ছি নিবেদন করে খেয়েছি, তব্‌ মা আমায় মার্ব্বেন কেন? এতে কি আমার দোষ হ'ল বাবা?

শ্রীঅ। কি বল্‌লে, নিবেদন? কি করে নিবেদন কল্লি রে?

কৃষ্ণ। (উঠিয়া বসিয়া) কেন? তুলসী দিয়ে মন্তর্‌ বল্‌লুম্‌। তা হলেই ত নিবেদন করা হ'য়ে গেল। হল না বাবা?

শ্রীঅ। কি? মন্ত্র? মন্ত্র কা'র কাছে শিখ্‌লিরে? কি মন্ত্র বলে নিবেদন কর্ল্লি?

কৃষ্ণ। কেন? বল্‌লুম্‌ 'ওঁ গৌরায় নমঃ'।

হরিদাস। হরে কৃষ্ণ।

শ্রীবাস। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

শ্রীঅ। হুঁ, একটু ভুল হয়েছে। 'গৌরায় নমঃ' না বলে 'কৃষ্ণায়' বলা উচিত ছিল।

কৃষ্ণ। ও 'গৌরায়'র মধ্যে তবে 'কৃষ্ণায়' আছে বাবা।

হরি। ধন্য লীলা! ধন্য লীলা! হরে কৃষ্ণ।

মুরারি। শিশুমুখে গূঢ় তত্ত্বকথা! একি অলৌকিক ব্যাপার!

শ্রীবাস। প্রভু! তুমি ভিন্ন বালকের মুখে এ কথা কে বলায়।

শ্রীঅ। সেটা কি রকম হল বাপ্‌? তার মানে কি?

কৃষ্ণ নইলে নিবেদন হয়ে গেল কি করে বাবা? মন্তর ঠিক না হ'লে কি ঠাকুর খেতে পারেন? ঠাকুর যে সিংহাসন থেকে উঠে এসে নিমাইদা হ'য়ে আমার হাত থেকে খেলেন। (উদ্গার) এই দেখ বাবা, গন্ধ পাচ্ছ? ভর্‌ভর্‌ ক'রে গন্ধ বেরোচ্ছে পাচ্ছ না? এ'ত শুধু কলার গন্ধ নয় বাবা। ঠাকুর বলেছেন তিনি খেলে এই রকম গন্ধ বেরোয়। না বাবা?

মুরারি। (হাততালি দিয়া) এসেছে, এসেছে, গোলোকবিহারী হরি।
(উঠিয়া কীর্ত্তন)

শ্রীবাস। নবদ্বীপে অবতরি' নাম ধরেছেন গৌরহরি। (বাহু তুলিয়া নৃত্য)

হরিদাস। বৃন্দাবন শূন্য করি,' নদে এল বংশীধারী। (নৃত্য করণ)

সকলে। বোল হরি, বোল হরি, বল্ বল্ গৌরহরি। (ঐ)
হরিবোল হরিবোল, গৌরহরি হরিবোল॥ (সংকীর্ত্তন)

শ্রীঅ। (হুঙ্কার' স্বগত) প্রভো! বল দাও। তোমার জ্ঞান ধরে' তোমায় সন্দেহ করে' সন্দিগ্ধচিত্ত কলির জীবের সন্দেহ দূর করি। তবে ত তারা নিঃসন্দেহে তোমাতে বিশ্বাস করে' কৃতার্থ হয়ে যাবে প্রভু! (প্রকাশ্যে কৃষ্ণের প্রতি) হ্যা বাবা, তুমি দেখ্‌লে ঠাকুর সিংহাসন থেকে উঠে এলেন?

কৃ। হ্যা বাবা। আমি চোখ বুজে ঠাকুরকে খাওয়াচ্ছিলুম কিনা, চোখ বুজে বুজেই দেখ্‌তে পেলুম্ ঠাকুর সিংহাসন থেকে উঠে এসে নৈবিদ্যির থালের কাছে দাঁড়ালেন। আমি তখন তাঁকে খাইয়ে দেব ব'লে চোখ চেয়ে দেখি, ঠাকুর নিমাইদা হ'য়ে খেতে লেগে গেছেন।

শ্রীঅ। তবে ত তোমার নিমাইদাই খেয়ে ফেল্লেন।

কৃষ্ণ। দূর! তা কেন হবে? আমি জিজ্ঞেস্ কল্লুম্, ঠাকুর! তুমি উঠে এসে কোথা গেলে? ঠাকুর বল্লেন, আমায় তুমি খেতে বল্লে আমিও ত খাচ্ছি। আমি বল্লুম তুমি ত নিমাইদা। ঠাকুর বল্লেন দেখ দেখি আমিই ত ঠাকুর! তখন ভাল করে' চেয়ে দেখ্‌লুম ঠাকুরই নিমাইদা হ'য়ে খাচ্ছেন। তারপর ঠাকুরই আমায় নিবেদনের মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। আমি সেই

মন্তর্ বল্‌লেই এম্‌নি ভুর্‌ভুরে গন্ধ বেরোয়, আর অম্‌নি ঠাকুর খেয়েছেন জেনে আমি পেসাদ পাই।

শ্রীঅ। বটে, বটে ? তুমি ঠাকুরকে খাইয়ে দিলে ? ঠাকুর উঠে এসে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে খেলেন, তুমি দেখ্‌তে পেলে ? ঠাকুরের সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর কাছে মন্তর্ শিখ্‌লে ! ( স্বগত ) বালকের সরল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেই কৃষ্ণ ধরা দেন। ধ্রুব প্রহ্লাদকে এই ভাবেই কৃপা করেছেন। নিমাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষ্ণের ভোগ গ্রহণ কল্লে ! নিমাই অবোধ শিশু নয়। এ সাহস জীবের হতে পারে না। অথবা সেই বহুরূপী শ্রীকৃষ্ণই নিমাই হ'য়ে এসে নিবেদিত বস্তু গ্রহণ করলেন। কিন্তু এই রূপই বা ধারণ করে' আসেন কেন ? পূর্ব্বাপর ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখ্‌লে সমস্যা জটিল হয়ে উঠ্‌ল ! তবে কি নিমাই আমার মদনগোপাল ! প্রভো ! ( হুঙ্কার ও প্রকাশ্যে ) ধন্য কৃপা ! আয় বাপ্ তোকে বুকে করে বুক জুড়ুই। ( বক্ষে চাপিয়া ধরণ) ( শ্রীবাসের প্রতি ) পণ্ডিত ! করুণাময়ের করুণা দেখ। আমি এদের বাবা নই, এরাই আমার বাবা।

হরিদাস। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ।

শ্রীবাস। ধন্য কৃপা ! ধন্য কৃপা ! দেখুন্, তবে এখনো কি সন্দেহ কর্ব্বেন ?

( অচ্যুতের প্রবেশ )

অ। বাবা মা বল্লেন্ ভোগ সরে গেছে, পারশ করা হয়েছে। আপনারা প্রসাদ পাবেন আসুন।

শ্রীঅ। চলো যাই। ( শ্রীবাসাদির প্রতি ) পণ্ডিত শ্রীহরয়ে নমঃ।

( চতুর্দ্দিকে দেখিয়া ) কই, নিমাই গদাই কোথা? অচ্যুত, তোমার নিমাই দাদাকে ডাক।

( নেপথ্যে—এই যে আমরা আস্‌ছি )

( নিমাই ও গদায়ের প্রবেশ )

শ্রীঅ। এতক্ষণ তোমরা কোথা ছিলে বাপ্‌ ?

শ্রীনি। গদাধরের সঙ্গে কথা কইতে ২ ও ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম্‌। আপনার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে আস্‌ছি।

শ্রীঅ। তা বেশ। মুখ ধুয়েছ? চলো, প্রসাদ পাবে চল।

শ্রীনি। আমার আজ একেবারে ক্ষুধা নেই। আমি কিছু খাব না।

হরিদাস। ( শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি ) শুনুন্‌ প্রভু। খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে। হরে কৃষ্ণ।

শ্রীঅ। ( সবিস্ময়ে ) কেন বাপ্‌ ? কোথায় কি খেয়েছ যে ক্ষুধা নেই ?

শ্রীনি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মনে হ'ল কে যেন অনেকগুলি চাঁপা কলা খাইয়ে দিলে। উঠে দেখি, সত্যিই পেট ভরে গেছে, মোটেই ক্ষুধা নেই।

হরিদাস। হরে কৃষ্ণ।

শ্রীবাস। হরিবোল! হরিবোল!

শ্রীঅ। ( শিহরিয়া উঠিয়া ) কি বল্লে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপনে চাঁপা কলা খেয়ে ক্ষুধা নেই? আর কিছু খাবে না?

শ্রীনি। আজ্ঞে হ্যাঁ। একেবারে পেট ভরে গেছে।

শ্রীবাস। আহা! আহা! বাঞ্ছাকল্পতরু!

মুরারি। 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ'—অহো! সংশয়-ভঞ্জন-কারিন্‌! তুমিই জানো কেমন করে তোমার দাসের সংশয় ভঞ্জন ক'র্‌তে হয়। তুমি না জানালে তোমায় কে জান্‌তে পারে!

শ্রীঅ। ( স্বগত ) এই ত দৃষ্টি ভোগ। আরে মন্দভাগ্য সন্দিগ্ধচিত্ত বিচারী ব্রাহ্মণ! ধিক্ তোর জ্ঞানে! ধিক্ শতধিক্ তোর ভক্তিহীন প্রাণে! আজ তোর জন্যে মদনগোপালের প্রত্যক্ষ ভোগ হ'ল না। বহু ভাগ্যে সাম্‌নে বসে' প্রতিদিন হাতে তুলে' খাচ্ছিলেন, আজ তোর বুদ্ধিদোষে সে সুখে আমরা বঞ্চিত হলুম্। অথবা—সংশয় দ্বারে প্রভু সাধ নিজ কাজ। আমরা নিমিত্ত মাত্র তোমারই এ ব্যাজ। ( পুলকিত হইয়া গদগদ স্বরে) কি খেয়েছ বল্‌লে নিমাই? চাঁপা কলা?

শ্রীনি। আজ্ঞে হ্যাঁ। ( উদ্গার )

হরিদাস। অহো! নিঃসীমকরুণাসিন্ধো!

শ্রীঅ। অহো লীলা! আজ আমার শ্রীঅনন্তসংহিতা পাঠ সার্থক হ'লো। সিদ্ধ বিদ্যা ফল প্রসব ক'র্‌লেন। সত্য, সত্য, ত্রিসত্য। সব সত্য। হরিদাস! শ্রীবাস! তোমরা চাঁপা কলার গন্ধ পেলে?

( স্বগত )

দাসের অপরাধ ক্ষমা করো প্রভু! তোমার কৃপাধারার মুখে স্থির থাক্‌তে পারে এমন শক্তি কার আছে! ( প্রকাশ্যে শ্রীনিমায়ের হস্তধারণ করিয়া শ্রীমুখে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) তুই কে বাপ্?

( তোরে ) ধরি ধরি ধর্‌তে নারি কে তুই এলি বর্ণচোরা?
তুই কিরে সেই বনমালী ব্রজগোপীর মনোচোরা?
সে বিনে কে তোমার মত ভক্তজনমনোহরা।
ভকত বৎসল তুমি সুধা বলে খাও বিষের দলা॥
ভক্ত শিশু করে আজি খেলে হরি চাঁপা কলা।
সকল সংশয় ভুলে যশ গেয়ে আজ জুড়াই জ্বালা॥

ঐক্যতান-বাদন-সংকীর্ত্তন।

মোদের সাধন হলো সারা, মোদের ভজন হলো সারা।
নন্দেরি নন্দন হ'ল শচীসুত গোরা॥
অনন্তসংহিতার বাণী সফল হোলো পারা।
গৌরনামে কৃষ্ণ ভুক্ত গাওরে গোরা গোরা॥
আইল আইল ভবে গোলোকের চোরা।
হরি বল ভাই বিশ্ববাসী দুঃখ দূরে গেলা॥
হরিবোল বলরে—গৌরহরি।
হরিবোল হরিবোল—গৌরহরি হরিবোল॥ (মাতন)

# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য। নদীয়ার রাজপথ।

( ভিক্ষুকের বেশে তৈর্থিক বিপ্রের প্রবেশ )

একি শাস্তি! একি কঠিন আদেশ! জেনে শুনে বল্‌তে পাব না! জীবের এত বড় ভাগ্যের কথা জানাতে পাব না! মানা আছে, মানা আছে, প্রভুর আদেশ, বল্‌তে পাব না। অহো করুণা! দেখ্‌লুম, এই চোখে দেখ্‌লুম, জ্ঞানের বিচারে নয়, ধ্যানে আঁখি মুদে' নয়, এম্নি করে' আঁখি মেলে' চোখের সাম্‌নে দেখ্‌লুম্, দুই হাতে ননী খাচ্ছেন, দুই হাতে মুরলী, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম! এই চোখে দেখ্‌লুম্। এ করুণার কথা বল্‌তে পাব না, এ আনন্দের বার্ত্তা কাউকে জানাতে পাব না! কি কষ্ট! মনটা গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠে, ভাবি ব'লে ফেলি, দণ্ড হয় আমারই হবে, না হয় প্রাণদণ্ডই হবে। তা'তে ক্ষতি কি? তাঁকে দেখেছি, এই চোখে দেখেছি, এখন যদি প্রাণ যায় দুঃখ কি? তবু ত কেউ কেউ জান্‌তে পার্‌বে। কিন্তু না—না—না—তা—হয়—না, তা হয় না, প্রভুর আদেশ! নিশ্চয় কোন' গূঢ় কারণ আছে, তাঁর লীলার ব্যাঘাত হবে, তাঁর লীলাসুখে বিঘ্ন হবে—বলা হবে না। গান গাই, গেয়ে গেয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিই, সেই গানই গাই, তাতে ত দোষ নেই।

ভয় ভাবনা ফুরিয়ে গেছে কেন ভাব অকারণ।
( ওরে ) ভবধামে অবতীর্ণ স্বয়ং ভূতভাবন॥
যুগে যুগে যে জন এসে' জীবের দুঃখ করে হরণ।
( ওরে ) সেই এসেছে তোদের দ্বারে হের রে মেলিয়া নয়ন॥
মা যশোদার আঁচল ধরে' ননী দে ননী দে বলে'।
( ও ) মোহন বেণু বাজিয়ে যেরে মজা'ত গোপিকার মন॥
( ওরে ) সেই এসেছে নদে পুরে, যার নয়ন আছে সেই ত হেরে।
রঙ্ ছাপা'য়ে ঢঙ্ ফিরা'য়ে,—সাক্ষী আছে দুনয়ন॥
ধররে ধররে বচন, ধরে পড় লও তাঁরি শরণ।
আর তোরে ছোঁবে না শমন পাবি তাঁরই শ্রীচরণ॥

( দূরে দেখিয়া ) ঐযে, ঐযে আস্ছেন! ( দণ্ডবৎ প্রণাম ) পালাই, দেখা করা ত হবে না। মানা আছে, মানা আছে, প্রভুর মানা আছে। কাছে যেতে মানা, কথা কইতে মানা, তাঁর কথা কইতে মানা,—মানা আছে, মানা আছে। প্রভো! প্রণাম, প্রণাম, দূর হ'তে তোমায় দেখে তোমার রাজীব চরণে দূর হ'তেই প্রণাম করে' কৃতার্থ হলুম্। ( প্রণাম করিতে করিতে পিছু হটিয়া প্রস্থান। )

( সশিষ্য তিলক-শোভিত নবীন অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের প্রবেশ )

পণ্ডিত। ভাই সব! কলির প্রভাবে সব ছন্নমতি হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ সদাচার ত্যাগ ক'রেছে, সন্ধ্যাবন্দনা করে না, তিলক ধারণ করে না, এ সবই কলির প্রভাব। কিছু দিন পরে দেখ্‌বে ব্রাহ্মণ শিখা সূত্র ধারণ কর্ত্তে লজ্জা বোধ করবে, বিদ্রূপের ভয়ে লোক-

লজ্জার খাতিরে আর শিখাই রাখ্‌বে না,তিলকও কর্ব্বে না,শূদ্রে শিখা স্থত্র ধ'রবে, শাস্ত্র পাঠ করবে, ব্রাহ্মণদের অগ্রাহ্য কর্‌বে, নিজেরা ব্রাহ্মণ সাজ্‌বে, নিজেরা শাস্ত্র ব্যাখা কর্‌বে,শাস্ত্রের কদর্থ করে'পাপের পথ প্রশস্ত কর্‌বে। তোমরা সকলে এখন উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ কর ত? মনে আছে ত তিলকবিহীন মুখ শ্মশান-সমান? সকলেই কর'ত?

শিষ্যগণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, এখন আমরা সকলেই সন্ধ্যা বন্দনা করে' তিলক ধারণ করি।

পণ্ডিত। আর পাণ্ডিত্য! ব্রাহ্মণের সে পাণ্ডিত্য আর নেই। সন্ধিকার্য্য জানে না, ভট্ট মিশ্র উপাধি নিয়ে পণ্ডিত সেজে বেড়াচ্ছে। ফাঁকি জিজ্ঞাসা কল্লেই বিদ্যা বেরিয়ে পড়ে। নবদ্বীপে এত পণ্ডিত, আমার সঙ্গে তর্ক ক'রে পরাস্ত কর্ত্তে পারে, তবে বলি হ্যাঁ পণ্ডিত বটে।

১ম শিষ্য। আপনার সঙ্গে আর কাউকে পার্ত্তে হয় না। আপনি স্বয়ং বৃহস্পতি, সরস্বতী আপনার জিহ্বায় নৃত্য করেন,আপনার কাছে এগোবে কে? সেদিন মুকুন্দ পণ্ডিত আপনাকে ব্যাকরণের পণ্ডিত জেনে অলঙ্কার শাস্ত্র পাড়্‌লেন, আপনি দুকথায় তাকে 'থ' বানিয়ে দিলেন, তখন পণ্ডিত পায়ের ধুলো নিতে পথ পায় না। আপনার সঙ্গে কারুর ভারিভুরি চলে না।

পণ্ডিত। আর মনে আছে, সেদিনকার মজার কথা? সেই মুরারি বৈদ্যের কথা? সেদিন কেমন তাকে বল্‌লুম্ যে তুমি বাপু বৈদ্য, নাড়ী টিপে বায়ু পিত্ত কফ্ বিচার কর গিয়ে, লতা পাতা

ঘুঁটে' খাইয়ে রোগীর চিকিৎসা করগে, এ ব্যাকরণের খুঁটিনাটি তোমার কাজ নয়, এসব ছেড়ে দাও।

২য় শিষ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর তাঁর নিজের পাঠ নিয়েই বিচার আরম্ভ হলো। কি তর্কই চোল্‌লো! বৈদ্যও পণ্ডিত বটে, আপনার সঙ্গে অতক্ষণ বিচার চালালে ত, শেষে হেরে গিয়ে স্বীকার কর্‌লে আপনার কাছে পাঠ নেবে, তবে আপনি ছাড়্‌লেন।

৩য় শিষ্য। আর গদাই পণ্ডিত! সেদিন তাকে কি রকম কোণ ঠেসা করেছিলেন। আপনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন 'মুক্তি কি'? তিনি উত্তর দিয়েছেন কি আপনি চেপে ধরেছেন, আর মুখে কথাটি নেই।

পণ্ডিত (হাসিয়া) আহা! গদাইয়ের কথা ধোরো না। গদাই বড় ভাল মানুষ, বড় বিনীতভাবে থাকে। গদাই শাস্ত্রপাঠ করে ভাল, উত্তর সে যথাজ্ঞান যথাশাস্ত্রই দিয়েছে, তবে জেরা কর্‌লে পেরে ওঠে না, বড্ড ভাল মানুষ কিনা। আচ্ছা, ওরা সবাই আজকাল আর আমার কাছে ঘেঁসে না কেন বলত? দূরে দূরে এড়িয়ে যায় কেন?

৪র্থ শিষ্য। ঘেঁস্‌বে আর কি ক'রে বলুন। এলেই ত ফাঁকির উপর ফাঁকি জিজ্ঞাসার তোড়ে পড়্‌তে হবে, তারপর খণ্ডন স্থাপন, স্থাপন খণ্ডনের তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে বাছাধনদের চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে হবে, কাজেই এড়িয়ে চলেন।

পণ্ডিত। শুধু তাই নয়, ভাই সব, শুধু তাই নয়। ওরা সব কৃষ্ণভক্ত লোক, বৈষ্ণব শাস্ত্র পড়ে, আমি লৌকিক বিদ্যার প্রশ্ন করি, ওরা এসব আলোচনায় সময়ের অপব্যবহার হয় মনে করে।

আচ্ছা রও, কিছুকাল অপেক্ষা ক'রো, আমি এমন বৈষ্ণব হব, যে দেবতাদেরও তাক্ লেগে যাবে। কিছুদিন বিদ্যা নিয়ে নাড়া-চাড়া করে' দাম্ভিক পণ্ডিতগুলোর দর্প চূর্ণ করি, তারপর দেখা যাবে কার কতদুর ভক্তির দৌড়। দাঁড়াও, আমিও বৈষ্ণব হচ্চি, দেখে নিও ভাই সব, আমি একদিন বৈষ্ণবচূড়ামণি হয়ে ভক্তি কাকে বলে ওদের দেখিয়ে দেবো।

( পথে চলিতে চলিতে ঘুরিয়া আসিয়া )

**নদীয়া-বাজার।**

বিক্রেতৃগণ বিপণি সাজাইয়া সমাসীন।

তন্তুবায়। আসুন ঠাকুর মশাই, আমার দোকানে একটু পায়ের ধূলো দিন্। আজ আমার বড় সৌভাগ্য! ঠাকুর মশায়ের দেখা পেলুম্। আসুন, আসুন, বসুন। (উঠিয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম)

নিমাই। কল্যাণ হোক্। ( বসিয়া ) কই, ভাল কাপড় দেখাও দেখি।

তন্তুবায়। আজ্ঞে হাঁ, দেখাবো বৈকি। ( কাপড় লইয়া ) এই চিকণ শান্তিপুরী ধুতি দু'খানি আপনার জন্যেই তুলে রেখেছি। বলি, এ কাপড় আপনি পর্‌লে যেমন মানায়, তেমন আর কাওকে না। তাই আর কাউকে দেখাই নি, আপনার জন্যেই রেখেছি।

১ম শিষ্য। (হাতে করিয়া কাপড় দেখিয়া ) নিন্, নিন্, বেশ চিকণ কাপড়, দু'খানাই নিন্।

নিমাই। ( হাসিয়া কাপড় দেখিয়া) তা ত বেশ করেছ, কাপড়ও খুব সুন্দর দেখ্ছি, তোমার প্রীতিতে যেন আরও সুন্দর হয়েছে, কিন্তু আমার কাছে ত এখন টাকা কড়ি নেই বাপু, নেবো কেমন ক'রে?

তন্তুবায়। তা'র জন্যে কোন' চিন্তা নেই। আপনি দয়া করে' পর্‌লেই আমার আনন্দ। দাম যখন হয় দেবেন, না দিলেও কিছু বোল্‌বো না।

নিমাই। আচ্ছা, তবে দাও। (কাপড় লইয়া) তোমার বাড়বাড়ন্ত হোক্।

(হাসিয়া চাহিয়া অগ্রসর হওন, তন্তুবায়ের প্রণাম ও পণ্ডিতের আশীর্ব্বাদ)

নিমাই। (গোপের দুয়ারে বসিয়া) ও গয়লা মামা! গয়লা মামা বাড়ী আছ হে?

(গোপগণের ছুটিয়া বাহির হওন)

১ম গোপ। আরে আরে, মামা এসেছেক্ রে, মামা এসেছেক্। মাটীতে বস্‌লেক্ কিগো, রও বড় পিঁড়াটা দেই, পিঁড়ার উপর বোসো।

(পিঁড়া পাতিয়া দেওন)

নিমাই। (বসিয়া) শুধু পিঁড়া দিলে কি হবেরে বেটা? যা যা বেটা দুধ, দই, ক্ষীর, ছানা, ননী নিয়ে আয়, ব্রহ্মণ্যিদেব স্বয়ং তোর দোরে এসেছেন, যা বেটা সব নিয়ে আয়, আজ তোর বাড়ী দান গ্রহণ ক'রে তোকে কৃতার্থ না করে' উঠ্‌ছি নি।

২য় গোপ। তা মামা, শুধু দুধ দই কেন গো? দুটি ভাত খাবে না? লুকিয়ে চুরিয়ে খেয়েছ ত, আর ছাপ্‌লে ছাপা যাবেক্ কেনে? জাত ত গিইছে মামা, চলো চলো দুটি ভাত খাবেক্ চলো।

২য়শিষ্য। বেটাদের স্পর্দ্ধা ত কম নয়, আপনাকে বলে কিনা ওদের ভাত খেতে!

নিমাই। (শিষ্যের প্রতি জনান্তিকে) পরিহাস কর্চ্ছে বুঝ্‌তে পাচ্ছ না! (গোপের প্রতি) আরে বেটা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমি ব্রাহ্মণ তো বেটার ঘরে ভাত খেয়েছি! যা বলিছিস্

বলিছিস্ আর বলিস্‌নি। সে যা হবার হ'য়েছে, এখন যা বেটা দুধ দই নিয়ে আয়, ঘরে নিয়ে যাই।

৩য়গোপ। তা'ত দিবুই গো। (উচ্চৈঃস্বরে) আরে ও তরুণি! ঠাকুর মামার লেগে দুধ দই সব গুছিয়ে দেতো। (নিমায়ের প্রতি) তা ঠাকুর দুধ দই ত দেবো, একবার কাঁধে কোর্ব্বো, তোমায় কাঁধে লিয়ে একবার লাচ্‌বো, তবে দুবো, হাঁ। (বলিয়া নিমাইকে কাঁধে লইয়া নৃত্য ও জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক গোপদত্ত উপহার লইয়া সকলের অগ্রসর হওন)

১মশিষ্য আসুন, আসুন, এই দিকে আসুন, বেণের দোকান গন্ধে ভর্‌ভর্ কর্‌ছে, পথে শুদ্ধু সুবাস ছড়াচ্ছে। একেবারে সব আমোদ করে দিয়েছে গো।

নিমাই। (হাসিয়া অগ্রসর হইয়া) তাইত, তাইত, খুব সুগন্ধ ছড়িয়েছে বটে, (বণিকের প্রতি) কই হে, কি ভাল গন্ধ আছে দেখাও না।

বণিক। আসুন, আসুন, বসুন। (গন্ধ বাহির করিয়া) এমন গন্ধদ্রব্য বাজারে আর কোথাও পাবেন না। (নাকের কাছে ধরিয়া) কেমন খোস্‌বই দেখুন।

নিমাই। তা'ত দেখ্‌লুম্। এখন কি দাম নেবে বলো দেখি।

বণিক। দামের কথা আজ কি বোল্‌বো ঠাকুর। (শিশি হইতে গন্ধ লইয়া শ্রীঅঙ্গে ঢালিয়া দিয়া) নাওয়া ধোওয়ার পর কালও যদি গায়ে গন্ধ থাকে তখন দামের কথা বিবেচনা কর্ব্বেন।

২য় শিষ্য। ওঃ! অনেকখানি ঢাল্‌লে যে হে! যা ঢেলে ফেল্লে তা'র ত আর দাম পাবে না।

বণিক। তা না পাই, তার দাম চাই না। আমার সাধ হোলো, আমি ঢাল্‌লুম্‌, ও গন্ধ আমি ইচ্ছে ক'রেই ঢেলেছি, ওর দাম লাগ্‌বে না।

( নিমাইয়ের হাসিয়া সকরুণ নেত্রে চাহিয়া অগ্রসর হওন )

মালী। ঠাকুর, এদিক হয়ে যাবেন দয়া ক'রে।

নিমাই। কেন, মালা দেবে নাকি ? তা ভাল মালা দাও আমি প'র্‌তে রাজি আছি, কিন্তু পয়সা দিতে পার্ব্বো না, তা ব'লে রাখ্‌ছি।

মালী। পয়সার কথা আমি বলিনি ত ঠাকুর। মালা তোমার গলায় সাজে ভালো, তোমাকে পরিয়ে দিলুম্‌। এ গলায় মালা দিয়ে যে পয়সা চায়, সে যেন আর মালা না গাঁথে। ( মালা পরাইয়া দেওন ও সশিষ্য নিমাই পণ্ডিতের হাস্য )

তাম্বুলী। তা' যখন কৃপা ক'রে আমাদের দর্শন দিয়েছেন, তবে দুটো পানও নিয়ে যান্‌। চন্দন মালা প'রে সাদা ঠোঁটে থাক্‌লে ভাল দেখায় না, আসুন। ( তাম্বুল প্রদান )

নিমাই। (গ্রহণ করিয়া) তা, কথা ঠিকই বলেছ। ( চর্ব্বণ করিয়া ) বাঃ! বেশ পান সেজেছ ত! কর্পূর এলাচের দানায় মশ্‌গুল্‌ ক'রে পান সেজেছ, তুমি বৈকুণ্ঠে পান্‌ সাজ্‌তে, নয় ? নইলে পান এমন মিষ্টি হয় ? তা এমন পান তুমি যে বড় বিনি কড়িতে দিলে ?

তাম্বুলী। সে কথায় কাজ কি ঠাকুর ? আমার ইচ্ছে হ'লো দিলুম্‌, আপনি যে নেলেন্‌ খেলেন্‌ ইয়েতেই কড়ি পাওয়া হয়েছে। পান ভাল লেগেছে ত ? ঠোঁট দুটি টুক্‌টুকে হ'ল, এখন কেমন দেখ্‌তে হোলো বলুন দেখি। ( প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ )

নিমাই। ( শঙ্খবণিকের প্রতি ) কিহে শাঁখারি,ভাল শাঁখ আছে নাকি ?

বণিক্। আজ্ঞে, আছে বৈকি। ( প্রদান করিয়া ) এই শাঁখটা নিয়ে যান্, ভাল হয় ত তখন দামের কথা বিবেচনা কর্ব্বেন, আর না দিলেই বা কি, আপনাদের আশীর্ব্বাদে আপনাদের খেয়ে পরেই ত মানুষ। আসুন, পেরণাম হই। ( প্রণাম )

নিমাই। ( অগ্রসর হইয়া ) আচ্ছা, গণককার মশায়, আপনার প্রশংসা সকলের মুখেই শুনি। আপনি জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ, আপনি আমার একটা গণনা করে দিতে পারেন ?

দৈবজ্ঞ। ( আসন দিয়া ) আসুন বসুন, আপনার কি গণনা কর্ত্তে হবে আদেশ করুন।

নিমাই। আচ্ছা, পূর্ব্বজন্মে আমি কি ছিলুম বলুন ত ?

দৈবজ্ঞ। ভাল দেখি। ( মন্ত্র জপিতে ২ ধ্যানস্থ হওন )

(স্বগত) একি! একি হেরি অপরূপ!
মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণবর্ণ শিশু,
মহাজ্যোতির্ধাম শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে,
পিতামাতা করযোড়ে তাঁহে স্তুতি করে,
কংস কারাগারে যেন কৃষ্ণের জনম!
পুনঃ হেরি দ্বিভুজ দিগম্বর,
কটিতে কিঙ্কিনী আর নবনীত করে।
পুনঃ ওই ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন,
গোপীগণ বেড়ি' গায় করয়ে নর্ত্তন।
একি হেরি অদ্ভুত দর্শন! কে এ ব্রাহ্মণ!
নয়নের ভ্রম কিবা সত্য দরশন!

( নয়ন মার্জ্জনা করিয়া চক্ষু চাহিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হওন )

পুনঃ ওই দুর্ব্বাদলশ্যাম,
সম্মুখে নেহারি যেন ধনুর্ধারী রাম !
ওই পুনঃ প্রলয় জলধি,
দশনে বরাহ ধরে সমগ্র মেদিনী ।
একি প্রহেলিকা !
ওই পুনঃ নরসিংহরূপে
প্রহ্লাদ করয়ে স্তুতি হিরণ্য বিদরে ।
ওই, ওই, পুনঃ হেরি বামনরূপ ধরি'
বলিরে ছলিতে আছেন এখানেই হেরি ।
ওই মৎস্য রূপ ! নাই, নাই, ওই পুনঃ হলধর রূপ !
ওই হের জগন্নাথ সুভদ্রার পাশে,—
সকল ঈশ্বর তত্ত্ব হইল প্রকাশ,
অর্থ কিছু বিচারিতে নারি ।
মহামন্ত্রবিৎ হেন মানিয়ে ব্রাহ্মণ,
অথবা যে তেজঃপুঞ্জ ইঁহার শরীরে,
দেবতা বা ছলিতে কেহ করে আগমন !

( চক্ষু চাহিয়া মৌন রহিলেন )

নিমাই । কি দেখ্‌লেন বলুন শুনি ।

দৈবজ্ঞ । আচ্ছা, এখন ঠিক্ বল্‌তে পারছি না । ভাল ক'রে গণনা কর্ত্তে হবে । অন্য এক সময় আস্‌বেন তখন বোল্‌বো ।

নিমাই। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু বল্‌তে হবে আপনাকে আমি আর জন্মে কি ছিলুম্। এখন তবে আসি। (শিষ্যদের প্রতি) চল হে, শ্রীধরের থোড় মুলো কিছু নিয়ে যেতে হবে ত, চলো ঐ দিক দিয়েই যাই। ( চলিতে চলিতে ) কিহে শ্রীধর, বলি আছ কেমন ? আচ্ছা, তুমি যে এত হরিভক্ত, রাতদিন হরি হরি কর, তবে তোমার অন্নবস্ত্রের দুঃখ কেন ? চণ্ডী বিষহরির পুজো ক'রে ওরা কেমন আছে দেখ দেখি। আর তুমি স্বয়ং লক্ষ্মীকান্তের সেবা করো, তোমার এত দুর্দ্দশা কেন ?

শ্রীধর। কেন ঠাকুর ? আমিও খাই, একখানা কাপড়ও পর্ত্তে পাই, আমার অভাবটা কি দেখ্‌লে ?

নিমাই। হ্যাঁ, তা'ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি। একখানা টেনা পরেছ, তাও দশ জায়গায় তালি ! চালের ত খড় নেই, অভাব কিছুই নেই, খুব বাড়বাড়ন্ত তোমার !

শ্রীধর। দিন ত কেটে যাচ্ছে ঠাকুর। বড় লোকেরও যাচ্ছে, আমারও দিন কাট্‌ছে। সকলকেই নিজ নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ কর্ত্তে হবে ত ঠাকুর।

নিমাই। উহুঁ, ও কথা ঠিক্ নয়। আমি জানি তোমার অনেক লুকোনো ধন আছে। চুপি চুপি সেই সব বা'র করে' তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে খাও। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তার সন্ধান বা'র ক'রে দিচ্চি। তখন কেমন করে' ভাঁড়াবে দেখা যাবে।

শ্রীধর। যাও যাও ঠাকুর, তুমি বেরাহ্মণ পণ্ডিত, আমাদের মত চাষা ভুষোর সঙ্গে তোমার কি কোঁদল করা সাজে ?

নিমাই। তা হচ্চে না, আমি তোমায় অমনি ছাড়্ছি না। আমার মুখ বন্ধ কর্ত্তে চাও ত কি দেবে তা বল।

শ্রীধর। আমি গরীব মানুষ, কোথা কি পাবো তা দেবো বল।

নিমাই। আচ্ছা থাক্, তোমার পোঁতা ধনের ওপর এখন লোভ কচ্ছি না। সেত আমারই আছে, কালে নেওয়া যাবে। এখন থোড় মূলো কলা কি দেবে দাও, নিয়ে ঘরে যাই।

শ্রীধর। ( স্বগত ) ভ্যালা বিপদ করলে ঠাকুর মশাই! এখন বেরাহ্মণ দেবতাকে বালিই বা কি করে যে দেবো না, আর রোজ রোজ এমন করে দিলেই বা আমার দিন চলে কেমন ক'রে! যাক্‌গে, যা হবার হবে, বামুন দেবতা যে রোজ রোজ ছলে বলে কৌশলে থোড় মূলো নেয় সে আমার ভাগ্যিই বটে। ( প্রকাশ্যে থোড় মূলো দিয়া ) নাও ঠাকুর নাও, অমনিই নাও, আর দাম দিয়ে কাজ নেই, এখন এই নিয়ে আমায় ছাড়ান্ দাও।

নিমাই। ( গ্রহণ করিয়া ) কই দাও। আচ্ছা শ্রীধর, আমাকে তোমার কি মনে হয়?

শ্রীধর। মনে আবার কি হবে ঠাকুর? আপনারা বেরাহ্মণ দেবতা, এই ত জানি ঠাকুর।

নিমাই। দূর বেটা, আমি যে গোয়ালা। আমি ত জানি আমি গয়লা। তোর বিশ্বাস হয় না?

শ্রীধর। যাও, আর জালিও না ঠাকুর। অমন কথা বল্‌তে আছে? ( শ্রীধরের হাস্য ) ঠাকুর যেন কি!

নিমাই। হাস্‌লি যে? বিশ্বাস হলো না বুঝি? তবে শোন্, এই যে গঙ্গার

ওপর তোর এত ভক্তি,গঙ্গার এত মহিমা কেন জানিস্ ? আমার জন্যেই তোর গঙ্গার এত মহিমা তা জানিস্ ?

শ্রীধর। আচ্ছা ঠাকুর,মা গঙ্গা ব'লেও কি তোমার একটু ভয়ভক্তি নেই? বয়স হ'লে লোক স্থির ধীর হয়,আর তুমি ঠাকুর এখনো ছেলেমি ছাড়্লে না, কাকে কি বলো তার ঠিক্ নেই।

নিমাই। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখিস্। এই এখন বলে রাখ্লুম্, পরে মিলিয়ে দেখে নিস্ সত্যি কি মিথ্যে!

( হাসিতে ২ সশিষ্য নিমায়ের প্রস্থান )

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য ।

### অন্তঃপুর—কক্ষ।

শচীমাতা, সীতাদেবী ও মালিনী দেবী।

শচী। ( সীতা দেবীর প্রতি ) মা, এই রকম মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো দেবেন, আমার নিমাইকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে আস্বেন।

সীতা। সে কথা আর বল্তে হবে না মা। তোমার নিমাই কি আমায় স্থির থাক্তে দেয় ? জোর করে' টেনে আনে। আবার আমার কাছে অতদিন থেকে আমাকে একেবারে বেঁধে ফেলেছে। কাজে কর্ম্মে মন দিতে পারি না, খালি খালি মনে হয় চাঁদ মুখখানি একবার ছুট্টে গিয়ে দেখে আসি। এমন দুষ্টু ছেলে কি আর আছে মা ?

শচী। তা বটেই ত মা। আমার এ দুষ্টু ছেলের অত্যাচার কি আমি

একলাই ভোগ কর্ব্ব ? আপনাদেরও একটু একটু ভাগ নিতে হবে বৈকি ।

মালিনী । তা ভাই আর বোল্‌তে হবে না। তোমার নিমায়ের অত্যাচার সইতে সবাই রাজী। এই নবদ্বীপে এমন কাউকেও দেখি না যে নিমাইকে না দেখে' থাক্‌তে পারে। ছেলে বেলা থেকেই নিমাই যত দৌরাত্ম্য করে, ততই যেন ওকে বেশী ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে, এই কথাই ত সবাই বলে।

সীতা। যা বলেছ, নিমায়ের গুণের কথা আর বলে কাজ নেই। মনকে কত বলি যে—( শচীর প্রতি ) রাগ করিস্‌নি মা তোকে পর বলিনি,—বলি কি যে, পরের ছেলের ওপর মায়া করে' কেন কেঁদে মরিস্, তা মন ত মানা মানে না, সেই নিমাই ২ কর্‌বে। নিমাই যেন কি করেছে মা। হ্যাঁ, বউমাটি আমাদের কেমন হয়েছে গা ?

শচী। আহা! বউমার কথা আর বোলো না মা। মা আমার নামেও লক্ষ্মী কাজেও লক্ষ্মী। আশীর্ব্বাদ করুন যেন বেঁচে বর্ত্তে থেকে আমার নিমাইয়ের সেবা করে। তার গুণের কথা এক মুখে আর কত বোল্‌বো। যেমন মাথাটি নীচ ক'রে মুখটি বুজে এসে আপনাকে প্রণাম কল্লে, ঐ রকম সারা দিনই মুখটি বুজে সংসারের সব কাজ আপনি করে। এমন লক্ষ্মী বউ আর হয় না।

মালিনী। সত্যি ; এত ত বউ এসেছে মা, এমন বউ আর কারও ঘরে নেই। সকাল থেকে বাসিপাট থেকে আরম্ভ করে' সব কাজই বউ করে, তার ওপর অতিথ্ ফকির ত এ বাড়ীতে রোজই আছে মা, তাদেরও কি যত্ন কি সেবা ওই একরত্তি বউ করে মা,আমরা

দেখে অবাক্ হয়ে' যাই। আবার আমরা অত কাজ কর্ত্তে মানা করলে বলে কি যে এ সব ত আমারি কাজ মা, আমায় কর্ত্তে দিন্, আমার এতে কোন কষ্ট হয় না, কাজ করে' আমি বেশ আনন্দেই থাকি। আহা! এত যে কাজ করে মা তা কখনো বউমাকে আক্লান্ত দেখ্‌লুম্ না। আর সদাই হাস্যমুখ, হাসিটি মুখে লেগেই আছে। মাকে দেখ্‌লে আমাদেরও যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়, বুকে করে' রাখ্‌তে ইচ্ছে করে।

সীতা। তা হবেই ত মা, বেশ হয়েছে, ঠিকই হয়েছে। না হবেই বা কেন মা? আমাদের মেয়েলি কথায় বলে, যেমন দেবা তেম্‌নি দেবী। আমাদের নিমায়ের উপযুক্তই হয়েছে। আশীর্ব্বাদ করি বেঁচে থাক্, হাতের নোয়া বজ্র হোক্, নিমায়ের সুখবর্দ্ধন করুক্।

শচী। আহা তাই বলো মা, তাই বলো। আর বল্‌ব কি মা, কি যে সব দেখি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। নিমায়ের ছেলেবেলা থেকেই এই সব হচ্চে মা। তুমি ত সবই জানো, সবই ত শুনেছো। সে দিন দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে যাচ্চি, দেখি কি নিমাই শুয়ে আছে, বউমা পা টিপে দিচ্চেন। তা বোল্‌বো কি মা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখি বউমাকে আর দেখ্‌তে পাচ্চি না, সেখানে যেন আলোয় আলো হয়ে গেছে, যেন আকাশের বিদ্যুৎ জমাট বেঁধে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, না আগুন জ্বল্‌ছে, কিছুই ঠিক করতে পারলুম্ না। দেখে ত আমার গা ঠক্ ঠক্ করে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, দুহাত দিয়ে চোখ্ রগ্‌ড়ে, চক্ষু মার্জ্জনা করে' দেখি আবার তাই! তখন বুঝ্‌লুম্ এ সেই আগে আগে যেমন সব হোতো সেই রকম ব্যাপার। তখন মনে মনে নারায়ণের কাছে

ওদের মঙ্গল প্রার্থনা কর্ত্তে কর্ত্তে ঝপ্‌ করে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ি।

মালিনী। তা হবেই ত মা। এঁদের কাছে নিমায়ের সম্বন্ধে কত কথাই শুনি। কে জানে মা আমরা মেয়েমানুষ অত ত বুঝি না, শুধু ভয় পেয়ে এই কথাই বলি যে তা' যাই হোক্ বাপু, সে সব তোমরাই জানো, তবে তোমরা সব গুরুজন, তোমরা যেন আমার নিমাইকে পেরণাম্ টেরণাম্ কোরো না, তাতে বাছার আমার অকল্যাণ হবে।

শচী। কতই বা বোল্‌বো মা! আবার এক একদিন দেখি বউমা কাজ করে বেড়াচ্ছেন, আর ঘর দোর সব পদ্মফুলের গন্ধে ভর্‌ভর্ কচ্ছে। ছুটে গিয়ে ঠাকুর ঘরে দেখ্‌লুম্, পদ্ম ত নেই, তবে পদ্মগন্ধ এলো কোত্থেকে? এই সব ব্যাপার! দেখি মা, আর ভয়ে ভয়ে নারায়ণকে জানাই, দেখো ঠাকুর নিমাইকে ঘরে রেখো, নিমায়ের যেন কিছু অকল্যাণ না হয়!

সীতা। ঐ সব হচ্ছেই ত মা। ওখানে শান্তিপুরেও অমন সব হয়েছিল। উনি দেখি আজ কাল কেবলই আন্‌মনা থাকেন আর শাস্ত্রবিচার করেন। থেকে থেকে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, আর বলেন, আচ্ছা দেখ্‌ব কেমন এসেছ, প্রমাণ দিতে হবে তবে মান্‌ব—এই সব। তা আমরা মেয়েমানুষ কি বুঝি বল, জিজ্ঞেস্ কল্লে বলেন, এ সব কথা এখন কাউকে বোলো না, কালে সবাই বুঝ্‌তে পারবে। আমিও বলি তা তোমরা বোঝাবুঝি নিয়েই থাক, আমরা আমাদের নিমাই-সুন্দরের হাসি মুখ দেখেই তৃপ্ত, আমাদের আর কিছু চাই না।

শচী। দেখে শুনে মা ভয়েই মরি। এ সব যে কি কাণ্ড, কি কারখানা

কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। সেদিন সন্ধ্যাবেলা নিমাই পড়িয়ে এসে ঠাকুর ঘরের দাওয়ায় হাওয়ায় বসে আছে, আমি রান্নাঘরের ও-দিকে যাচ্চি, এমন সময় শুন্‌লুম্‌ কোত্থেকে বাঁশীর সুর ভেসে আস্‌ছে! আহা! সে কি সুর মা! এমন ধ্বনি জীবনে কখনো শুনিনি মা। শুন্‌তে শুন্‌তে মোহ গেলুম, খানিক ক্ষণ যে কি হ'লো কিছুই মনে নেই, পরে দেখি বসে' প'ড়ে কেমন হ'য়ে গেছি, তাড়াতাড়ি উঠে শুনি তখনও সেই সুর! মাগো! এই সেই বৃন্দাবনের বাঁশীর সুর, যা শুনে' গোপীরা সকল ভুলে পাগল হয়ে ছুটে যেত। সত্যি মা সে সুর শুন্‌লে আর কিছুই মনে থাকে না, মন যেন উধাও হয়ে কোথায় উড়ে চলে যায়।

মালিনী। তা তখন খোঁজ কর্‌লিনি, কে বাঁশী বাজাচ্ছিল?

শচী। তা কর্‌লুম বৈকি বোন্‌। বাঁশীর সুর শুনে শুনে দিক ঠাওর করে করে গিয়ে দেখি, চাঁদের আলোয় নিমাই আমার দেল্‌ ঠেস্‌ দিয়ে বসে আছে। যেমন এসেছি আর বাঁশীর সুর বন্ধ হ'য়ে গেল, আর দেখি কি নিমায়ের বুকে যেন আকাশের চাঁদ! (সীতাদেবীর প্রতি) কি বোল্‌বো মা! বুকটা অম্‌নি ধড়াস্‌ করে উঠ্‌ল, তখুনি চোখ বুজ্‌লুম্‌। পরে চেয়ে দেখি, যে নিমাই সেই নিমাই, হেসে আমার সঙ্গে উঠে এল।

সীতা। ও সব কিছু ভেবো না মা। দেখ্‌ছ দেখে যাও, মনে বিশ্বাস রেখো তোমার ঘরে জাগ্রত নারায়ণ রয়েছেন, নিমায়ের কখনও কোন' অমঙ্গল হবে না।

শচী। তাই বলো মা, তাই বলো। তোমরা আমার নিমাইকে সবাই মিলে আশীর্ব্বাদ করো, বাছা যেন আমার সুখে থাকে।

সীতা। তুমি কিছু ভেবো না, নিমায়ের ভালই হবে। এখন তবে আসি. মা, আবার মদনগোপালের সংসারও ত দেখ্‌তে হবে।

মালিনী। আমিও আসি বোন্, ভোগ রান্না করেই ছুটে এসিছি।

শচী। এস এস। আবার কাজ কর্ম্মের পর ওবেলা তখন আবার এসো।

( সীতা ও মালিনীর প্রস্থান )

শচী। নারায়ণ! তুমিই মঙ্গল কোরো, বাছাদের আমার মঙ্গল কোরো।

( দু'হাত তুলিয়া মস্তকে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান )

## তৃতীয় দৃশ্য।

ঊষাকাল। মিশ্রগৃহের বহির্ব্বাটী।

নিমাই ও দিগ্বিজয়ী।

দিগ্বি। ( জানু পাতিয়া শ্রীপদ ধারণ করিয়া ) দেব!
এসেছি শরণ নিতে এই দুটি পায়,
দাস জানি' কৃপা মোরে করিতে যুয়ায়।

নিমাই। ( হাসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া ) একি, একি! কেন ভাই! সহসা এ ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ কি? আপনি আমায় এমন করছেন্ কেন?

দিগ্বি। জানিয়াছি নররূপে তুমি নারায়ণ,
ছলনায় ভুলাইয়ে না কর বঞ্চন।

কালি যবে হেরিলাম তোমা' গঙ্গাতীরে,
তখনি দর্শনে মোর লাগে চমৎকার।
পরে দেখি অপূর্ব্ব ব্যাভার!
গৌড়, তিরহুত, দিল্লী, কাশী কাঞ্চীপুরী,
হেলঙ্গ, তৈলঙ্গ, গুজরাট বিজয়নগরী,
কত কত দেশ কত পণ্ডিত মণ্ডলী,
তা' সবার সনে যবে করিনু বিচার,
দূষণ থাকুক্ দূরে বুঝিতে না পারে
দেবীবরে শ্লোকাবলী কণ্ঠে মোর স্ফুরে,
অবিরাম অনর্গল প্রবাহের ধারে।
সেই আমি,—তোমা' আগে মূক জড়মতি,
তোমার দূষণ খণ্ডি নাহিক শকতি,
মন্ত্রবলে রুদ্ধবীর্য্য ভোগী হে যেমতি,
রসনায় বাক্য নাহি স্ফুরে,
নির্জ্জিত, স্তম্ভিত, মোর বাক্য গেল দূরে,
হতমান হই রহিনু দুঃখে ম্রিয়মান।
হেরিলাম এই অপরূপ,
আর অপরূপ হেরি করুণা প্রচুর,—
বিজিত আমারে হেরি' বিদ্যার্থী মণ্ডলী
হাসিবারে করে উপক্রম,
তাদেরে তখনি তুমি কৈলে নিবারণ
এমতি উদার তুমি হেরি অনুপাম।

নিমাই। এ নহে অদ্ভুত, এই সুজনের রীতি,

বাদস্থলে তর্ক যুক্তি সহ রবে প্রীতি,
তবে হয় সুশোভন পণ্ডিতের সভা,
পাণ্ডিত্যে বিনয়ে মিলি' হয় মনোলোভা।
ইথে অপরূপ কিবা কহ দ্বিজবর ?
তাহে সরস্বতী বৈসেন তোমার জিহ্বায়,
তোমারে সম্মান দানি' মানি বীণাপাণি,
বাণীবরপুত্র তুমি, তুমি হে মহান্।

দিগ্বি। আর কেন লজ্জা দেহ ত্রিলোকের স্বামী ?
সত্য বটে দেবীমন্ত্র জপি' সিদ্ধি লভি'
দেবীর প্রসাদে লভি' সর্ব্বত্র বিজয়,
তৃণপ্রায় মানি' সবাকারে,
মদমত্ত মহাদম্ভে ভ্রমিনু ধরায়,—
এবে মোহ অপগত তোমারি কৃপায়।
কাল যবে দুঃখী হ'য়ে ফিরিয়ে আবাসে,
একমনে জপি ইষ্টদেবী,
দেবী মোরে দিলা দরশন,
কহি দিলা কেন মোর হয় পরাভব,
কহি দিলা তুমি সেই সত্য সনাতন,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ নিত্য নিরঞ্জন,
সরস্বতীপতি তুমি দেব নারায়ণ,
ভবধামে অবতীর্ণ লীলার কারণ।
দেবী আরাধনা মোর আজি হে সফল,
দেবীর কৃপায় আজ খুলেছে নয়ন,

বৃথা দর্প চূর্ণ করি' করিলে প্রসাদ,
এবে শ্রীচরণ দেহ এই নিবেদন। ( দণ্ডবৎ প্রণাম )

নিমাই। ( তুলিয়া আলিঙ্গন দিয়া )
ধন্য ধন্য দেবীর প্রসাদ।
দেবীর প্রভাবে আজি পরম বৈভব
লভ্য হৈল যত্নে তাহে করহ ধারণ।
দিগ্বিজয়ে নাহি হয় বিদ্যা সফলতা,
বিদ্যাফলে লভি' কৃষ্ণতত্ত্ব পরজ্ঞান,
হৃদয়ে রোপন করি' ভক্তিকল্পলতা,
ধন, মান, বৃথা গর্ব্ব সকল ছাড়িয়া
শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভজে সেই ভাগ্যবান্।
আর যাহা কহিলেন বেদগুহ্য কথা,
কহিলে জানিও হয় পরমায়ুক্ষয়,
সংগোপনে রাখি কর ভজন সাধন,
শ্রীকৃষ্ণ চরণে মতি রাখো মতিমান্।

দিগ্বি। জেনেছি জেনেছি দেব তুমি ভগবান্।
অসার সংসার ভোগে নাহি আর মন,
অনুমতি আশে হেথা করি আগমন
আজ্ঞা কর ভজি গিয়া তব শ্রীচরণ।

নিমাই। জানিলাম শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে
আশা তব অচিরে পূরিবে।
ভজ ভাই ভজ গিয়া ভজহ সকাল,
কৃষ্ণপদ ভজি' কর জীবন সফল।

এস তবে, দেবীর কৃপায় আজ যে ভক্তিবীজ হৃদয়ে রোপিত হ'ল, আশীর্ব্বাদ করি সেই বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে ফলে ফুলে সুশোভিত হোক্। এস ভাই, তোমার ভজনসিদ্ধি হোক্।

কৃষ্ণে মতিরস্তু।

[ দিগ্বিজয়ীর প্রণাম, পরস্পরে আলিঙ্গন ও পরে উভয়ের প্রস্থান ]

## চতুর্থ দৃশ্য।

### নরহরির বাসগৃহ। নবদ্বীপ।

( নরহরি ও গদাধর। )

নরহরি। সত্যি, গদাই? সত্যি সত্যি গৌরগোবিন্দ বিগ্রহের আবির্ভাব হোলো?

গদা। সত্যিই, সকলেই দেখ্‌লেন, সীতাদেবী দেখ্‌লেন, আচার্য্য স্বয়ং দেখ্‌লেন।

নরহরি। আচার্য্য কি বল্লেন?

গদা। আচার্য্য অগাধসত্ত্ব, গম্ভীরাত্মা, বিরাট্ পুরুষ। ওঁর মনের কথা বুঝ্‌বে কে? তবে সেদিন এই সব দেখে' শুনে' আচার্য্যও আর স্থির থাক্‌তে পারেন নি। তারপর আবার কৃষ্ণ মিশ্রের মুখে গৌর মন্ত্রের কথা শুন্‌লেন, সেই মন্ত্রে নিবেদন করে' চাঁপা কলা খাওয়া, পণ্ডিতের অক্ষুধা, আহারে অপ্রবৃত্তি, আর সঙ্গে সঙ্গে উদ্গারে

চাঁপা কলার গন্ধ, সকলেই সে গন্ধ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেন কিনা, সে দিন আর আচার্য্য কিছুতেই সামলাতে পারেন নি। ওঁর হাত ধরে' তুই কেরে ২ বলে' একেবারে নেচে উঠ্‌লেন। তারপর সকলে মিলে' সে কি কীর্ত্তনানন্দ! সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! সন্দেহ করবার আর অবসর কোথায়? তবু যে আচার্য্য সন্দেহ করেন, সেটি ওঁর রঙ্গ, অথবা এর মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে।

নরহরি। তা থাকে থাক্ ভাই। তাতে আর তোমার আমার কি বল? আমরা ত মজেছি, রূপ দেখেই মজেছি, আমাদের ত আর কোন' উপায় নেই। ও কি যাদু জানে, আমাদের যাদু করে' ফেলেছে ওকে দেখ্‌লে, আমি যে পুরুষ একথা মনেই থাকে না। এরকম ত কৃষ্ণলীলায়ও হ'য়েছে ব'লে শোনা যায় না। আমার মনে হয় যে গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে জড় দেহ সম্বন্ধ ছিল না, আত্মারাম যে আত্মায় আত্মায় রমণ ক'রেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় বিহার যে ভাবের আবেশে ভাবের বিলাসেই সংঘটিত হয়েছিল, তাই দেখাতেই এবারকার এই বিচিত্র লীলার অবতারণা হয়েছে। সত্যিই, বুঝেই দেখ না কেন, এই স্থূল সূক্ষ্ম দেহের অতীত যে চৈতন্যরূপী আত্মা আছেন, সেই আত্মচৈতন্যেরও আবার দেহ আছে, ইন্দ্রিয় আছে, নইলে আমাদের পুরুষ দেহ পুরুষ ইন্দ্রিয় পুরুষের চিত্তবৃত্তি তাঁর সান্নিধ্যে ত স্তব্ধ হ'য়ে যায়, তখন কোথা হ'তে নারীদেহ, নারীজনোচিত ইন্দ্রিয়, নারীর মনোভাব, নারীর প্রেমের উপলব্ধি হয়! যা'রা জানে না বোঝে না তা'রা যা বলে বলুক, তুমি আমি ত জানি, এমনি ত হয়, এ ত অসার কল্পনা নয়, আপনা হ'তেই জাগে, তাঁর দর্শনে স্পর্শনে সেই ভাবদেহ

জেগে ওঠে, সে ত স্থূলদেহটা পুরুষ কি নারী তার অপেক্ষা রাখে না।

গদা। সত্যিই, এমনটিইত হয় তাঁর নাগরালী এদেহের পুরুষত্ব বা নারীত্বের একেবারেই অপেক্ষা রাখে না। ভাবের দেহেই ত তাঁর সঙ্গে মিলন হয়। আর সেই জন্যেই মনে হয়, গোপীদের সম্বন্ধে পরকীয়া রসমাধুর্য্য অবশ্য স্বীকার্য্য হলেও পরপুরুষ-সঙ্গ-প্রসঙ্গ উঠ্‌তেই পারে না, কারণ এ দেহের সঙ্গে ত সে মিলনের সম্বন্ধই নেই। সে মিলন ত সাধারণ নরনারীর কামের তাড়নায় স্থূল দেহের মিলন নয়,—সে যে প্রেমের আত্মদান, সে যে ভাবের আদান প্রদান, সে যে আত্মারামের সহিত আত্মায় ২ রমণ। সে মিলনে অবসাদ নাই, আনন্দ আছে, বিষাদ নাই, প্রসাদ আছে, অন্ধকার নাই আলোক আছে, মৃত্যু নাই অমৃত আছে,—সে যে স্বচ্ছ সুনির্ম্মল গঙ্গা যমুনার মিলিত ধারা,—তর্ ২ করে' ব'য়ে যাচ্ছে, লহর তুলে' নেচে যাচ্ছে, ভাসাচ্ছে, ডোবাচ্ছে মজাচ্ছে মাতাচ্ছে, বাণের মুখে প্রাণের টানে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সে প্রেমের ত তুলনা নেই!

নরহরি। যাক্, বোবার কথা বোবায় বোঝে, সে কথা ত অনেক হোলো, তত্ত্বকথা অনেক হোলো। এখন বল্ ভাই, তার কথা বল., অনেক দিন তোর গান শুনিনি, এক খানি গান গা' না ভাই।

গদা। তবে তুমি সখী হয়ে শোন। তোমার কাছে নইলে প্রাণ খুলে' ত কথা কইতে পারি না, আর গানও গাইতে পারি না।

প্রাণকান্ত আমার গৌর সোণা॥
মনের কথা মনই জানে, যারে তারে কইতে মানা॥

সেবা করি প্রাণনাথে, থাকি তারি সাথে সাথে,
ও চরণ ধেয়াইতে, হ'য়ে যাই যেন আনমনা ॥
বাহিরিতে রাজপথে, ফুলসাজে সাজাইতে,
অনুরাগে নেহারিতে, হেরিয়ে মদনের থানা ॥
চাহি চাহি ফিরি' ফিরি', রসের বদন হেরি,
কোথা দিয়ে যায় দিনযামিনী ; কেমনে যায় যায় না জানা ॥
পুরুষ রমণী কিবা প্রেমের ঘোরে নাই ঠিকানা ॥

নরহরি। ( সই, তাই না মোদের )

( উভয়ে ) শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়নতারা গো।
(আর) জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা গো ॥
কহ না গৌর কথা গো সখি, কহনা গৌর কথা গো।
গৌর নাম, অমিয়াধাম, পিরীতি মূরতি দাতা গো ।
( মরি ) গৌর গঠন, গৌর গমন, গৌর মুখের হাসি গো।
গৌর বচন, অমিয়া সিঞ্চন, মরমে রহল পশি' গো ॥
হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়ে, বিরলে বসিয়ে র'ব গো।
মনের সাধেতে, ও রূপ চাঁদেরে, নয়নে নয়নে থোব' গো ॥
হেঁইগো সখি নয়নে থোব,—
( আর) হিয়ার মাঝারে, গৌর রাখিয়ে, নয়নে নয়নে র'ব গো।
আর আমাদের কি ধন আছে,
মোদেরো আর কি সুখ আছে,—
গৌর বিহনে, না বাঁচি পরাণে, গৌর করেছি সার গো।
গৌর বলিয়ে, জীবন যাউক, কিছু না চাহিয়ে আর গো ॥

( উভয়ের আলিঙ্গন। )

গদা। তোমার কাছে এলে' তার কথা শুনে' প্রাণ জুড়ুই, আর ত ভাই জুড়োবার স্থান নেই।

নর। আমারও ত সেই দশা ভাই, তোকে পেলে যেন প্রাণ পাই। মাঝে মাঝে আসিস্ তাই বাঁচি।

গদা। এখন তবে আসি ভাই।

নর। এস এস, আবার এসো।

( স্নেহভরে চিবুক ধরিয়া আদর ও গদাধরের প্রস্থান )

নর। প্রাণটা বড্ডই অস্থির হয়েছিল। এ বিপুল আনন্দে দাদা বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছেন। তিনিও ত পরম ভক্ত, তবে এ আকর্ষণ বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না কেন? এসে পড়্‌ছেন না কেন? তিনি এর ভাগ নিচ্ছেন না ব'লে আমার প্রাণটিও থেকে থেকে বিকল হয়ে উঠ্‌ছে।

( নিমাইয়ের প্রবেশ )

নিমাই। ( হাসিয়া ) কিগো প্রাণবঁধু! মুখখানি এত বিমর্ষ কেন? কেউ কি মনে সিঁদ দিয়েছে নাকি?

নর। সিঁদ যে দেবার সেই দিয়েছে। এত বড় সিঁদেল কি আর কেউ আছে?

নিমাই। তাই যদি তবে চোর ধরেও শ্রীঘরে প্রেরণের উদ্যোগ নেই কেন? সিঁদেলই ত বল্‌ছেন,

( হাসিয়া গুণ গুণ করিয়া )

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর নয়ন-শর-ঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥

নর। যাও! সব সময়েই তোমার রঙ্গ! তাহ'লে কিন্তু রাগ কর্ব্বো বল্‌ছি, অমন কল্লে' এই মুখে চাবি দিলুম, আর তোমার সঙ্গে কথা ক'ব না।

নিমাই। আচ্ছা আমি মুখ খুলে দিচ্ছি। এখন বলত কি দুঃখ তোমার?

নর। (হাসিয়া হেঁটমুখে) তবে বলি শোন। সত্যি, দাদার জন্যে বড় দুঃখ হয়। এ আনন্দের তিনি কিছুই জানেন না।

নিমাই। ওঃ, এই? তার জন্যে ভাবনা নেই। তিনি শীঘ্রই আস্‌ছেন। প্রাণবঁধু! তোমার যখন টান পড়েছে, তখন তাঁকে আস্‌তেই হয়েছে, এ টানের বেগ আমার বিলক্ষণ জানা আছে।

নর। না, ঠাট্টা নয়। বল না, সত্যি দাদা আস্‌বেন? এ আনন্দে যোগ দিতে পার্ব্বেন?

নিমাই। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, শীঘ্রই। আমাকে বুঝি বিশ্বাস হয় না?

নর। না হবারই কথা। তবে বিশ্বাস না করে' ত আর উপায় নেই, কাজেই মেনে নিলুম।

নিমাই। আচ্ছা,এই ত্যাখো তাঁকে ডেকে দিচ্ছি, তা হ'লে ত বিশ্বাস হবে? (উচ্চৈঃস্বরে) মুকুন্দ! মুকুন্দ! মুকুন্দ!
(নেপথ্যে—আস্‌ছি, আস্‌ছি, আস্‌ছি প্রভু) শুন্‌লে ত? এখন বিশ্বাস হোলো?

নর। তোমার ভেল্কি তুমিই জানো। এলে তবে ত ঠিক বুঝ্‌ব।

নিমাই। আচ্ছা,তখন কিন্তু উপযুক্ত পুরস্কার চাই। কি দেবে তা ঠিক করে রাখ। এখন যা' শুন্‌লে তার ত নগদ বিদায় দাও। একবার হাস, প্রাণবঁধুর হাসি মুখখানি দেখে যাই।

নর। (হাসিয়া) কত রঙ্গই জানো! তা এখন আবার যাওয়া হবে কোথা?

নিমাই। পূর্ব্ববঙ্গে। শীঘ্রই আস্‌বো, অমত কোরো না, লক্ষ্মীটি। তোমা ছাড়া ত থাকৃব না, তুমি স্মরণ কল্লে'ই দেখ্‌তে পাবে।

নর। কি আর বোল্‌বো বল? স্বতন্ত্র পুরুষ তুমি, তোমায় বাধা দেবে কে বল? তবে আমাদের দশাটা মনে থাকে যেন, ভুলে থেক না, শীঘ্র আসা চাই।

নিমাই। তাই হবে। তবে আসি।

(আলিঙ্গন ও প্রস্থান)

## পঞ্চম দৃশ্য।

### নবদ্বীপ—পোড়া-মা-তলা।

(বিদ্যানিধি ও বিদ্যাদিগ্‌গজ মহাশয়দ্বয়ের প্রবেশ)

দিগ্‌গজ। (নস্য লইয়া) কি হে বিদ্যানিধি ভায়া? বলি, ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পাচ্ছ?

নিধি। কিসের ব্যাপার হে? একটু খুলেই বলো।

দিগ্‌গজ। (নস্য টিপিয়া) বুঝ্‌লে না? এই দিগ্বিজয়ীর ব্যাপারটা কি রকম বুঝ্‌ছ?

নিধি। ওঃ, তাই বলো। তা আর বুঝ্‌ছি না? আহা! নিমাই বয়সে নবীন বটে, কিন্তু ভাগ্যে নিমাই ছিল, তাই আজ নবদ্বীপের

মুখ রক্ষা হ'লো। দিগ্বিজয়ীর নাম শুনে' আর হাতী ঘোড়ার বহর দেখেই ত আমাদের মাতব্বর পণ্ডিত মশায়েরা গৃহিনীদের আঁচল ধরে' মুখ লুকোবার যোগাড় করেছিলেন।

দিগ্‌গজ। ( নস্য আর একটু টিপিয়া হাঁচিয়া ) তা'তো হোলো, তুমি যে কথা কইতে ২ একেবারে নিমাই নিমাই করে' গড়িয়ে পড়্‌লে হে, বলি ব্যাপারটা বুঝেছ ? বিচারটা হোলো কোথায় হে যে বিজয় হয়েছে ব'লে সহর তোলপাড় হচ্চে ?

নিধি। বিচার আর হবে কিহে ? নিমাই আমাদের গঙ্গাতীরে ছাত্রদের নিয়ে বসেছিল, সন্ধ্যাকালে সেইখানেই দিগ্বিজয়ীর আগমন, বিদ্যার আস্ফালন ক'রে তখনি তখনি রচনা ক'রে শ্লোকবন্ধে গঙ্গার স্তব পঠন, আর সঙ্গে সঙ্গে নিমায়ের পুনরাবৃত্তি ও দূষণা-পত্তি, শেষে খণ্ডন কর্ত্তে না পেরে' দিগ্বিজয়ীর বিপত্তি, কোন' গতিকে মান বাঁচিয়ে সে রাত্রের মত নিষ্কৃতি, তারপর সুবিধা নয় বুঝে' একেবারে বিষয়ে বিরক্তি, আর নিবৃত্তি মার্গের পথিক হয়ে সোজাসুজি বিমুক্তির আশায় সম্প্রতি লোকালয় ছেড়ে বনবাসেই প্রবৃত্তি হয়েছে বলেই ত শুন্‌তে পাচ্ছি।

দিগ্‌গজ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শোনা ত যাচ্ছে অনেক রকম ! তুমি সরল মানুষ যা শোনো তাই বিশ্বাস করো। এর ভেতর রহস্য আছে হে ভায়া, রহস্য আছে। নইলে বিচার হ'লো না, কিছু না, আর নিমাই পণ্ডিতের কাছে আড়ালে আব্‌ডালে দুটো কথা শুনেই অত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত 'থ' হয়ে গিয়ে অম্‌নি রড়্‌ দিলে হ্যা, কথাটা কি এতই সোজা হ্যা ? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? নিশ্চয়, এ নিমায়ের কারসাজি, ছাত্রদের শিখিয়ে পড়িয়ে এম্‌নি একটা প্রচার ক'রে

দেশ বিদেশে নাম বাজানই হচ্চে এর উদ্দেশ্য। এ কথাটা আর বুঝ্‌তে পাল্লে না ভায়া ?

নিধি। সে কি হে, এ সব কথা কোথা শুন্‌লে হে ? এসব বুঝি তোমার উর্ব্বর মস্তিষ্কের বিচিত্র কল্পনা ? নইলে দিগ্বিজয়ীর মত পণ্ডিতকে ধাপ্‌পাবাজীতে ভোলান কি কখনও সম্ভব হতে পারে ? নিশ্চয়ই নিমায়ের ক্ষুরধার বুদ্ধিতে দিগ্বিজয়ী পরাজিত হয়েছে নইলে দেশ-ত্যাগী হবে কেন ? আর নিমায়ের বুদ্ধির কথা নবদ্বীপে কে না জানে ! নিমাই ব্যাকরণের পণ্ডিত ব'লে প্রসিদ্ধ থাক্‌লেও, কে কবে কোন্ শাস্ত্র দিয়ে নিমাইকে হটা'তে পেরেছে বল ? নিমাই চির-দিনই নবদ্বীপবিজয়ী, আর আজ আমাদের সেই নিমাই দিগ্বিজয়ী-বিজয়ী, এটা আমাদের গৌরবের কথা, এ ত আমাদের আনন্দের কথা। এতে তোমার ওসব মনে আসে কেন ?

দিগ্‌গজ। (প্রকাণ্ড টিপ্‌ লইয়া সশব্দে নস্য টানিয়া) হ্যা, হ্যা, বটে বটে। বুঝ্‌বে হে ভায়া বুঝ্‌বে, কালে সবই বুঝ্‌তে পার্‌বে। গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগ্‌বে, এই ব'লে রাখ্‌লুম, দেখে নিও, এই নিমাই হ'তে নবদ্বীপের সব পণ্ডিত যদি দিবাভাগে তারকামণ্ডলীর মত হীনপ্রভ হতমান না হয় ত আমার নাম বিদ্যাদিগ্‌গজ নয়। এখন 'নিমাই নিমাই করে' তাকে ফুলিয়ে দিচ্ছ, এই নিমাই যদি তোমাদের পরে কাণা করে' না দেয় ত কি বলিছি। তোমরা সব ঢাকা পড়ে' যাবে, আর দেশ বিদেশে শুধু এই নিমা'য়ের নামেই নবদ্বীপ চিরদিন গাঁথা থেকে যাবে। তোমাদের নাম আর কেউ কর্ব্বে না তা বুঝ্‌তে পাচ্ছ ?

নিধি। তা যদি হয় ভায়া, আমার তা'তে কোন দুঃখু নেই ; তা'তে আমি

অপার আনন্দ পাবো। নবদ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন এই নিমাই, তার নামের সঙ্গেই নবদ্বীপের নাম বিজড়িত থাকাই ত উচিত। তা'তে নবদ্বীপের মহিমা বাড়্‌বে বই কম্‌বে না।

দিগ্‌গজ। এঃ, তুমি দেখ্‌ছি একেবারে নিমায়ের স্তাবক! তা বেশ বেশ, (অদূরে দেখিয়া) তোমার নিমাই ত খুব অতিথি সেবা করে, দাও না ওই অতিথ্‌গুলোকে নিমায়ের বাড়ী পাঠিয়ে, তোমারও তা' হ'লে কিছু পুণ্য সঞ্চয় হবে হে।

নিধি। তা নিমাই আমাদের অতিথি সেবায় কখনই কাতর নয়। তার বাড়ীতে প্রতিদিন কতগুলি পাত পড়ে চোখেও কি কোন' দিন দেখনি?

দিগ্‌গজ। (স্বগত) একেবারে পঙ্গপাল দেখ্‌ছি! যাক্ কিছু দম্‌কা খরচ হয়ে। (প্রকাশ্যে) তাই ত বল্‌ছি হে, এদের নিমায়ের বাড়ীর পথ দেখিয়ে দাও।

(একদল পরিব্রাজকের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

আমরা সব ভবঘুরের দল, আমরা সব ভবঘুরের দল।
যেন পদ্মপত্রে জল, মোদের গায়ে লাগে না মল॥
ভবের হাটে হাটের নেড়া, (মোদের) নাই কোন সম্বল।
নাইক মোদের বিকি কিনি, চলেছি কেবল॥
সোণা দানা চাইতে মানা, সেইত মোদের বল।
(মোরা) লোভ করি না, কারু সাথে, নাই কোন কন্দল॥
দেশে দেশে বেড়াই ভেসে, (মোদের) নাইক আপন পর।
ডাক্‌লে পরে আদর ক'রে সেথাই মোদের ঘর॥

১ম পরিব্রা। হোই কর্ত্তা, এহানে থাকি পাওয়া যায় ক'নে কইতি পারো?

২য় পরিব্রা। ( দিগ্‌গজের প্রতি ) আপনাদের ঘরখান্ ক'নে কর্ত্তা ? মোদের কিছু খাতি দিতে পার্ব্বা না ?

দিগ্‌গজ। আরে মোলো, আমায় কি ভূতে পেয়েছে নাকি ? যে আমি তোদের মত আবাগের বেটা ভূতেদের সেবা কর্ত্তে যাবো ? (বিদ্যানিধির প্রতি) দাওনা হে, তোমার নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীর পথ দেখিয়ে দাওনা।

বিদ্যানিধি। তা'ত দেবই। বলি, এখন পেছোলে কেন ভায়া ? তবেই ত বল্‌তে হয়, নিমায়ের বিশেষত্ব আছে বৈকি। নিমাই দিগ্বিজয়ী দেখেও পেছোয় না, আবার অতিথ ফকিরের দল দেখেও পেছোয় না। নিমাই যেমন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ তেম্‌নি উদার ও মহান্। নিমায়ের বুকের পাটা আছে, তাই না দেশের কাছে দশের কাছে, সমস্ত জগতের কাছে তার বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে শোভা পায়। আচ্ছা, তবে আসি ভায়া, এদের এগিয়ে গিয়ে রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি। (পরিব্রাজকগণের প্রতি) আসুন আপনারা, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

[ বিদ্যানিধির প্রস্থান ও তাঁহার পশ্চাতে পরিব্রাজকদের ও সর্ব্বশেষে বিদ্যাদিগ্‌গজের মুখ বাঁকাইয়া অপর দিকে প্রস্থান।]

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য।

### পূর্ব্ব-বঙ্গ। ব্রাহ্মণ-সভা।

[ ব্রাহ্মণ পরিবেষ্টিত হইয়া উচ্চ বেদীর উপর নিমাই পণ্ডিত সমাসীন ]

১ম ব্রা। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, বিদ্বজ্জনবরেণ্য বাদিকুলাগ্রগণ্য

ভবধামে অবতীর্ণ স্বয়ং সুরগুরুপ্রতিম ব্রাহ্মণকুলতিলক নবদ্বীপ-শিরোভূষণ অসামান্য লোকমান্য সকলবিদ্যাবিশারদ সার্থকবিদ্যা-সাগরনামধেয় দিগ্বিজয়ীবিজয়ী বিচারকেশরী নিমাই পণ্ডিতের পাদমূলে সমবেত হ'য়ে আমরা তাঁর সম্মাননা সম্বর্দ্ধনার অবকাশ পেয়ে, আজ কৃতার্থ হয়েছি। আসুন, সকলে মিলে তাঁকে স্রগ্‌চন্দনবিভূষিত ক'রে আমাদের আন্তরিক ভক্তি নিবেদন করি।

( একে একে প্রত্যেকের অভিবাদন পূর্ব্বক মাল্যচন্দন প্রদান ও নিমাই পণ্ডিতের প্রত্যভিবাদন ও প্রসাদী মাল্যচন্দন প্রদান )

নিমাই। ভাই সব! আজ বিদায়ের দিনে আমাদের শেষ মিলনবাসরে তোমাদের এ আন্তরিক প্রীতির উচ্ছ্বাসে হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ছে, চোখে জল আস্‌ছে, জনে জনে আলিঙ্গন ক'রে এ আনন্দের লহরীতে ভেসে' যেতে ইচ্ছা করছে। এস ভাই সব! আমায় আলিঙ্গন দান কর।

( জনে ২ সকলকে আলিঙ্গন ও আনন্দে সকলের উচ্চ হরিধ্বনি )

২য় ব্রা। বন্ধুগণ! আমরা কত ২ অধ্যাপক, কতই ত পণ্ডিত দেখেছি, কিন্তু এরকম বিদ্যাবত্তা, এরূপ ব্যাখ্যানৈপুণ্য কখন' আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়নি। আর, গুরুশিষ্যে এমন প্রাণভরা প্রীতির সম্বন্ধও কখন' দেখিনি, কখনও শুনিনি। ধন্য ২ নিমাই পণ্ডিত! আর আজ তাঁর শিষ্য হবার গৌরব লাভ করে' আমরাও সকলে ধন্য হলুম্।

৩য় ব্রা। সত্যই, মাত্র দুইমাসে উপাধিযোগ্য বিদ্যাদান আর কা'রও দ্বারা সম্ভব হয় না। এ অসাধ্যসাধন নিমাই পণ্ডিতেই সম্ভব হয়েছে,

অন্যত্র অসম্ভব। প্রত্যক্ষ না দেখলে কেউ এ কথা বিশ্বাসই কর্ত্তে পারে না।

নিমাই। ভাই সব! শুধু একদেশী স্তুতিবাদ সমীচীন হয় না। উপযুক্ত পাত্রে পতিত হলেই বিদ্যা সহজে ও স্বল্পকালেই ফলবতী হয়। নতুবা 'ন ব্যাপারশতেনাপি শুকবৎ পাঠ্যতে বকঃ।' বিদ্যাদানের গুণে যতটা না হোক্ তোমাদের মেধার প্রভাবেই অনেক পরিমাণে এ অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হয়েছে।

১ম ব্রা। ধন্য ধন্য! এ বিনয় গুণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালক্ষ্মী অধিকতর শোভান্বিতা হয়েছেন। আমাদের আর একটু নিবেদন আছে। আমরা সকল বিষয়েই দরিদ্র, আপনার যথাযোগ্য সন্মান প্রদর্শন করবার সামর্থ্য আমাদের নেই। তথাপি গুরুদক্ষিণা না দিলে যজ্ঞ ত সম্পূর্ণ হয় না, সুতরাং আপনার অকৃতী শিষ্যদের সংগৃহীত যৎকিঞ্চিৎ উপহার আপনার ঔদার্য্য-গুণেই গ্রহণ করে' আমাদের অনুগৃহীত করুন।

( উপহার প্রদান ও নিমায়ের অবনত মস্তকে গ্রহণ )

নিমাই। ভাই সব! তোমাদের কাছে কয়মাস পরমানন্দে ছিলুম্। 'কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ', সংসার বিষবৃক্ষের এ দুইটি রসাল ফলই তোমাদের কাছে পেয়েছিলুম্। গ্রন্থালোচনা, শাস্ত্রচর্চ্চা, তার ওপর তোমাদের মত সুজনের সঙ্গ, বেশ আনন্দেই দিনগুলি যেন কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু তা'ত হ'বার যো নেই, বিধাতার সৃষ্টির নিয়মে বৈচিত্র্যই হল বিধান। কাজেই 'সংযোগাঃ বিপ্রযোগান্তাঃ' মিলনের পরে বিচ্ছেদ আছেই। আজ তাই মনে করেই হৃদয় বিকল হচ্ছে।

২য় ব্রা। সত্যই গুরুদেব। আপনার অবশ্য শিষ্য অনেকেই হবে, কিন্তু আপনি বিহনে আমাদের আর এদেশে মন টিকুছে না। আমরা অনেকেই হয়ত কোনরকমে বৃত্তিটৃত্তি নিয়ে আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তেই গিয়ে উপস্থিত হব। দয়া ক'রে মনে রাখবেন, তখন যেন পায়ে ঠেল্‌বেন না।

নিমাই। (আলিঙ্গন করিয়া) সে কি কথা ভাই! তোমাদের এ প্রীতি আমি কখনও ভুল্‌ব না। যদি এমন সংযোগ হয়, আমি সাগ্রহেই তোমাদের সাহচর্য্য লাভে আনন্দিত হব। আর তা না হলেও জেনো, পূর্ব্ববঙ্গের তোমরাও আর আমায় ভুল্‌তে পারবে না, আর আমিও তোমাদের কখনও ভুল্‌ব না। এই আসাতেই আমাদের সুচিরস্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।

সকলে। তাই বলুন প্রভু, তাই বলুন। আপনার এ কথায় আমরা সকলে আশ্বস্ত হলুম্। আর আমাদের কোন দুঃখ নেই।

(দ্রুতপদে তপন মিশ্রের প্রবেশ ও দণ্ডবৎ প্রণাম)

তপন। প্রভো! কৃপা করে' আমার সমস্যা পূরণ করুন। বহুকাল হ'তে শাস্ত্রচর্চ্চা করছি, এখনও সাধ্য সাধন তত্ত্ব নিরূপণ করতে পারি নি। তার জন্যে প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়েছে। এখন আপনাকে পেয়েছি, আর আপনার স্বরূপ পরিচয়ও যখন কৃপা করে' জানিয়েছেন, তখন আপনি দয়া করে' আমার অশান্ত চিত্তে শান্তিদান করুন।

নিমাই। পণ্ডিত! আপনি বড় ভাগ্যবান্ যে অসার বিদ্যাচর্চ্চা না করে' সার চর্চ্চাতেই মনোনিবেশ করেছেন। এ ব্যাকুলতা আপনার পরম ব্যাকুলতা, এই ব্যাকুলতা দ্বারাই যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ভাই হয় সাধ্য-সার।
নানা শাস্ত্র, নানা মুনি, নানা অভিমত,
ধর্ম্মতত্ত্ব গুহায় নিহিত,
সাধনের পথ সেই ক্ষুরধারা প্রায়
নিশিতাগ্র বড়ই দুর্গম।
কে বুঝিবে শাস্ত্রের মরম ?
এ দুর্গম পথে চলে কোথা সেই বীর ?
'মাতেব' শ্রুতি তাই করিয়া করুণা
জীবের অবস্থা বুঝি' চারি যুগ লাগি'
চারি যুগধর্ম্ম ভবে করিলা প্রচার।
'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥'
ভাগবতে এই ধর্ম্ম করিলা স্থাপন।
সত্য যুগে ধ্যানযোগ সেই যুগ-ধর্ম্ম,
ত্রেতায় যাগ যজ্ঞ, আর দ্বাপরেতে পূজা,
কলিকালে যুগধর্ম্ম শ্রীহরিকীর্ত্তন।
"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"
বৃহন্নারদীয়ে এই নারদ বচন।
হরিনাম, হরিনাম, শুদ্ধ হরিনাম,
ইহা বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর।
অতএব কর ভাই নাম সংকীর্ত্তন,
জপ জপ "হরে কৃষ্ণ" এই ত সাধন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥
এই মহামন্ত্র ভাই জপ অবিরাম,
জপিতে জপিতে যবে হবে প্রেমাঙ্কুর,
জানিবে সে শাস্ত্রের মরম,
সাধ্য সাধন তত্ত্ব হইবে স্ফুরণ।
জ্ঞানালোকে ভক্তি সুধা করি' আস্বাদন,
কৃষ্ণচন্দ্র পদে সুখে লভিবে বিশ্রাম,
সফল হইবে যত সাধনের শ্রম,
ধন্য কৃতকৃত্য হবে এ নর-জীবন।

তপন। এইবার সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত এঁকে বলি, না বলে' প্রাণটা কেমন কর্‌ছে। স্বপ্নে যখন জান্‌লুম্, ইনিই সেই পরম পুরুষ, তখন না বলিই বা কি করে'? আবার সকলের সম্মুখে সেকথা বলিই বা কি করে? তা'তে কোন' দোষ হবে না ত?

নিমাই। ( তপন মিশ্রের প্রতি হাসিয়া )
আর যেই কথা এবে জাগে তব মনে,
সে কথা কহিতে নাই,
জেনেছি সে সমুদয়,
সে কথা কহিলে জেন' পরমায়ু ক্ষয়।
হরিনাম জপ নিরবধি,
এ দেশ ত্যজিয়ে চলো বারানসীধামে—
সেথা পুনঃ তব সনে হইবে মিলন।

১ম ব্রাহ্মণ। হরিবোল, হরিবোল। আজ আমাদের শিক্ষা দীক্ষা তর্পন

মিশ্রের কৃপায় সম্পূর্ণ হোলো। এস ভাই সকলে মিলে আজ আমাদের গুরুদেবকে নিয়ে হরি-সংকীর্ত্তন করি।

ঐক্যতানবাদন—সংকীর্ত্তন।

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাই রে।
যুগোচিত এই হরিনাম হরি বল ভাই রে॥
শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন হোলো, মন্থনে রতন উঠিল,
সাগর মন্থন ধন, কণ্ঠে কর ভূষণ।
( হরি বল ভাই রে—সাগরমন্থন ধন॥ )
কৃতযুগে ধ্যান ধরম, যাগ যজ্ঞ ত্রেতার ধরম,
দ্বাপরে সে পূজা ধরম, কলৌ হরি-সংকীর্ত্তন।
(হরি বল ভাই রে—কলৌ হরি-সংকীর্ত্তণ॥ )
( এ নাম ) গোলোকে লুকান ছিল. নারদ ঋষি ক'য়ে গেল,
নিমাই মোদেরে দিল, যত্নে কর ধারণ।
( হরি বল ভাই রে—যত্নে কর ধারণ॥ )
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্,
কলৌ করে গতিদান, ত্রিসত্য এ বচন।
( হরি বল ভাই রে—আবার বলো॥ )
এই হরি নাম আবার বল, আবার বল ভাই রে।
আবার বল এই হরিনাম, আবার বল ভাই রে॥
এই হরেকৃষ্ণ নাম আবার বলো।
আবার বলো, আবার বলো, আবার বলো॥ ( মাতন )

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য।

### শ্রীবাস-মালঞ্চ। কুন্দ-মূলে।

( শ্রীবাস, শ্রীমান্, রামাঞি, গোপীনাথ, গদাধর, সদাশিব ও মুরারি পণ্ডিত কুসুম-চয়নে ব্যাপৃত। )

গোপীনাথ। কি হে, তোমরাই সব ফুল তুলে নিলে, আমি বুড়ো মানুষ বলে আমায় বুঝি দেবে না?

শ্রীবাস। সে কি কথা! আসুন, আমি আপনাকে তুলে দিচ্ছি, ফুলের অভাব কি!

মুরারি। সত্যি, পণ্ডিতের কুন্দ তরু স্বয়ং কল্পতরু। আমরা সকলে মিলে' নিত্য প্রাণ ভরে' ফুল তুলেও ফুলের অন্ত পাই না। হবে নাই বা কেন? ওঁর বাড়ীতে স্বয়ং বাঞ্ছা-কল্পতরু বাঁধা পড়ে' আছেন কাজেই ওঁর কুন্দতরুও কল্পতরু হয়েছেন।

রামাঞি। তা আপনাদের আকর্ষণে পড়ে' এখন বাঞ্ছা-কল্পতরু আপনাদের প্রেমে ধরা দিতেই ত এসেছেন। নইলে এমন কি হয়? গয়া থেকে এসেই নিমাইয়ের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! সহসা এ রকম এতটা পরিবর্ত্তন কি মানুষের হয়?

গোপী। হ্যাঁ,হ্যাঁ, শ্রীমান্! আর একবার বল ত, সে দিনের কথাটা আবার একবার শুনি।

শ্রীমান্। গয়া থেকে এসেছেন শুনে' আমরা সব দেখা কর্ত্তে গেলুম্। প্রথম দর্শনেই আমরা দেখেই অবাক্! দেখি, সে মানুষই নয়। কোথা বা সে পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব, কোথা বা সে পাঁজি পুঁথি বৃত্তি টীকা ব্যাকরণের ফাঁক ধরা নিমাই পণ্ডিত! সে সব কিছুই নেই, তার পরিবর্ত্তে দেখ্‌লুম্ কি না এক কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত মহাপুরুষ! আমাদের নির্জ্জনে বসিয়ে ৺গয়াধামের অপূর্ব্ব দর্শনের কথা বল্‌তে লাগলেন্, শ্রীবিষ্ণুপাদপীঠের কথা বল্‌তে বল্‌তে একেবারে অশ্রু কম্প পুলক, আর সে কি আর্ত্তি! কি বিরহ! কথা কইতে কইতে 'হা কৃষ্ণ'! বলে' একেবারে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌লেন্। পরে কতক্ষণ পরে স্থির হয়ে বল্‌লেন্ (সদাশিব ও মুরারির প্রতি) এঁদের পরদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ী দেখা করতে বল্‌তে।

মুরারি। তার পরের দিনের ব্যাপার আরও চমৎকার। আমরা সব বসে আছি, গদাধর ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছে, নিমাই এল। সে কি সুন্দর মূর্ত্তি! ভাবে ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে টল্‌তে টল্‌তে এল। একেবারে বাহ্য জ্ঞান নেই, প্রেম মদিরা পানে গর্গর মাতোয়াল, সে ভাব দেখেই আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলুম্। দেখেই ভাগবতের স্ফূর্ত্তি হোলো, যেমন একটা শ্লোক আবৃত্তি করা অম্‌নি নিমাই "এই যে পেলুম্ কোথায় গেল" বলে' একটা খুঁটা আঁকড়ে ধরে' 'কোথা কৃষ্ণ' বলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে খুঁটা শুদ্ধ নিয়ে গড়িয়ে পড়্‌লো। গদাধর ঘরের মধ্যে মূর্চ্ছা গেল, আর যাঁরা যাঁরা ছিলেন সবাই ভাবে ঢ'লে পড়্‌লেন্। সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! যেন কোথা থেকে এক প্রেমের বন্যা এসে সকলকে প্লাবিত করে' ফেল্‌লে, সাম্‌নেই জাহ্নবী, জাহ্নবীর বুকে এমন এক তরঙ্গের

উচ্ছ্বাস এলো, মাও যেন প্রেমে মেতে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন্। অভাবনীয় কাণ্ড! নিমাই এক একবার 'কই কৃষ্ণ? কৃষ্ণ কোথা গেল? আমার প্রভু কোথা? আমার কৃষ্ণ কোথা ভাই?' বলে' দাঁড়িয়ে ওঠে, আবার আছাড় খেয়ে পড়ে, নিমাইও যত কাঁদে, ভক্তেরাও তত কাঁদে, প্রেমের প্রবাহ ছুটে গেল। এইভাবে কতক্ষণ যে গেল তা কা'রোরই মনে নেই, তারপর অনেক ক্ষণ পরে নিমাই গদাধরের কথা শুনে' গদাধরের হাত দুটি ধরে আবার কত আর্ত্তি কর্ল্লে।

গোপী। (গদাধরের প্রতি) কি বল্লে নিমাই? গদাধর, নিমাই তোমায় কি বল্লে?

গদাধর। (সাশ্রুনয়নে) আমায় বল্লেন্, তুমি শিশুকাল থেকেই কৃষ্ণকে ভালবাস, আমার বৃথাই এতকাল গেল। বল্তে বল্তে আবার সেই আর্ত্তি! (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) আমায় ক্ষমা করুন, আমি আর বল্তে পারব না। (মুরারি ও সদাশিবকে দেখাইয়া) এঁরা সব ছিলেন, এঁদের জিজ্ঞাসা করুন।

সদাশিব। আহা! তারপর জনে জনে সকলের গলা ধরে' কান্না! কাঁদে আর বলে 'দাও ভাই, আমায় নন্দগোপেন্দ্রনন্দনকে এনে দাও, তাঁকে দেখিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও।' বলে, আর ঢলে' পড়ে, এই ভাবেই সারাদিন গেল। সে কথা আর বলা যায় না, না দেখ্লে ব'লে বোঝান যায় না।

গোপী। কৃষ্ণ হে! নিমায়ের এ ভাব স্থায়ী কর। নিমাই একবার ভক্তি-পথে এলে আর আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না। পণ্ডিত পড়ুয়া সবাইকে তা হলে মাথা নীচু করে কৃষ্ণভক্তির শ্রেষ্ঠতা মানতে হবে।

সদাশিব। হরিবোল! আর ভাব্তে হবে না ভাই। নিমাই আমাদের

ভক্তচূড়ামণি হয়ে সকলের আনন্দবর্দ্ধন কর্ব্বেন। গয়া থেকে এসে অবধি তাঁর নিরন্তরই ভক্তিরসে বিহ্বল অবস্থা, এ ভাব ছুট্‌বার নয়। সেদিন রত্নগর্ভ আচার্য্য ভাগবত পাঠ করছেন, নিমাই রাস্তা থেকে শুনেই মূর্চ্ছিত! তারপর মাটীতে গড়াগড়ি, আর দু' চোখের জলে রাস্তা ভিজে গেল। এই না দেখে রত্নগর্ভ তাড়াতাড়ি নেমে এসে নিমায়ের পা ধরে কাঁদেন, আর শ্লোক আবৃত্তি করেন, আর নিমাই "বোল বোল" বলে' হুঙ্কার করে নাচ্‌তে থাকেন। রাস্তার মাঝে এই ব্যাপার! চারিদিকে লোকের ভিড় জমে গেল, তখন গদাই তাড়াতাড়ি তাঁদের থামিয়ে নিমাইকে সাম্‌লে বাড়ী নিয়ে যায়।

মুরারি। আর টোলে আজ কাল নিমায়ের অভিনব অপূর্ব্ব অধ্যাপনা চলেছে, তা শুনেছেন? ধাতু, সন্ধি সবেতেই কৃষ্ণই তাৎপর্য্য এই রকম ব্যাখ্যা চল্‌ছে। নিমায়ের ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতা ত জানেন, এই ব্যাখ্যাই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। নিমায়ের মুখের সাম্‌নে খণ্ডন প্রতিবাদ করে কার সাধ্য? সকলকেই চুপ্ করে এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুন্‌তে হচ্ছে। এও কি মানুষে সম্ভব? এ যেন দেবতার লীলা খেলা! সবাই প্রত্যক্ষ করে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীবাস। হ্যাঁ, নিমাই শুন্‌ছি আর কোন' কথাই কয় না। আহা! সবেতেই নিমায়ের কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি! নিমায়ের এখন বুলি কি হয়েছে জানেন? কৃষ্ণের চরণই সত্য, কৃষ্ণ নাম সত্য, কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক সত্য, আর কৃষ্ণভক্তিমূলক শাস্ত্রই সত্য, আর সকলই অসত্য, এই নিমায়ের ব্যাখ্যার মূলমন্ত্র। আহা! এমন অপরূপ পাণ্ডিত্য ও ভক্তিবৈভবের একত্র সমাবেশ আর কোথা' কে দেখেছে!

গদাধর। আর এক কথা শোনেন নি ? এই রকম ব্যাখ্যা শুনে' শিষ্যেরা আর কোথাও তা'রা পড়্‌তে পার্ব্বে না ব'লে তাঁর সঙ্গে এক-যোগে কীর্ত্তন সুরু করেছে। এখন টোলে শুধু এই ধ্বনি—

"হরি হরয়ে নমঃ। কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥"

এই ধ্বনি আর নৃত্য, এই চলেছে।

গোপীনাথ। ধন্য, ধন্য, নিমাই তুমিই ধন্য! তোমার কৃষ্ণভক্তি ধন্য! এ অপূর্ব্ব ভক্তি-বিলাস দেখে' নবদ্বীপ ধন্য হল। আর আমরাও সকলে কৃতার্থ হলুম্।

শ্রীমান্। কিছুদিন অপেক্ষা করুন,আরও কত কি দেখ্‌বেন! শান্তিপুরের আচার্য্য প্রভুও কত রকম ইঙ্গিত দিচ্ছেন। এই নবদ্বীপে ব্রজ-বিলাসের পুনরভিনয় প্রত্যক্ষ করবেন।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

( সকলের প্রস্থান )

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

### নবদ্বীপ। অদ্বৈত-চতুষ্পাঠী।

( সাজিহস্তে শ্রীঅদ্বৈতের প্রবেশ। )

অদ্বৈত। অদ্ভুত স্বপ্ন! গীতার শ্লোকের ভক্তিপক্ষে অর্থ না বুঝ্‌তে পেরে দুঃখ পেয়ে উপবাস করে' পড়ে রইলুম্। শুন্‌লুম্, কে বল্‌ছে—

"যা' আনিতে ভুজ তুলি' প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে প্রভু তোমার এবে বিদিত হইলা" ॥—

ভাব্‌ছি কে বল্লে ? এ কথা কে বল্লে ? চেয়ে দেখি বিশ্বম্ভর! দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিলিয়ে গেল! একি অপূর্ব্ব অনুভব! অহো করুণা! কৃষ্ণ হে, তোমার অপার করুণা, তোমার ভক্তবৎসল-গুণে দাসের প্রতি কৃপা করে' তুমি সবই কর্‌তে পার, কিছুই অসম্ভব নয়! তবে কি সত্যই এই নিমাই আমার মদনগোপাল শ্রীকৃষ্ণ ? আচ্ছা দেখি, ভোজনবেলায় আস্‌বে বলেছ, এখন তুলসী সেবন করি।

[ তুলসী মঞ্চের নিকট গমন করিয়া জলসেচন ও দণ্ডবৎ প্রণাম ]

( দুই ভুজ তুলিয়া ) হরিবোল! হরিবোল! ( সাশ্রুনয়নে গদগদ ভাষে ) অহো ভক্তজনানুকম্পাকারিণ্! ভক্তবৎসল! দাসজন-মান-বর্দ্ধন! তুমি এসেছ ? ( অট্টহাস্যে ) এসেছ, এসেছ ? হোঃ হোঃ! কি আনন্দ, কি আনন্দ! ( ভ্রুকুটি করিয়া রোষকষায়িতলোচনে ) এবার পাষণ্ডীদের চূর্ণ করে' কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণনামের মহিমা ঘোষণ কর্‌ব! দেখি কে কি করে! ( বাহ্বাস্ফোট করিয়া ) আমার প্রভু এসেছে, প্রভু এসেছে, আর কা'রে ভয় ? এবার অভয় পরমানন্দে প্রভুর জয় দিয়ে বেড়াব!

[ নিমাই ও গদাধরের প্রবেশ ও অদ্বৈতের ভাবাবেশ
দেখিয়া নিমায়ের মূর্চ্ছা ]

( অদূরে দেখিয়া ) এই যে এসেছেন্! সত্যসন্ধ, সত্যমূর্ত্তি, সত্যস্বরূপ, সত্য রেখেছ ? এসেছো ? এসো, এসো ( উঠিয়া অগ্রসর হইয়া ) বেশ হয়েছে, এসে' অবধি আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে' আমারই চোখের সাম্‌নে এখানে বেড়ান হচ্ছে ? আজ সুযোগ পেয়েছি, আজ মনের সাধ মিটিয়ে চোরের উপর

চুরি ক'রে তার শোধ নেব। ( পূজার সজ্জা লইয়া নামিয়া আসিয়া ) তবে রে চোরা, এবার পালাবে কোথা ? ( নিমায়ের চরণে পাদ্য অর্ঘ্য দান ও সচন্দন তুলসী গন্ধপুষ্প প্রদান )

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

( শ্লোক পাঠ করিয়া প্রণাম )

নমো নমস্তে তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

( উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বার বার শ্লোক পড়িয়া বারম্বার প্রণাম ও পরে পদতলে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান। )

গদাধর। ( জিভ্ কাটিয়া হাসিয়া ) কি করেন ? কি করেন ? আচার্য্য কি করেন ? বালকের প্রতি এ রকম আচরণ আপনাকে কি কর্ত্তে আছে ? এতে যে ওঁর অপরাধ হবে, অকল্যাণ হবে। আপনি দেশপূজ্য, গুরুর গুরু, আচার্য্যবর্য্য হয়ে আজ এমন কচ্ছেন্ কেন ?

অদ্বৈত। হুঁ, বালক কেমন বালক জান্‌তে পার্‌বে গদাই কিছুদিন পরে। তুমি আর ও নিয়ে মাথা ঘামিও না, আমার কাজ আমায় কর্ত্তে দাও। এ বালক সামান্য বালক নয় এইটুকু জেনে রেখো।

( নিমাইয়ের মূর্চ্ছাভঙ্গ )

নিমাই। ( উঠিয়া ব্যস্তভাবে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া ) আচার্য্যদেব ! আপনি আমায় কৃপা করুন। এ দেহ আমি আপনাকে নিবেদন করে' কৃতার্থ হলুম্। আজ হ'তে আমি আপনারই হলুম্, আপনি আমায় চালিত করুন। আপনার কৃপা

হ'লে কৃষ্ণ নামে স্ফূর্ত্তি হয়, আপনার কৃপায় ভববন্ধন কেটে যায়, আপনার হৃদয়ে সর্ব্বদা কৃষ্ণচন্দ্র বিহার কর্চ্ছেন, আপনার কৃপা হ'লে কৃষ্ণকৃপা হয়, আপনি আমায় কৃপা করুন।

অদ্বৈত। হুঁ। ( স্বগত) আর ভারি ভুরিতে কাজ নেই, তুমি ত এম্‌নি কর্ব্বেই জানি, চোরের ওপর চুরি আগেই করে নিইছি, এখন যাই কর। আমি অদ্বৈত, তোমার শুদ্ধ দাস, দাসের প্রাপ্য আগেই আদায় করেছি। (প্রকাশ্যে হাসিয়া) হুঁ দেখ—বিশ্বম্ভর, তোমায় স্বরূপ কথা বলি শোন, তুমি আমার সবার চেয়ে বড়, তুমি আমার সবার চেয়ে প্রিয়। এখানেই ত থাকি, আমাদের এখানে কৃষ্ণকথা হয়, ভক্তেরা সকলেই তোমাকে নিয়ে নিত্য কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কর্ত্তে চায়, তা তুমি এস না কেন? এবার থেকে তোমায় যেন নিরন্তর আমরা দেখ্‌তে পাই। কেমন, আস্‌বে ত? আমাদের সঙ্গে কীর্ত্তন কর্ব্বে ত?

নিমাই। ( হাসিয়া যোড়হস্তে প্রণাম করিয়া ) আস্‌বো বৈকি, কীর্ত্তন কর্‌বো বৈকি। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, সে ত আমার সৌভাগ্য, আপনি কৃপা করুন যেন তাই হয়। তাই হবে, তাই হবে। (প্রণাম করিয়া) তবে আজ্ঞা করুন, এখন তবে আসি।

( নিমাই ও গদাধরের দণ্ডবৎ প্রণাম )

অদ্বৈত। (অগ্রে নিমাই ও পরে গদাধরকে আলিঙ্গন করিয়া) এসো, এসো, আবার এসো, আবার এসো, আসার মত এস, আর দেরী কেন?

[ সকলের প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য।

### মিশ্রগৃহের কক্ষ।

( বিষ্ণুপ্রিয়া, কাঞ্চনা ও অমিতা )

**কাঞ্চনা।** বলি, হ্যাঁ লো প্রিয়া, তোর মুখে কেন মেঘের ছায়া !
চাঁদের আলোয় হাস্‌ছে ধরা, সেই চাঁদ যার আঁচলধরা,
গগনে শশী কুমুদে ছায়া, এ কোন্ বিধান এ কোন্ মায়া !
কিসের দুঃখে তুই লো এমন ? মলিন কেন লো ও চাঁদবদন ?

**বিষ্ণু।** চাঁদ তো উঠেছে সখি কিন্তু চাঁদ তো অদূর গগনে কমুদিনীর

শুধু তুমি আর আমি,মাঝে কেহ নাই,কোনো বাধা নাই ভুবনে।
মাতি দিবানিশি, অনুরাগে মিশি', রহিব প্রেমের স্বপনে ॥
(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি) কেমন ? এইবার হয়েছে ত ?

বিষ্ণু। তোরা এখনও রঙ্গ কর্‌ছিস্, আমার দুঃখু ত বুঝ্‌লিনি।

কা। আচ্ছা, প্রিয়া, ঠাট্টার কথা নয় ভাই, আমি এক কথা বলি শোন্। তোর যিনি বল্লভ, সেটি ত সাধারণ বস্তু নয় সখি, সেটিকে না দেখ্‌তে পেলে নদীয়ার নরনারী কেউ যে প্রাণে বাঁচে না। তুই যদি তাকে আটকে রাখিস্, তা হলে তাদের দশা কি হবে বল দেখি ? রোহিণী যদি চাঁদকে মোটে ছেড়ে না দেয়, তা হলে জগতের আনন্দ যে সব চলে যায় ভাই, সেটা কি তোর ভাবা উচিত নয় ?

বিষ্ণু। তা কি আমি বুঝি না সখি ? আমি সবই জানি, সবই বুঝি। তাঁকে না দেখ্‌লে আমি যেমন মণিহারা ফণীর মত হাহুতাশ করি, সবারই তেম্‌নি হয়, সবারই যে নয়নমণি, সবারই প্রাণে ব্যথা লাগে। তা সবই বুঝি। এক একবার মনে করি, তা হয় হোক্,পাষাণ ফেটে যায়,নারীর বুক ত ফাটে না সখি,মুখ বুজিয়ে সকল দুঃখই স'য়ে যাব, সকলের ত সুখ হবে, তাদের সুখে সেও ত সুখী হবে। আমার দুঃখে সকলে যদি সুখী হয়, সে যদি সুখী হয়, এত দুঃখেও তার সুখে আমি সুখী হ'য়ে চুপ্‌টি করে থাক্‌ব। কিন্তু পোড়া মন ত তা বোঝে না ভাই, সে যে খালি খালি ডুক্‌রি দিয়ে কেঁদে ওঠে, তার কি করি বল্ দেখি ?

অ। কেন ভাই ? তার দেখা ত পাস্, তার চরণ সেবা ত কর্‌তে পাস্. এ ভাগ্যই বা কা'র আছে ভাই ? নদীয়ার কোন্ নারী

তার সেবা কর্‌তে না চায়, কোন্ নারীর এ সৌভাগ্য আছে বল্‌ দেখি ?

বিষ্ণু। তাও যে না বুঝি তা নয়। কিন্তু কতটুকুই বা তাঁর চরণ দর্শন কর্ত্তে পাই ভাই ? দুপুরবেলা প্রসাদ সেবার সময় একবার, আর শেষরাত্রে একবার, চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তেই কাক কোকিল ডাকে, আর আমার সাধের স্বপন ভেঙ্গে যায়। তাও আবার যেটুকু দেখা, আমার দিকে ত ফিরেও চায় না, হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে' চোখের জলে ভেসে যায়, নারী হ'য়ে এ দৃশ্য কি চোখে দেখা যায় ?

কা। কিন্তু যাই বলিস্ ভাই, সে ধন ত তোরই, তোর ধন সবাই নিয়ে আনন্দ কর্‌ছে, এ কথা মনে হলে কি বুকটা ভরে' ওঠে না ?

বিষ্ণু। ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই যে আবার ভেঙ্গে পড়ে। নারী হ'য়ে ভাই নারীর বেদন বুঝ্‌তে পার্‌লি না ?

কা। একটু বুঝিয়ে বল্‌না কেন শুনি।

বিষ্ণু। সে প্রাণধনে, কত যতনে, হিয়ায় রাখিতে চাই।
সদা মনে হয়, এ মোর হৃদয়, লুটাইয়া রাখি পায়॥
সে সাধ মেটে না, রতন মিলে না, ডুবে মরি দুঃখ দরিয়ায়।
আমার তরণী, বিনু সে পাটনী, কেমনে বাঁচে গো ঘূর্ণী বায়॥
থাকি তারই আশে, সে ত নাহি আসে, দুঃখিনীর দিন কেমনে যায়।
বিফল জীবন, বিফল যৌবন, এ মরম দুঃখ কহিব কায়॥
রতন পাইনু, সেবিতে নারিনু, বৃথা নারীতনু ধরিনু সই।
গুমরিয়ে মরি, কি উপায় করি, বল বল সখি বলনা তাই॥

কা। পিরীতির এই ত রীতি, শোন্ সজনি কই।
সুখের লাগি করি পিরীতি দুঃখভাগী হই ॥
যত সুখ তত দুঃখ, সুধা বিষে ভরা বুক,
যত জ্বলে ততই বাড়ে, ছাড়ে না ত সই ॥
পুরুষ কঠিন জাতি, নিতুই নব রসে মাতি,
নারীর শুধু ওই পিরীতি, তাই ত এত সই ॥
মিলনে বিরহ জ্বালা, বিরহে মিলন ছলা,
তাইতো নারীর এত জ্বালা, শোন্‌লো প্রাণসই ॥
সহিতে জনম হোলো, সইবি সখি ধর্‌বি আলো,
দেখা পেলে ধরে দেব লো, এই তোমারে কই ॥

অ। (পদশব্দ শুনিয়া) ঐ, আর খুঁজ্‌তে হবে না লো, সখির বুক-জুড়ানো ধন এসেছেন্। চল্ ভাই, এখন যার ধন তাকে দিয়ে আমরা দূর থেকে যুগল মিলন দেখে চোখ জুড়িয়ে ঘরে যাই।

( সকলের প্রস্থান )

---

## চতুর্থ দৃশ্য।

### নন্দন-আচার্য্য-গৃহের প্রাঙ্গন।

( শ্রীবাস, হরিদাস ও আর ২ ভক্তগণসহ নিমায়ের প্রবেশ )

নি। এইখানেই তিনি আছেন। এসো নন্দন আচার্য্যের গৃহের মধ্যে যাই।

শ্রী। সেকি! এ অঞ্চলের সকল গৃহই যে আমরা তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করেছি, কোথাও ত তাঁকে দেখ্‌তে পাইনি।

নি। বড়ই নিগূঢ় তাঁর চরিত্র। তিনি ধরা না দিলে তাঁকে ধরা বড় কঠিন। এসো, আমরা ভিতরে সন্ধান করি।

( অগ্রসর হওন ও দাওয়ার উপর অবধূত সমাসীন দেখিয়া )

ঐ, ঐ দেখ তালধ্বজারূঢ় স্বপ্নদৃষ্ট সেই মহাপুরুষ! সেই দীর্ঘোন্নত বরবপুঃ, আজানুলম্বিত বাহু, সেই নীল বসন, সেই নীল শিরস্ত্রাণ, বামকর্ণে সেই কুণ্ডল, পার্শ্বে বিলম্বিত দীর্ঘযষ্টি, সেই বেত্রমণ্ডিত কমণ্ডলু—উনিই সেই মহাপুরুষ। ঐ দেখ সেই মদঘূর্ণিত অরুণ লোচন, সদাই প্রেমের ঘোরে আচ্ছন্ন, সাক্ষাৎ মূর্তিমান্ প্রেমস্বরূপ ওই মহাপুরুষ। চলো সকলে ওঁকে দর্শন করে কৃতার্থ হই।

( সকলের অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হওন ও
নিমায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিতায়ের স্থিরভাবে
নিরীক্ষণ ও মৃদু-মধুর হাস্য )

হরিদাস। অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব এই লোকোত্তর চরিত্রের অপূর্ব্ব দর্শন! এ ত শুধু নয়নেন্দ্রিয়ের দর্শন নয়, চক্ষু চাহিয়া মহাধ্যানীর ধ্যানযোগে দর্শন! আহা!

রসনায় লিহে যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায় ঘ্রাণ॥

অনুরাগে ইষ্টবস্তুকে কেমন করে দর্শন কর্ত্তে হয়, তাই শিক্ষা দিতে যেন ইনি মূর্ত্তি ধরে আমাদের কাছে উদিত হয়েছেন।

নি। সত্য হরিদাস, সত্যই প্রেমযোগ শিক্ষা দিতে ইঁহার আবির্ভাব। এখনি তার আরও পরিচয় পাবে। পড়ো শ্রীবাস, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ কর।

শ্রীবাস। (করযোড়ে) বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসং কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥

(নিত্যানন্দের মূর্চ্ছা)

নিমাই। পড়, পড়, আবার পড়ো, আবার পড়ো। (শ্রীবাসের পুনরাবৃত্তি)

নিতাই। (চেতনা পাইয়া হুঙ্কার করিয়া) হো—হো—হো (হাস্য) হৈ হৈ হৈ (নৃত্য) আরে ওই ওই ওই (বাহ্বাস্ফোট) পেয়েছি—পেয়েছি (যোড়ে ২ লম্ফ) আহা—হা—হা—হা, হা কৃষ্ণ!

(ঢলিয়া পড়িয়া ধূলায় গড়াগড়ি ও নিমাই কর্ত্তৃক নিত্যানন্দ-তনু আপনার অঙ্কে ধারণ)

শ্রীবাস। (সাশ্রুনয়নে গদ্ গদ্ ভাষে) আহা! কি অপরূপ! একি বিচিত্র ব্যাপার! এ কোন্ আনন্দের অপূর্ব্ব অনুভব! যেন স্বয়ং রামচন্দ্রের ক্রোড়ে সৌমিত্রী শয়ন করে' আছেন! এ যেন সেই ত্রেতাযুগের লীলার পুনরভিনয় হচ্ছে।

গদাধর। (হাসিয়া) আজি হেরি বিপরীত দোঁহার সংস্থান!
যে দেব করেন স্থিতি অনন্তশয়নে,
আজি তাঁরই ক্রোড়ে হেরি অনন্ত শয়ান,
অভিনব লীলা তেঁই করি অনুমান।

ওই যে মহাপুরুষের ঠোঁট দুটি কাঁপ্ছে, এবার বুঝি কিছু বল্বেন।

নিতাই। (নিমায়ের শ্রীমুখ চাহিয়া)
কালো তুমি গৌর হয়েছ।
গোকুলে গোয়ালা ছিলে এবে দ্বিজ সেজেছ॥

গোঠ মাঠ ছেড়ে' তুমি নগরবাসী হয়েছ।
(আবার) খেলাধূলা ছেড়ে' এখন হরিনামে মেতেছ॥
(তোমার) পীত-ধটী ত্যজ্য করে' চিকণ বসন ধরেছ।
(ও ভাই) ব্রজ ছেড়ে নদে' এসে (তোমার) বাঁশী ফেলে দিয়েছ॥
(ওরে) তা বলে' কি আমার চোখে ধূলি দিতে পেরেছ।
(ও) কর-কমল চরণ-কমল তা'তেই ধরা দিয়েছ॥
আবার) চাঁচর চুলে ঢেউ খেলে যায় লুকা'তে কি পেরেছ।
(তোমার) ঢুল্ ঢুলে ও দুটি নয়ন—তা'তেই ধরা প'ড়েছ॥
( উভয়ের উভয়কে সস্নেহে নিরীক্ষণ ও অশ্রুবর্ষণ )

সকলে। হরিবোল! হরিবোল!

নিমাই। আজি জানি বড় শুভ দিবস আমার,
দেখিলাম ভক্তিযোগ চারিবেদ-সার।
এ কম্প, এ অশ্রু, এ গর্জ্জন হুঙ্কার,
একি ঈশ্বরশক্তি বিনে হয় আর।
সকৃৎ এ ভক্তিযোগ নয়নে হেরিলে,
তাহারেও কৃষ্ণ নাহি ছাড়েন কোন' কালে।
তোমা দেখিবেক হেন আছে কোন্ জন?
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি ধন।
বুঝিলাম কৃষ্ণ মোরে করিবে উদ্ধার,
তোমা হেন সঙ্গ আনি' দিলেন আমায়।
শ্রীপাদ, জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি কোন্ দেশ
শুভ বিজয় হয়েছে?

নিতাই। (করযোড়ে) ভ্রমিলাম কত তীর্থ কত কত দেশে
কৃষ্ণের যতেক স্থান কৃষ্ণের উদ্দেশে।

যেথা যাই সেথা হেরি শূন্য সিংহাসন
কৃষ্ণের সন্ধান নাই কৃষ্ণ অদর্শন।
দৈবযোগে মহাজনে জিজ্ঞাসিয়া জানি
ব্রজের জীবন ধন্য করে গৌড়ভূমি।
নদীয়ায় শুনি বড় হরি-সংকীর্ত্তন
হেথা আসি' হারানিধি পাইনু রতন।
সাথে রহি সেবা করি এই মোর মন,
সে কৃপা করিবে মোরে এই নিবেদন।

নিমাই। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনার মত ভক্তের দর্শন পেলুম্। আপনার নয়নের প্রেমাশ্রুধারা দেখে আমরা সকলে কৃতার্থ হলুম্।

মুরারি। (হাসিয়া) বেশ! বেশ!
ঠারে ঠোরে কহ কথা তোমরা তোমরা।
উহা ত না বুঝি কিছু আমরা সবারা॥

শ্রীবাস। আমরা আর কি বুঝ্‌ব বলো? হরি হরে মিলন! হর ভজেন্ হরি, আবার হরি ভজেন্ ত্রিপুরারি! ইনি ওঁকে বুঝ্‌ছেন, আবার উনি এঁকে বুঝ্‌ছেন, আমরা দাঁড়িয়ে দেখেই সুখী।

গদাধর। যা বলেছেন, যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ, অথবা ব্রজের দু'ভাই কানাই বলাই। এঁরা যাই হন্, এঁদের প্রেমের বালাই যাই।

হরিদাস। এসো আমরা প্রাণ খুলে এঁদের দুজনারই জয় দেই।
জয় নিতাই গৌরাঙ্গের জয়!

সকলে। জয় নিতাই গৌরাঙ্গের জয়! জয় নিতাই গৌরাঙ্গের জয়!

[অগ্রে নিতায়ের হস্তে ধরিয়া নিমায়ের ও পশ্চাতে সকলের প্রস্থান।]

## পঞ্চম দৃশ্য।

### শান্তিপুর—অদ্বৈতগৃহ।

শ্রীঅদ্বৈত। হুঁ, দেখ্‌ছি ত সব, বুঝ্‌ছি ত সব, শুন্‌ছি ত কত কথা। সবই ত হ'ল, সন্দেহ করবার ফাঁক নেই, তাও সত্য। হৃদয়ে ত মেনেইছি, গোপনে পূজাও গ্রহণ করেছ। কিন্তু প্রভু, তাতেও ত দাসের আকাঙ্ক্ষা মিট্‌ছে না। তোমায় কেউ না কখনও সন্দেহ কর্ত্তে পারে, এম্‌নি করে' প্রকাশ্যভাবে সকলের সাম্‌নে তা'দের আচার্য্যের মাথায়, তোমার ওই রাতুল শ্রীচরণ দু'খানি অমায়ায় তুলে দিয়ে, তোমার শুদ্ধ দাসের মনোবাসনা পূর্ণ ক'রে, নিঃসংশয়ে নিঃসন্দেহে তোমার অচিন্ত্যস্বরূপ পূর্ণ ভগবত্তা প্রমাণ ক'রে দাও প্রভু। আমরা প্রাণ খুলে' উর্দ্ধবাহু হ'য়ে তোমার মহিমা জগতে প্রচার করি। কর প্রভু, আর বিলম্ব কেন? যদি এসেছ, তবে আর বিলম্ব কেন? আত্ম-প্রকাশ ক'রে জগৎকে ধন্য কর, অধন্য কলিকে ধন্য কর, দুর্ভাগ্য কলিজীবকে উদ্ধার করে' তোমার গোলোকের সম্পত্তি দান করে' কৃতার্থ কর প্রভু। কৃষ্ণ হে, করুণাময়! (দূরে রামাঞিকে দেখিয়া) কি রামাঞি সংবাদ কি?

( করযোড়ে রামাঞের প্রবেশ ও প্রণাম )

কি রামাঞি, আমায় নিতে এসেছ বুঝি?

রা। আজ্ঞে, আপনার অবিদিত ত কিছুই নেই! এখন চলুন, পূজার সজ্জা করে নিয়ে সস্ত্রীক প্রভু দর্শনে যেতে আজ্ঞা হয়েছে, চলুন।

অ। হুঁ, আজ্ঞা হয়েছে! কা'র আজ্ঞা হে, রামাঞি? তোমাদের

নিমাই পণ্ডিতের বুঝি? তোমাদের শ্রীভগবানের? আমি ওসব মানি টানি না, বুঝেছ? আমার হচ্ছে তাই মত। তোমার দাদা শ্রীবাস সব জানে। কলিকালে প্রেমের অবতারের কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে হ্যা? ও তোমাদের অবতার টবতার আমি মান্তে পার্ব্ব না। জগন্নাথ মিশ্রের বেটা নিমাই পণ্ডিত, তাঁর আজ্ঞায় আমায় আমার ব্যাসাসন ছেড়ে নবদ্বীপে ছুট্তে হবে, কেন হ্যা? কিসের জন্যে বল ত? আমি যাব না। (মৌন থাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ভঙ্কার করিয়া) হুঁ। হুঁ। রামাঞি, কি বলেছে, কি বলেছে বল্লে? কি বলেছে বল ত।

রা। (করযোড়ে সাশ্রুনয়নে)

যার লাগি' করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন,
যার লাগি' করিলা বিস্তর আরাধন,
যার লাগি' করিলা বিস্তর উপবাস,
সে প্রভু তোমারে আসি' হইলা প্রকাশ।
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন,
তোমারে সে আজ্ঞা করিতে বিবর্ত্তন,
ষড়ঙ্গ পূজার বিধি যোগ্য সজ্জা লইয়া,
প্রভুর আজ্ঞায় চলো সস্ত্রীক হইয়া।
নিত্যানন্দ স্বরূপের হইলা আগমন,
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তোমার জীবন।
তুমি সে জানহ তারে আমি কি কহিব
ভাগ্যে থাকে মোর তবে একত্র দেখিব।

অদ্বৈত। আনিলুঁ আনিলুঁ মুই গোলোকের চোরা। (নৃত্য ও মূর্চ্ছা)

( চেতনা পাইয়া ) প্রভু কি বলেছেন রামাঞি ?

রা। আপনাকে সস্ত্রীক অবিলম্বে যাত্রা করতে বলেছেন।

অ। শোন রামাঞি পণ্ডিত, আমার এই এক কথা। তোমাদের কথায় আমি তাঁকে স্বয়ং ভগবান্ বলে' মেনে' নিতে পার্ব্ব না। আমাকে তাঁর ঐশ্বর্য্য দেখান্, আমার এই পককেশে তাঁর শ্রীচরণ দু'খানি তুলে দিন্ দেখি, তবে ত বুঝ্ব সত্যিই শ্রীভগবান্ এসেছেন। তা না হ'লে শর্ম্মা কখনো তাঁকে শ্রীভগবান্ ব'লে মান্ছে না একথা নিশ্চয় জেনো।

রা। (করজোড়ে) আপনার নিমিত্তই তাঁর এই অবতার এ কথা প্রভু ত বারে বারেই বলেছেন। আপনার ইচ্ছা অবশ্যই তিনি পূর্ণ কর্বেন। আমাদের ভাগ্যে থাকে সাক্ষাতেই দেখ্তে পাব।

অ। বেশ কথা, তবে চল যাচ্ছি। (অন্তঃপুরের দিকে চাহিয়া) সীতে, পূজার সজ্জা সব ঠিক করে নাও, আজ এখুনি নবদ্বীপে যেতে হবে। (রামাঞির প্রতি) হ্যাঁ, আর দেখ রামাই, আমি কিন্তু একেবারেই তোমাদের প্রভুসন্নিধানে যাচ্ছিনে। আমি নবদ্বীপে গিয়ে নন্দন আচার্য্যের ঘরে লুকিয়ে থাক্ব। তুমি গিয়ে তাঁকে বল্বে যে আমি তাঁর আজ্ঞায় তাঁর কাছে যাব না বলিছি, তা'তে তিনি কি করেন, কি বলেন, তুমি এসে আমাকে চুপি চুপি বলে যাবে। কেমন পারবে ত? দেখি আমি ত যাব না, দেখি তোমাদের প্রভু কেমন ক'রে জোর ক'রে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন।

রা। আপনার ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা, আপনাদের ইচ্ছামতই কার্য্য হবে, তার জন্য ভাবনা কি ?

অ। বেশ, তবে চল।　　[ সকলের প্রস্থান।

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য ।

### শ্রীবাস-ভবন ।

(ভগবদাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ সমাসীন ও চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ)

শ্রীগৌরাঙ্গ। (ঢুলিয়া ঢুলিয়া) নাড়া আস্‌ছে, নাড়া আস্‌ছে। নাড়া আমায় ডেকে নিয়ে এল, এখন আমায় চাল্‌ছে। নাড়া আমায় পরীক্ষা কর্‌তে চায়! (হাসিয়া) নাড়া এসেছে, নাড়া এসেছে, নন্দন আচার্য্যের ঘরে গিয়ে লুকিয়ে বসে আছে, আমায় বলে পাঠাচ্ছে আসবে না, দেখ্‌ছে আমি অন্তর্য্যামী কি না। নাড়া আমার ঐশ্বর্য্য দেখ্‌তে চায়, সকলকে দেখাতে চায়, জানাতে চায়! নাড়া ঐশ্বর্য্য দেখ্‌তে চায়! আচ্ছা, তাই হবে, তাই হবে। (রামায়ের প্রবেশ ও নতশিরে যোড়করে অবস্থান)

রামাঞি এসেছ? তোমায় কিছু বল্‌তে হবে না, উভয় সঙ্কট থেকে তোমায় মুক্তি দিলুম্। যাও, যাও, নাড়াকে নন্দন আচার্য্যের বাড়ী থেকে এখুনি সস্ত্রীক এসে আমার পূজা কর্ত্তে বলো।

(সানন্দে রামায়ের প্রস্থান ও সস্ত্রীক অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত পুনঃপ্রবেশ)।

[ নিত্যানন্দের ছত্রধারণ ও গদাধরের তাম্বূল প্রদান, শ্রীবাস তৈর্থিক ও আর ২ ভক্তগণ করযোড়ে দণ্ডায়মান ]

শ্রীঅদ্বৈত। ( ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে ২ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি চাহিয়া স্বগত )

অপূর্ব্ব দর্শন!

জিনিয়া কন্দর্পকোটী লাবণ্য সুন্দর

জ্যোতির্ম্ময় কনকসুন্দর কলেবর!

কনকের স্তম্ভ জিনি' বাহুর বলনি,
শ্রীবৎস কৌস্তভ হেরি বক্ষে মহামণি !
মকরকুণ্ডল হেরি বনমালা গলে
কিবা নখ কিবা মণি শ্রীচরণে জ্বলে !
শিরে হেমছত্র ধরে আপনি অনন্ত
কোটী মহাসূর্য্য জিনি' তেজে নাহি অন্ত !
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে
মোর প্রভু প্রাণনাথ এই ত সাক্ষাতে !
(চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) ওই ওই মুনিগণ করে স্তুতিগান
শুক নারদ অজ ভব সবে বিগ্যমান্ !
অন্তরীক্ষে বিমানচারী ওই দেবগণ
সবে যোড়হাতে করে প্রণাম স্তবন।
মকর বাহিনী ওই সুরধুনী ধন্যা,
ইষ্ট ইষ্টদেবী সবে জগৎ বরেণ্যা,
মহানাগগণে সবে তুলি' সব ফণ
উর্দ্ধমুখে স্তুতি করে কত ব্রহ্মাগণ।
সবে পড়ি' ধরি' আছে উঁহারি চরণ,
সকল সংশয় আজি হইল ভঞ্জন।
সকলের মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই ধ্বনি
আন্ নাহি দেখি কিছু আন্ নাহি শুনি।
জয় জয় জয় প্রভু তোর ঠাকুরালি
কৃতার্থ হইনু দেহ শিরে পদধূলি। [নতজানু হইয়া প্রণাম।

শ্রীগৌ। (প্রসন্নবদনে অদ্বৈতের প্রতি)

তোমার সঙ্কল্প লাগি' অবতীর্ণ আমি,
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি।
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে
আমারে আনিলে সব জীব উদ্ধারিতে।
যতেক দেখিলে এবে সবে মোর গণ,
সবার হইল জন্ম তোমার কারণ।

শ্রীঅ। (ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কাঁদিয়া) আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ,
আজি সে সফল কৈলে যত অভিলাষ।
আজি মোর জন্ম কর্ম্ম সকলি সফল,
সাক্ষাতে দেখিনু তোর চরণ যুগল।
অনন্ত সংহিতা বাণী হইল প্রমাণ,
গৌর গোবিন্দরূপে হেরি বিদ্যমান্।
ঘোষে মাত্র চারিবেদে যারে নাহি দেখে,
হেন তুমি মোর লাগি হৈলে পরতেখে। (পুনঃ ২ প্রণাম।

শ্রীগৌ। নাড়া! আমার পূজা ক'রো।

শ্রীঅ। (সস্ত্রীক গললগ্নীকৃতবাসে সুবাসিত গঙ্গাজলে শ্রীচরণ ধোয়াইয়া)
এতৎ পাদ্যং সুবাসিত গঙ্গোদকং নমো শ্রীগৌরগোবিন্দায় নমঃ।
এষোঽর্ঘ্যঃ নমো শ্রীগৌরগোবিন্দায় নমঃ। ( অর্ঘ্যপ্রদান )
ইদমাচমনীয়ং নমো শ্রীগৌরগোবিন্দায় নমঃ। ( আচমনীয় প্রদান )
এতৎ সচন্দন তুলসী পত্রং নমো ঐ— ( শ্রীচরণে তুলসীদান )
এতৎ সচন্দন গন্ধপুষ্পং ঐ ( পুষ্পাঞ্জলি প্রদান )
এতৎ মাল্যং ঐ ( মাল্য প্রদান )
এষঃ ধূপঃ ঐ ( ধূপ দান )

এষঃ দীপঃ ঐ ( দীপ দান )

( পঞ্চপ্রদীপ দ্বারা আরতি করণ ও প্রণাম )

( পরে ) এতৎ বসন ভূষণাদিকং ঐ

এতৎ সোপকরণ সতুলসী নৈবেদ্যং ঐ

এতৎ সুবাসিত পানীয় জলং ঐ

ইদমাচমনীয় জলং ঐ

ইদং তাম্বুলং ঐ

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

নমো শ্রীগৌরগৌবিন্দায় নমঃ ॥ ( ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম )

( করযোড়ে )

জয় জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর । জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর ॥
জয় জয় ভকত বচন সত্যকারী । জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী ॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা রূপ মনোরম । জয় জয় শ্রীবৎস কৌস্তুভ বিভূষণ ॥
জয় জয় হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রচার । জয় জয় নিজ ভক্তি গ্রহণ বিলাস ॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্তশয়ন । জয় জয় জয় সর্ব্ব জীবের শরণ ॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ । তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম্ম, তুমি সনাতন ॥
তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন । তুমি কর যুগে যুগে দেবের পালন ॥
তুমি রক্ষঃ-কুল-হন্তা জানকী-জীবন । তুমি প্রভু বরদাতা অহল্যামোচন ॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি' কৈলে অবতার । হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যার ॥
সর্ব্বদেবচূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ । তুমি যে ভোজন কর নীলাচল মাঝ ॥
এই তোর দুইখানি চরণ কমল । ইহার সে রসে গৌরী শঙ্কর বিহ্বল ॥
এই যে চরণ রমা সেবে একমনে । ইহারই যে যশ গায় সহস্র বদনে ॥

এই যে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহার যশ গায়॥
সত্যলোক আক্রমিল এই যে চরণে। বলি শির ধন্য হইল ইহার অর্পণে॥
এই যে চরণ হৈতে গঙ্গা অবতার। শঙ্কর ধরিল শিরে মহাবেগ যার॥
মায়া ছাড়ি কৃপা করি' আজি অমায়ায়। দেহি নাথ শ্রীচরণ আমার মাথায়॥

( শ্রীচরণ ধরিয়া দীঘল হইয়া শয়ন ও শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্বৈত-মস্তকে শ্রীচরণার্পণ। )

সকলে। জয় শ্রীগৌরগোবিন্দের জয় ৩।
হরিবোল, হরিবোল, হরি হরিবোল।

শ্রীগো। আরে নাড়া মোর আগে কররে নর্ত্তন।

শ্রীঅ। জয় গৌর গোবিন্দ শচীর নন্দন।
( নৃত্য করিতে ২ নিতায়ের প্রতি ভ্রুকুটি করিয়া )
ভাল ভাল মাতালিয়া আইলা নিতাই
বাঁধিয়া রাখিব এবে যাবে কোন্ ঠাঁই।
রহ রহ প্রভু হেথা ইঁহার সঙ্গেতে
জাতি ধর্ম্মনাশ কার্য্য হবে ভালমতে।
এক মাতালিয়া তুমি, মাতালিয়া ইনি,
সবারে মাতাল করি' মজাইবে জানি। (নৃত্য ও উভয়ের হাস্য)

শ্রীগৌরাঙ্গ। ( উঠিয়া হাসিয়া আলিঙ্গন করিয়া ) নাড়া, আজ আমায় বড় আনন্দ দিলে। ( আপন গলার প্রসাদী মাল্য দিয়া ) এইবার বর মাগো, তুমি যে বর চাইবে, তাই দেবো, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। ( অদ্বৈত নিরুত্তর ও শ্রীচৈতন্যের পুনঃ ২ অনুরোধ )

শ্রীঅ। ( গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে ) আর কি মাগিব বর ?

মনোবাঞ্ছা সকলি ত করেছ পূরণ।
কি চাহিব কিবা নহে তোমার গোচর ?
মোর মনে যাহা আছে হউক সফল।

শ্রীগৌ। ( মাথা ঢুলাইয়া ) তোমার নিমিত্তে আমি হইনু গোচর।
ঘরে ঘরে করিব নাম কীর্ত্তন প্রচার।
ব্রহ্মা শিব নারদাদি যা'র তপ করে
হেন ভক্তি বিলাইব বলিনু তোমারে।

সকলে। হরি হরিবোল ৩।

শ্রীঅ। ( করযোড়ে ফুলিয়া ২ ) যদি হেন ভক্তি প্রভু তুমি বিলাইবে,
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবে।
বিদ্যা ধন কুল আদি তপস্যার মদে,
তোর তত্ত্ব তোর ভক্তি যে যে জন বাধে,
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি' মরুক পুড়িয়া
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ লৈয়া।

শ্রীগৌ। ( হুঙ্কার করিয়া ) তথাস্তু।

সকলে। হরি হরিবোল, হরি হরিবোল, হরি হরিবোল।

## সপ্তম দৃশ্য।

### নদীয়ার রাজপথ।

( ভক্তবৃন্দের প্রবেশ ও গীত )

আর আমাদের ভাবনা কিরে মনের আশা পূরিল।
গোলোকবিহারী হরি নদে' এসে উদিল॥ (হরিবোল বলরে)

জগা' মাধা' উদ্ধারিল, নামের ধ্বজা উড়িল।
যবন কাজী দমন হ'ল, মরা শিশু বাঁচিল॥ (হরিবোল বলরে)
সাত প্রহরে মায়া ছেড়ে' মনেরি সাধ মিটা'ল।
শ্রীবাসঘরে নারায়ণ, আপনি নেচে নাচা'ল॥ (ঐ)
(আবার) স্তন্যদানে জনে জনে বুকের সুধা পিয়া'ল।
হরি বল ভাই জগৎবাসী দুঃখ নিশি পোহা'ল॥ (ঐ)
রব শুনে' ভাই নিতাই এল, হরিনামে মাতা'ল।
কিশোরীর প্রেম বিলা'য়ে জগৎ বুঝি ভাসা'ল॥
(জগৎ ভেসে যে গেলরে,—নিতাই প্রেমে হরিনামে)
ভাসাল, ভাসাল—নিতাই গৌরাঙ্গ (মাতন)

(নৃত্য করিতে করিতে সকলের প্রস্থান)

## অষ্টম দৃশ্য।

### সুরধুনী-তীর।

(শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবেশ)

শ্রীগৌ। আহা কি সুন্দর নিশি, শারদের পূর্ণশশী,
সুরধুনী নহে যেন যমুনার ধার।
মল্লিকা মালতী যূথী, কুসুম সুবাস মাখি,'
মন্দ পবনে মন মাতে অনিবার॥
মনে পড়ে সে মুরলী, পীতবাস বনমালী,
মনে পড়ে চন্দ্রমুখ গোপ-বনিতার।

মনে পড়ে নৃত্যগীতি,　　রাস রসে প্রেমে মাতি',
মনে পড়ে সে পিরীতি রাজদুহিতার ॥
সবে ত এসেছে সাথে,　　শারদ পূর্ণিমা রাতে,
মনোসাধে খেলি খেলা পূরব লীলার।
এ নিশি সার্থক হবে,　　সব হিয়া জুড়াইবে
প্রেমের পাথারে সবে দিইব সাঁতার ॥

( ভক্তগণের প্রবেশ )

( সকলের প্রতি ) এমন সুন্দর চাঁদ্‌নী রাত, এস সবাই মিলে' জলে নেবে' খেলা করি।

শ্রীবাস। (জনান্তিকে) প্রভু ত ভাবের ঘোরে ব'লে ফেল্লেন, এখন সবাই যে এক বসনে এসেছে, কাপড় যে সব ভিজে যাবে তার কি ?

শ্রীগৌ। তার জন্যে চিন্তা কি ? রাত্রিবেলা ঘাটে ত কেউ নেই, বসন তীরে রেখে নাম্‌লেই বা ক্ষতি কি ?

মুরারি। তা হ'তে পারে বটে, তবে তাই হোক্।

গদাধর। ( নরহরির প্রতি জনান্তিকে ) এ ব্যবস্থাটা কি রকম ঠেক্‌ছে না ? একি রাসের উপক্রমণিকা নাকি ?

নরহরি। সেই রকমইত দেখাচ্ছে, দেখা যা'ক্ কতদূর কি হয় যা'ই হোক্, হুকুম যখন হয়ে গেছে, আর ভক্তেরাও যখন রাজী হয়েছেন, তখন যা থাকে জাতকুলের কপালে নেবে পড় আর কি করবে।

( তীরে বস্ত্র রাখিয়া সকলের একে ২ জলে অবতরণ )

বাসু। কই, তুমি যে বড় আস্‌ছ না, দেরী কচ্ছো কেন ?

শ্রীগৌ। এই যে আস্‌ছি।

( সকলের বস্ত্র লইয়া নিকটস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ )

সকলে। ( ব্যস্ত হইয়া ) ওকি ওকি! কোথা যাও ?

নরহরি। আর কি! যা ভেবেছি তাই। এখন উপায় ? গোপীদের মত নাকালের শেষ পর্য্যন্ত না হলে বাঁচি।

বাসু। আরম্ভ হয়েছে ত শেষ না হয়ে কি যায়।

শ্রীবাস। ছিঃ ছিঃ প্রভু ওকি ? নামো, নামো, এখুনি চেনা শুনা কেউ এসে পড়্‌লে কি মনে কর্ব্বে বলো দেখি।

মুরারি। মনে কর্ব্বে এরা আস্ত পাগল! একেত হরিনামের জন্যেই কত লোক কত কথাই বল্‌ছে, তার ওপর আবার এই সব দেখ্‌লে খেপেছে মনে কর্ব্বে আর কি। (শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি) পাগলামির চূড়ান্ত হয়েছে ঠাকুর, এখন দয়া করে' কাপড়গুলি ফেলে দাও, মানে ২ তীরে উঠি।

শ্রীগৌ। তা'ত হয় না। দেহাভিমান থাকৃতে ত কৃষ্ণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ চাও ত সব সুড়্‌ ২ ক'রে অমনি উঠে এসে' বসন নিয়ে যাও।

নরহরি। হয়েছে গো হয়েছে, সে সবই ত গেছে, সেকি আর বাকী রেখেছ, যে আবার পরীক্ষা নিতে হবে!

শ্রীগৌ। ( হাসিয়া ) মুখে বল্‌লে ত হবে না, দেখি কেমন হয়েছে। ওই খান থেকে আজ পুণ্যতিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গগনের চন্দ্রদেবকে যোড়হাতে প্রণাম কর্ত্তে কর্ত্তে এসে বসন চাইবে, তবে ত বসন পাবে। নইলে কিন্তু কাউকে বসন দেবো না, তা বলে দিচ্ছি। আর শুধু তাই নয়, দেরী কল্লে ডেকে রাজ্যের লোক জড় ক'রে আরও রঙ্গ বাড়িয়ে দেবো তাও ব'লে রাখ্‌ছি।

নরহরি। তা তুমি পার, তোমার গুণের ঘাট নেই, কাণ্ড বাধাতে তোমার মত ত আর দুটি নেই। ( গদায়ের প্রতি ) কি করবে বল গদাই, যা ধর্ব্বে তা না করিয়ে ত ছাড়্বে না। আচ্ছা এর শোধ আমরা নেবো। ( শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি ) আচ্ছা, এতটা যে নিগ্রহ আমাদের হবে, তারপর ? পরের কথাটা শুনি তবে ত তোমার কথা শুন্‌বো।

শ্রীগৌ। পরের কথা জানো না ? (গম্ভীরভাবে) এটি একটা মহাযজ্ঞ। এ যজ্ঞে মনের জন্মজন্মান্তর সঞ্চিত সংস্কারগুলি আহুতি দিতে হয়। এ যজ্ঞের ফলে যে যা চায় সে তাই পায়। লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাক্‌তে নয়। এ তিন যার যায়, সে কৃষ্ণ দর্শন পায়।

নরহরি। ( হাসিয়া ) সত্যি নাকি ? যে যা চায় সে তাই পায় ? কৃষ্ণদর্শন পায় ? যেমন কৃষ্ণ চায় তেম্‌নিটি ত পায় ?

শ্রীগৌ। ( হাসিয়া ) নিশ্চয়, নিশ্চয়। কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

নরহরি। তবে আমরা রাজী। ( সকলের প্রতি ) সকলে শুন্‌লে ত ? চলো ত একবার একদৌড়ে কাছে যাই। ( শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি ) তোমার কথা আমরা রাখ্‌বো, আমাদের কথা মনে থাকে যেন, নইলে রঙ্গরাজকে আমরা একবার দেখে নেবো।

(সকলের হরিধ্বনি করিয়া বিবস্ত্র অবস্থায় একে ২ তরুমূলে গমন ও বস্ত্র গ্রহণ )

শ্রীগৌ। ( বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া ) এইবার আমাদের রাসলীলা। ( মুকুন্দের প্রতি ) মুকুন্দ! রাসের পদ গান করো, দেখি রাসবিহারী আসেন কি না।

শ্রীবাস। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হলেই আস্‌তে পারেন। এসে রয়েছেন, আর আস্‌বেন্ কি ?

( মুকুন্দের গীত ও সকলের কণ্ঠ ও বাদ্যযন্ত্র সহকারে যোগদান )

সঞ্চরদধরসুধা-মধুরধ্বনি-মুখরিতমোহনবংশম্ ।
বলিতদৃগঞ্চল-চঞ্চলমৌলি-কপোলবিলোলাবতংসম্ ॥ ১ ॥
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্ । স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ২॥
চন্দ্রকচারু-ময়ূরশিখণ্ডক-মণ্ডলবলয়িতকেশম্ ।
প্রচুরপুরন্দর-ধনুরনুরঞ্জিত-মেদুরমুদিরসুবেশম্ ॥ ৩ ॥
গোপকদম্ব-নিতম্ববতীমুখ-চুম্বনলম্ভিতলোভম্ ।
বন্ধুজীব-মধুরাধরপল্লব-মুল্লসিতস্মিতশোভম্ ॥ ৫ ॥
বিপুলপুলকভুজ-পল্লববলয়িত-বল্লবযুবতীসহস্রম্ ।
করচরণোরসি মণিগণভূষণ-কিরণবিভিন্নতমিস্রম্ ॥ ৫ ॥
জলদপটল-বলদিন্দুবিনিন্দক-চন্দনতিলকললাটম্ ।
পীনপয়োধর-পরিসরমর্দ্দন-নির্দ্দয়হৃদয়কবাটম্ ॥ ৬ ॥
মণিময়মকর-মনোহরকুণ্ডল-মণ্ডিতগণ্ডমুদারম্ ।
পীতবসনমনুগতমুনিমনুজ-সুরাসুরবরপরিবারম্ ॥ ৭ ॥

---

( গাহিতে ২ নাচিতে ২ শ্রীগৌরাঙ্গের বামে গদাধর ও যুগলমিলন )

কত কত চান্দ, তিমিরপর বিলসই, তিমিরহিঁ কত কত চান্দে।
কনক লতায়ে, তমালহুঁ কত কত, দুঁহু দুঁহু তনু তনু বান্ধে ॥
কত কত পদুমিনী, পঞ্চম গাওত, মধুকর ধরু শ্রুতি ভাষ।
মধুকর মিলি কত, পদুমিনি গাওত, মুগধল গোবিন্দদাস ॥

নাচত নটিনী, গায় নটশেখর, গায়ত নটিনী নাচে নটরাজ।
শ্যামর গৌরী, গৌরী সঙ্গে শ্যামর, নবজলধর জনু বিজুরী বিরাজ॥
হেরি হেরি অপরূপ, রাস কলারস, মন্মথে লাগল মন্মথ ধন্দ।
উয়ল গগনে, সঘনে রজনীকর, চৌদিকে ফিরত দীপ ধরি চন্দ।
তারাগণ সঙ্গে, তারাপতি হেরি, লাজে লুকা'ল দিনমণি কাঁতি।
গোবিন্দদাস পঁহু, জগমন মোহন, বিহরই ভৈল কলপ সম রাতি॥
রাসে গোবিন্দ—জয় রাধে গোবিন্দ।

( গাহিতে ২ প্রস্থান )

## পট পরিবর্ত্তন।

[ রসরাজ-মহাভাব-মিলিত শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব ]

( নেপথ্যে একদিক হইতে প্রশ্ন-সঙ্গীত )

আজু কেগো মুরলী বাজায়।
নহে শ্যাম গোরারূপে ভুবন মজায়॥
শিখি-পাখা নাইক শিরে ফুল চূড়ায়।
মালতীর মালা দোলে উহার গলায়॥
চরণে চরণ দিয়ে বাঁকিয়ে দাঁড়ায়।
বাঁকা দিঠি মিঠি মিঠি হেসে হেসে চায়॥
নরনারী মিশি' ওকে অপরূপ ভায়।
নিবিড় পিরীতি নাকি ধরিয়াছে কায়॥

( নেপথ্যে অপর দিক হইতে উত্তর-সঙ্গীত )

কো জানে রমণ কো জানে রমণী। দুঁহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥
পাঁচবাণ ভেল মদনক বাণে। আর পাঁচবাণ রাঙ্গা নয়নের কোণে ॥
বিপরীত প্রেমকো কো জানে গতি। অপরূপ রতিরণে পরীতি শক্তি
আদি অনাদিরূপ দুঁহুক স্বরূপ। জয়তু জয়তু চির গোরা রসভূপ ॥

( বিপরীত দিক হইতে পুরুষ ও রমণীগণের প্রবেশ ও গীত )

জয় জয় জয় গোরাচাঁদের জয় জয় জয় জয়।
তোদের মোদের প্রাণ-জুড়ানী এই না গোরা রায় ॥
জয় জয় জয় গোরাচাঁদের জয় জয় জয় জয়।
ভজলে পরে সোনার মানুষ লোহা সোনা হয় ॥
জয় জয় জয় গোরাচাঁদের জয় জয় জয় জয়।
পাপ তাপ সব যায় পলা'য়ে আ'র ত নাহি রয় ॥
জয় জয় জয় গোরাচাঁদের জয় জয় জয় জয়।
ভালবাসার সাধ মিটে যায় ঐ না গোরা পায় ॥
জয় জয় জয় গোরাচাঁদের জয় জয় জয় জয়।
দেখ্‌না কেন হয় কি না হয় ভজ্‌না গোরা রায় ॥
জয় জয় জয় গোরাচাঁদের জয় জয় জয় জয়।
বদন ভরে ভুবন জুড়ে গাওরে গোরা জয় ॥
গৌরহরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

ওঁ শ্রীগৌরাঙ্গ অর্পণমস্তু।

## BOOKS BY THE SAME AUTHOR.

### 1. The Life of Love.

( The Life-sketch of an Ideal Devotee.)

"A soul-ful book, given to the Vaishnava world."

Price cloth-bound Rs. 1/8, Paper-bound Rs. 1/4.

***Ready for the Press.***

### 2. At the Feet of the Lord.

(The *Shikshashtakam* or the Lip-drip of Sri Chaitanya.)

With copious notes and elucidations.

### 3. Sri Chaitanya & The Problem of man.

Misery Problem Solved—Love and Romance established and finally fulfilled in the Eternity of the Leelá.

### 4. World-Philosophy & World-Religion,

Brief Survey of the Flight of Thought in the East and West.

### 5. The *Kena* in the Light of the Geeta and Sri Chaitanya.

New Light thrown on the Upanishadas.

Modern interpretation for the easy understanding of modern readers.

***Under Preparation.***

### 6. The Sri Chaitanya—Bhagavat.

(The Lay of the Lord Divine.)

The Leelá of the Lord Chaitanya.

In Beautiful Blank Verse.

### 7. Sri Chaitanya Chandramritam.

Sweetness and Light of Lord Chaitanya.

## The Universal Religion of Sri Chaitanya.

Price—As. 6 only.

1. **Forward** :—"Universally adoptable......a potent factor contributing towards peace and amity (of all the world)".

2. **Servant** :—"The book will amply repay perusal".

3. **Dr. Sten Konow, Oslo, Norway** :—"It is written with genuine warmth and has made a strong appeal to me".

4. **Dr. L. D. Barnett, British Museum, London** :—
"It is an interesting statement of the subject".

5. **Dr. E J. Thomas, University Library, Cambridge** :—
"The universal aspect is expressed.........clearly...... This is one thing... The other thing is the claim of India ......to share in the shaping of the religion of the future".

6. **Mr. Panna Lall, I. C. S., Secretary to . Gov. (India)** ;—"The small book should do very well for spreading the knowledge of the Lord in quarters where He is at present......unknown".

&c. &c. &c.

**To be had of :**

Manager,
Devakinandan Office.
166, Manicktola St.
Calcutta.

Banerjee, Mukherjee & Co.
9-1, Chhaku
Khansama Lane,
Calcutta.

The Author,
Sri Sri Madhura
Gauranga Bhavan
Panihati, 24 Prgs.

Published by Narendra Nath Goswami, Panihati.
Printed by Mohendra Nath Datta, Sree Saraswaty Press,
1, Ramanath Mazumder Street, Calcutta.